India to push for swapping of enclaves with Bangladesh

Biswajit Roy/SNS

KOLKATA, Dec. 17. — Alarmed over the increasing terror attacks in Bangladesh as well as illegal immigration from that country, the Centre has decided to take up afresh the proposal for swapping of *chhitmahals*, or enclaves, in Cooch Behar.

Also, there are plans to complete the first phase of border fencing by April 2006, before the Assembly polls in West Bengal and Assam.

The Union home minister, Mr Shivraj Patil, will visit Tinbigha in Cooch Behar on 2 January and leave for Assam the same day.

According to a state home department official, Mr Patil will visit the BSF post at Tinbigha and speak to locals to "gauge the mood on the ground" before taking up the enclave-swapping issue with Dhaka.

There are 111 Indian enclaves inside Bangladesh, while 51 Bangladeshi enclaves are encircled by Indian territory, a queer legacy of Partition and accession of the former princely state of Cooch Behar to India. The two countries had first agreed to swap enclaves when

The Union home minister will visit the BSF post at Tinbigha and speak to locals to gauge the mood on the ground

Sheikh Mujibur Rahman was in power in the early 1970s. Since then, no substantial progress has been made except for the opening of the Tinbigha corridor connecting three enclaves – Dahagram, Angerpota and Kutchbari.

The issue resurfaced recently on the sidelines of the Saarc summit in Dhaka, said an official. It seems that the Union home ministry is serious about pushing the exchange of enclaves. The ministry asked the registrar-general's office as well as the state government to stop registration of land sale or transfer deeds in the area surrounding the enclaves a few months ago.

The move also got a boost after the recent visit of the Chief Election Commissioner, Mr BB Tandon, to Cooch Behar. Residents of the enclaves complained that they had been living as "stateless persons". The Indian enclaves in Bangladeshi territory comprise 17,000 acres.

The Union home ministry has asked the state government to facilitate acquisition of 63 acres in six districts by the end of December. The land is required for speeding up the first phase of the border fence due to be completed by April 2006. Around 600 km of the 2,220 km Indo-Bangla border is riverine, while the 1,600 km land border is porous. The border fence has been erected along 1,200 km so far, an official said.

The Centre has sought information on nine border districts of the state in a bid to gear up infrastructure development under the Border Areas Development Project. The Centre has asked the state not to divert funds allocated for the project.

The state has received Rs 38 crore this year, far less than the original allocation of Rs 45 crore. This is because the state failed to submit utilisation certificates for earlier funds, an official admitted.

18 DEC 2005 THE STATESMAN

মতৈক্য দিল্লি-ঢাকার

বন্দিদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে দূতাবাস

অগ্নি রায় ● নয়াদিল্লি

২৭ অক্টোবর: ভারতীয় অফিসারেরা কি এ বার সরাসরি বাংলাদেশের জেলে গিয়ে নাগা জঙ্গি নেতা রঞ্জন দইমারিকে জেরা করতে পারবেন? সেই জেরা থেকে কি বেরিয়ে আসতে পারে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া অন্য জঙ্গিদের ঠিকানা আর কার্যকলাপের বিস্তারিত তথ্য?

সে দিন বোধহয় আর খুব দূরে নয়। কারণ, দু'দেশের জেলে বন্দিদের সঙ্গে দূতাবাসের মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য চুক্তি করতে চলেছে ভারত-বাংলাদেশ। সার্কের আগে এই চুক্তিতে নীতিগত ভাবে সম্মত হয়েছে ঢাকা। আজ দু'দেশের স্বরাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠকে এ বিষয়ে মতৈক্য হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

চুক্তিটি রূপায়িত হলে যে সব ভারতীয় অপরাধী, জঙ্গি বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের সম্পর্কে তথ্য জানা এবং তা নিয়ে ঢাকাকে কূটনৈতিক পথে চাপ দেওয়া ভারতের পক্ষে তুলনায় সহজ হবে। ভারতীয় দূতাবাসের অফিসাররেরা বাংলাদেশের জেলে বন্দি ভারতীয় অপরাধীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে এ সংক্রান্ত নানা তথ্য নিতে পারবেন। একই ভাবে, ভারতে বাংলাদেশ দূতাবাসও ভারতের জেলে বাংলাদেশি অপরাধীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। ভারত দীর্ঘদিন ধরেই বিষয়টি নিয়ে ঢাকার উপর চাপ বাড়াচ্ছিল। জুন মাসে ঢাকায় বিদেশসচিব পর্যায়ের বৈঠকেও প্রসঙ্গটি ওঠে। কিন্তু বরফ গলেনি। ভারতের অনেক দিনের অভিযোগ, ভারতে সক্রিয় বহু জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ নেতা বাংলাদেশে 'আটক' রয়েছে। অনেকে সপরিবার বহাল তবিয়তে সেখানে বসবাস করছে। আলফার চিফ ইন কমান্ড পরেশ বরুয়া দীর্ঘ দিনই বাংলাদেশে রয়েছেন। আর এক আলফা শীর্ষ নেতা অনুপ চেতিয়া জেলের মেয়াদ ফুরনোর পরে ও দেশে মুক্ত জীবনই যাপন করছেন। তবে এখনও জেলে আটক রয়েছেন, রঞ্জন দইমারি (প্রেসিডেন্ট, এনডিএফবি), জুলিয়াস দোরফাং (চেয়ারম্যান, এইচএনএলসি), বিশ্বমোহন দেববর্মা (প্রেসিডেন্ট, এনএলএফটি)।

নয়াদিল্লির কাছে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে যে, এই সব নেতার সঙ্গে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি এজেন্সির যোগাযোগ রয়েছে। এদের বেশির ভাগই বাংলাদেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করে। বাংলাদেশকে বারবার বলা সত্ত্বেও তারা বিশেষ আমল দেয়নি। আজকের চুক্তির ফলে 'আটক এই জঙ্গি নেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশে ভারতীয় জঙ্গিদের কাজকর্মের পরিধি সম্পর্কেও আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

আজকের বৈঠকে নয়াদিল্লি যথেষ্ট খুশি। সরকারি ভাবে অবশ্য আজ এ নিয়ে কেউই মুখ খুলছেন না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব ভি কে দুগ্গল শুধু বলেন, "বৈঠক যে ভাবে এগোচ্ছে, তাতে আমি খুশি। কথাবার্তা ইতিবাচক দিকেই যাচ্ছে।" বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রসচিব সফর রাজ হুসেনও এর প্রতিধ্বনি করেন। সীমান্তের দেড়শো গজের মধ্যে নির্মাণ-বিতর্ক নিয়েও আজ তুলনামূলক ভাবে নরম হয়েছে ঢাকা। এত দিন বাংলাদেশ ভারতকে এই নির্মাণে বাধা দিচ্ছিল। এই নিয়ে সীমান্তে বিডিআর বিএসএফ-এর মধ্যে গুলিগোলাও চলেছে। আজ বাংলাদেশ জানিয়েছে, তারা এক একটি নির্মাণ ধরে ধরে বিবেচনা করতে রাজি।

তবে বাংলাদেশ সীমান্তে ভারত-বিরোধী জঙ্গিশিবির এবং অনুপ্রবেশ নিয়ে তার কড়া মনোভাব আজ ফের জানিয়েছে ভারত। জানানো হয়েছে, বিডিআর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে বারবার যে রিপোর্ট এসেছে, তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ভারত বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, বাংলাদেশের মাটি ইসলামি মৌলবাদী ডেরা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রায় চল্লিশ হাজার 'কউমি' মাদ্রাসায় ভারত-বিরোধী নাশকতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

দুই দেশের সীমান্তে প্রচুর ফাঁকফোক র রয়ে গিয়েছে। ভারত একটি রিপোর্ট ঢাকাকে দিয়ে বলেছে, অনুপ্রবেশকারীরা অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার চরিত্রই বদলে দিয়েছে। এরই সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আইআইজি (ইন্ডিয়ান ইনসারজেন্ট গ্রুপ) বাংলাদেশের মদতে শক্তি বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরার এনএলএফটি, এটিটিএফ, অসমের আলফা, এনডিএফবি, মেঘালয়ের এইচএনএলসি, নাগাল্যান্ডের এনএসসিএন (খাপলাং) এবং মণিপুরের ইউএনএলএফ-এর মতো সংস্থা প্রশিক্ষণ, আশ্রয়, অস্ত্রের ভাঁড়ার এবং পরিবহণের জন্য বাংলাদেশের মাটিকে কাজে লাগাচ্ছে। প্রধানত মৌলবিবাজার, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, কুড়িগ্রাম, কুমিল্লা এবং ঢাকায় এদের শিবির ছড়ানো।

ANADABAZAR PATRIKA

আল কায়দা, সীমান্তের কথা বলে ঢাকাকে চাপ দেবে দিল্লি

অগ্নি রায় ● নয়াদিল্লি

১৬ অক্টোবর: সন্ত্রাসের অভিযোগ বা নিরাপত্তায় ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বলে সার্ক সম্মেলন বানচাল করবে না ভারত। কিন্তু সার্কের আগে দিল্লিতে দু'দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠকে (২৭ এবং ২৮ অক্টোবর) ঢাকার সামনে যাবতীয় তথ্য তুলে কূটনৈতিক চাপ তুঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত-বিরোধী জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস, জঙ্গি প্রত্যর্পণ, সীমান্তে বি ডি আর-এর আপত্তিজনক আচরণ, অবৈধ মাদ্রাসা, অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গের সঙ্গেই ওই বৈঠকে বাংলাদেশের কাছে ভারত সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরবে দু'টি বিষয়:

এক) দু'দেশের মধ্যে ৪০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ অবিলম্বে শেষ করতে হবে। পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে সীমান্ত। বর্তমানে যা রয়েছে, তার থেকে অনেকাংশে বাড়াতে হবে নজরদারির মাত্রা। এ ক্ষেত্রে যৌথ সমন্বয়ের কথা এখনও কাগজেকলমে রয়েছে। এ বার তাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। জানানো হবে, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক (৮০ লক্ষ ছাড়িয়েছে)। ত্রিপুরার (৩.৭৫ লক্ষ) পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক।

দুই) বাংলাদেশের মাটিতে আলফার গতিবিধি নিয়ে এর আগে বেশ কয়েক বার বিভিন্ন মঞ্চে ঢাকার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে ভারত। আলফার সঙ্গে শান্তি-আলোচনার প্রাক্কালে তা নিয়ে আর অতিরিক্ত হইচই করতে চাওয়া হচ্ছে না। কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে যে নতুন এবং মারাত্মক অভিযোগটি কেন্দ্রীয় এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া গিয়েছে, তার প্রতিকার চাওয়া হবে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে। অভিযোগটি হল, আল কায়দা গোষ্ঠী মদত পাচ্ছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওই দেশে। এবং খুব সহজেই এই গোষ্ঠীর কিছু সদস্য নাশকতার পরিকল্পনা নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতায় চলে আসছে। এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে থেকে নেওয়া রিপোর্টও বিবেচনায় রাখছে দিল্লি। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্বেগও পৌঁছে দেওয়া হবে খালেদা সরকারের কাছে।

একের পর এক বিস্ফোরণ, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে এই মুহূর্তে যথেষ্টই অস্থিরতা চলছে বাংলাদেশে। এরই মধ্যে সে দেশে সাধারণ নির্বাচন এগিয়ে আসছে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, খালেদার ভারত-বিরোধী অবস্থান এখন ঘরোয়া রাজনীতির জন্যই আরও কট্টর হবে। আর সেই আশঙ্কাতেই আসন্ন বৈঠকে যথেষ্ট আক্রমণাত্মক থাকবে দিল্লি। জানিয়ে দেওয়া হবে, বারবার নির্ধারিত হয়েও বিভিন্ন কারণে ভেস্তে যাওয়া সার্ক ফের পণ্ড করার অভিপ্রায় ভারতের নেই। সার্কের বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনার ফায়দা তুলতে আগ্রহী ভারতও। তবে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে শিকেয় তুলে নয়। সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া এবং আল কায়দার প্রশ্নে কোনও ভাবেই সমঝোতা করা হবে না।

বৈঠকের প্রস্তুতির জন্য যে খসড়া কর্মসূচি পত্র তৈরি করা হচ্ছে, তাতে বলা হয়েছে, জামাত-ই ইসলামি এবং ইসলামি ঐক্য জোট— খালেদার জোট সরকারের এই দু'টি শরিক দল হিংসায় মদত দিচ্ছে। এক গোয়েন্দা কর্তার কথায়, "গত তিন বছরে পাকিস্তানে ইসলামি জেহাদিদের বিরুদ্ধে চাপ বেড়ে যাওয়ায় তাদের পক্ষে বাংলাদেশ এখন নতুন স্বর্গ। বাংলাদেশ প্রশাসনের একটা অংশ এই বাড়বাড়ন্তে প্রত্যক্ষ ভাবে মদত দিয়ে চলেছে।" সম্প্রতি কলকাতায় আল কায়দার নামে কুপন বিক্রির ঘটনাটিও এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কেন্দ্র।

Khaleda's doublespeak

Delhi must shake off its indifference

It can safely be said that Khaleda Zia government's too-clever-by-half approach towards India in recent months has brought about a new low in Indo-Bangladesh ties. And what better example could there be than the recent contradictory statements of the Bangladesh Rifles Director General, blaming India for the synchronised serial blasts in his country in August last, and the Bangladesh foreign minister Morshed Khan, who dismissed the comment as inconsequential. Double-speak marks the Khaleda regime's approach to India. Time and again it has resorted to this strategy to wriggle out of difficulty. There was no ambiguity in the BDR chief blaming India for the blasts. He said this before hordes of Indian media persons whilst representing his country at the annual meeting with his Indian counterpart, the Director-General of BSF. He couldn't have levelled such a serious charge without clearance from Dhaka because this was the first time the Khaleda regime was officially blaming India for the synchronised serial bombing. While Morshed Khan himself had been privately telling the British High Commissioner and other foreign envoys based in Dhaka about the "direct Indian involvement in the blasts", the BDR chief's public charge has come as a shock to Delhi. South Block was justifiably incensed. So Morshed had to swing into action because the fear of another Indian boycott of next month's twice postponed SAARC summit in Dhaka haunts the Khaleda regime.

What is most reprehensible about Dhaka's double speak is that while it has been detaining activists of various Islamist outfits for suspected involvement in the serial blasts, it has also been blaming India. New Delhi has also been accused of killing the Awami League leader SAMS Kibria in a grenade blast and of engineering the grenade attack on Awami League chief, Sheikh Hasina. A government-appointed commission blamed India for attempting to kill her. The Manmohan Singh government, like the previous Vajpayee-led BJP regime, has been taken for granted by Khaleda. This is because of Delhi's continued indifference to ground realities in Bangladesh and its obsession with Pakistan. Except for making routine noises, it prefers to overlook the threat that the Khaleda regime poses to India's security. Delhi can afford to pursue such a policy only at its own peril.

THE STATESMAN

Blasts shadow on Bangla armymen

NEW DELHI, Oct. 5. — Denying the Bangladesh Rifles DG's allegation that Indians were involved in the 17 August blasts in that country, Indian intelligence agencies have said it was ex-army officers from Bangladesh who "trained the 60-member team" which was assigned to trigger the explosions.

Indian intelligence agencies also questioned the role of the Bangladesh intelligence agency DGFI (Director General of Forces Intelligence) in imparting training to those who had planted over 500 bombs in Bangladesh on 17 August. They have, in a report to the home ministry, questioned the role of "certain dubious DGFI" officials and ex-armymen in Bangladesh in training militant Muslim organisations. Referring to certain revelations made by the Detective Branch (DB) of Bangladesh Police, the Indian intelligence agencies named some ex-army officials who had close links with Jamaatul Mujahideen Bangladesh (JBM).

So far the DB, the principal agency investigating the blasts, has found no Indian link. In fact, it arrested a Bangladesh Army lance corporal, Harun-ul-Rashid, on 20 September for training a JBM bomb squad in Mirpur. Apparently, Harun-ul-Rashid was picked up after another suspect, Sumon, had been grilled. "Sumon also named a retired honourary army captain of Bangladesh, Mohiuddin," said an Intelligence official. — **Vijay Thakur**

THE STATESMAN

ঢাকায় মনমোহনের উপর হামলার আশঙ্কা, রিপোর্ট গোয়েন্দাদের

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর: বাংলাদেশে আসন্ন সার্ক সম্মেলনে মনমোহন সিংহের যোগদান ফের প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

বাংলাদেশে তাঁর উপরে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা আছে বলে গোয়েন্দা দফতর সম্প্রতি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। রিপোর্ট পেয়ে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন আইবি, র এবং এসপিজি প্রধানদের সঙ্গে এক দফা বৈঠক করেছেন। গোয়েন্দা দফতরের মতে, বাংলাদেশে পরপর বিস্ফোরণের ঘটনার পরে নভেম্বরে মনমোহনের সেখানে না যাওয়াই ভাল। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রে এই খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নিজে কিন্তু এখনও সফর বাতিলের পক্ষপাতী নন। এই অবস্থায় বাংলাদেশে তাঁর বাড়তি নিরাপত্তার জন্য পরিকল্পনা করছেন নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত কর্তারা।

আগের বার নিরাপত্তার কারণ দেখিয়েই সার্ক সম্মেলন যাওয়া বাতিল করেন মনমোহন। সম্মেলনও স্থগিত হয়ে যায়। ক্ষমতা দখলকারী নেপালের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়ানো ছাড়াও ঢাকাকে চাপে রাখতে চেয়েছিল দিল্লি। সেই সম্মেলনের আগেই আওয়ামি লিগের সভায় বিস্ফোরণে নিহত হন সে দেশের প্রাক্তন জলসম্পদ মন্ত্রী। ওই অবস্থায় মনমোহনের ঢাকা যাওয়া সমীচীন মনে করেনি দিল্লি।

তার পরে বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের আশঙ্কা বরং বেড়েইছে। ১৭ অগস্ট বাংলাদেশে ৬৩টি জেলায় ৪৫৩টি বিস্ফোরণ ঘটে। কালও তিনটি আদালতে বিস্ফোরণ ঘটে। দু'টি ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিনের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের মতে, সে দেশে ইসলামি জঙ্গি সংগঠন যে কতটা ঘাঁটি গেড়েছে, একের পর এক পরিকল্পিত বিস্ফোরণ তারই প্রমাণ। তাঁদের মাথাব্যথার আর একটি বড় কারণ ভারত-বিরোধী জঙ্গিদের উপস্থিতি। বাংলাদেশে আলফা-সহ জঙ্গিদের ঘাঁটি ভেঙে দেওয়ার জন্য দিল্লি বারবার দাবি জানালেও ঢাকা বিশেষ কর্ণপাত করেনি। ফলে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর উপরে হামলার আশঙ্কা যথেষ্টই বলে রিপোর্ট।

তবে প্রধানমন্ত্রী নিজে এখনও সফর বাতিলের পক্ষপাতী না হওয়ায় নারায়ণন তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা করছেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছে। যেমন প্রধানমন্ত্রী দেশে যে বিএম ডব্লিউ ব্যবহার করেন, সেই গাড়ি এবং তাঁর নিরাপত্তা কনভয়ের সব গাড়িই বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হবে। এসপিজি- সদস্যদের সংখ্যা বাড়ানো হবে যাতে মনমোহনের নিরাপত্তার দায়িত্ব বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর উপর কম থাকে। প্রধানমন্ত্রী একা যাবেন এবং সফরের সময়সীমা কমবে।

জঙ্গি তৎপরতা, অনুপ্রবেশ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে ঢাকার উপরে যথেষ্ট রুষ্ট দিল্লি। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনের সময়ে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেও খালেদার সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব এড়িয়ে যায় ভারতীয় শিবির। দিন কয়েক আগে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর প্রধান যে ভাবে অগস্ট বিস্ফোরণের জন্য ভারতকে দায়ী করেছেন তাতে বিরূপতা আরও বেড়েছে। তা-ই বলে সার্ক সম্মেলনে যাওয়া বাতিল করা হবে, এখনই এমন কোনও ইঙ্গিত সরকারি সূত্র থেকে মেলেনি।

সন্ত্রাস নিয়ে ঢাকার প্রতি কড়া হতে চাপ কেন্দ্রকে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর: এত দিনের নরম মনোভাব ত্যাগ করে বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারত কি এ বার কড়া হতে চলেছে?

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এবং ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সনিয়া গাঁধীর উপরে এ ব্যাপারে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভারই বেশ কয়েক জন সদস্য। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও চাইছেন, সে দেশের মাটিতে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে বাংলাদেশকে এ বার যথাযথ চাপ দেওয়া হোক।

প্রধানমন্ত্রী এত দিন এ ব্যাপারে 'ধীরে চলো' নীতি নিয়ে চলছিলেন। কিন্তু কাল বাংলাদেশ রাইফেলসের (বিডিআর) প্রধান যে ভাবে কূটনৈতিক ভব্যতা বিসর্জন দিয়ে দিল্লিতে দাঁড়িয়ে ভারত-বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন, তাতে সরকারের ভিতরেই প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আজ সারা দিন সরকারের নানা স্তরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। ঠিক হয়, বিডিআর প্রধান বাংলাদেশে বিস্ফোরণের জন্য ভারতকে দায়ী করলেও সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবে না। এ ব্যাপারে বিএসএফ প্রধান যা বলেছেন, সেটাই যথেষ্ট। তার বেশি বলাটা অর্থহীন। কারণ অভিযোগটা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জমান বাবর অবশ্য আজ আর ১৭ অগস্টের লাগাতার বিস্ফোরণের জন্য ভারতের উপরে দোষ চাপাননি। ঢাকা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, এ দিন খানিকটা আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে বাবর বলেছেন, "আগে আমরা ভাবতাম বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এই বিস্ফোরণ আমাদের ধারণাটা পাল্টে দিয়েছে।" দেশের ৬৩টি জেলায় ঘটা বিস্ফোরণের তদন্তের জন্য এ দিন ৬৩টি কমিটি গড়েছে খালেদা জিয়া সরকার।

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে এই 'আত্মোপলব্ধি'র পাশাপাশি দিল্লির চাপের মুখেও পড়তে চলেছে বাংলাদেশ। সে দেশে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের জন্য এ বার খালেদা সরকারকে চাপ দেওয়া হবে বলে ঠিক করেছে মনমোহন সরকার। সরকারের একাংশ সার্ক সম্মেলন বয়কট করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু মনমোহন সিংহ বা সনিয়া গাঁধী এখনও পর্যন্ত এই প্রস্তাবে রাজি নন।

কেন তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে নরম মনোভাব নিচ্ছেন? এই প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী সরকারের শীর্ষ নেতাদের বলেছেন, প্রকাশ্যে বাংলাদেশের কূটনৈতিক বিরোধিতা করা হলে পাকিস্তানের মতো দেশ অহেতুক সুবিধা পেয়ে যেতে পারে। এমনিতেই বাংলাদেশের পাক হাইকমিশন বিশেষ ভাবে সক্রিয় বলে গোয়েন্দারা নিয়মিত রিপোর্ট দিচ্ছেন। আগে ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী এলাকায় জঙ্গি তৎপরতা বেশি ছিল। কিন্তু মুম্বই বিস্ফোরণের পরে এই এলাকায় নজরদারি অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায় পাকিস্তান তথা আইএসআই রণকৌশল বদলে পূর্ব উপকূলবর্তী সীমান্তকে অগ্রাধিকার দেয়। আর তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে বাংলাদেশের 'জিও স্ট্র্যাটেজিক' অবস্থান। এখনও বাংলাদেশকে 'বাফার' রাষ্ট্র হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে। ভারত সে ব্যাপারে খালেদা জিয়ার সরকারকে সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা সে ভাবে ব্যবস্থা নেয়নি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে আসা গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশের মাটিতে জঙ্গি ঘাঁটি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রমরমিয়ে চলছে। পরেশ বরুয়ার মতো আলফা নেতাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে বিমস্টেক এবং আসিয়ান সম্মেলনে খালেদার সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেছিলেন। তখন জাতীয়

এর পর আটের পাতায়

বিস্ফোরণের জন্য দায়ী ভারত, দুষলেন বিডিআর-কর্তা

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: সার্ক সম্মেলনের আগে আবার তেতে উঠল ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক। বিষয় সেই সন্ত্রাস।

খাস দিল্লিতে আজ বাংলাদেশ রাইফেলস-এর ডিজি প্রকাশ্যে অভিযোগ করলেন, অগস্টে বাংলাদেশে পর পর বিস্ফোরণের জন্য দায়ী ভারতীয় অপরাধীরাই। বাংলাদেশের মাটিতে ভারত-বিরোধী জঙ্গি শিবিরের অস্তিত্বের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তাঁর পাল্টা অভিযোগ, ভারতই সন্ত্রাস পাচার করছে ঢাকায়। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর এই নজিরবিহীন আচরণে ক্ষোভ জানাতে দেরি করেনি ভারত।

সাংবাদিক সম্মেলনেই এই অভিযোগের জবাব দেন বিএসএফ-এর ডিজি। কিন্তু বিষয়টা যে আরও অনেক দূর গড়াবে, তার ইঙ্গিত দিয়ে বেশি রাতে কড়া বিবৃতি দেয় বিদেশ মন্ত্রক। তাতে বলা হয়েছে, ভারত এই অভিযোগে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং কুৎসামূলক। বিশেষত, বন্ধু দেশের বিরুদ্ধে যে ভাবে অভিযোগ আনা হয়েছে, তাতে ভারত আরও মর্মাহত। কূটনৈতিক মহলের খবর, বিদেশ মন্ত্রক ইদানীং ঢাকার ব্যাপারে নরম নীতি নিয়ে চলার পক্ষপাতী হলেও আজকের ঘটনা নিয়ে যথেষ্ট জলঘোলা হতে পারে। সার্ক সম্মেলনের উপার এর পরোক্ষ প্রভাব পড়বেই।

পারস্পরিক সমঝোতা বাড়ানোর জন্য বিএসএফ-বিডিআর-এর তিন দিনের যে বৈঠক আজ শেষ হল, তার পরিণতি যে এমন দাঁড়াতে পারে, তা কেউই আন্দাজ করতে পারেননি। আজ নিয়মমাফিক যৌথ বিবৃতি প্রকাশের সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু যৌথ বিবৃতি দূর অস্ত, বৈঠক শেষের সাংবাদিক সম্মেলন কার্যত যেন 'সীমান্ত-সংঘর্ষে' পরিণত হল। বিশেষত বিডিআর-এর ডিজি জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী যে ভাবে বিস্ফোরক অভিযোগ আনেন, তা স্পষ্টতই নজিরবিহীন। বিএসএফ-এর ডিজি পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেননি। পরিস্থিতি এতটাই

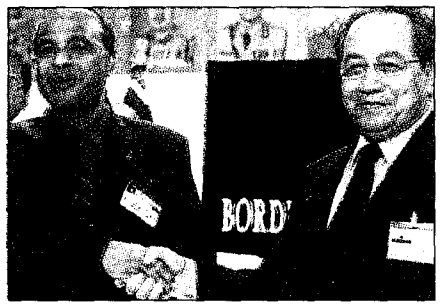

শুরু হয়েছিল করমর্দন দিয়ে। শুক্রবারের বৈঠকে বিডিআর-বিএসএফের দুই কর্তা। — পি টি আই

উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, সৌজন্য বা প্রোটোকল ভুলে গিয়ে দুই ডিজি প্রকাশ্যে তরজা শুরু করে দেন। পরে দু'পক্ষের বিরোধগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আলাদা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয় বিএসএফ। সম্পর্ক যে কতটা তেতে আছে, তা একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়।

জঙ্গি প্রশিক্ষণ, অনুপ্রবেশ নিয়ে বিরোধ থাকলেও আপাতত ঢাকার ব্যাপারে নরম নীতি নিয়ে চলার পক্ষপাতী বিদেশ মন্ত্রক। লক্ষ্য, ইসলামাবাদের সঙ্গে ঢাকার ঘনিষ্ঠতা ঠেকানো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে খালেদা জিয়া সরকারের প্রতি ভারতের বিরূপ মনোভাব কমেনি। সরকারি মহলের খবর, সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে খালেদা জিয়ার সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব এড়িয়ে গিয়েছিল ভারতীয় শিবির। আজকের ঘটনা সেই তিক্ততা বাড়িয়েই দেবে, সন্দেহ নেই।

ভারত-বিরোধী জঙ্গিরা বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, ঢাকার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বরাবরের। পাল্টা অভিযোগ করে ঢাকাও। অগস্টে বিস্ফোরণের জন্য ঠারেঠোরে ভারতকে দায়ীও করা হচ্ছিল ঢাকার কোনও কোনও মহল থেকে। কিন্তু দিল্লিতে এসে সরাসরি বাংলাদেশের সরকারি কোনও প্রতিনিধি এই অভিযোগ করতে পারেন, তা-ও ভারতের শীর্ষ পর্যায়ের কয়েক জন মন্ত্রী সে দেশে বন্ধুত্বের সফর সেরে আসার পরে, তা অপ্রত্যাশিতই ছিল।

বাংলাদেশে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিদের মদতদান সংক্রান্ত প্রশ্ন শুনে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন জাহাঙ্গির। বাংলাদেশে ১৭ অগস্ট বিস্ফোরণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "বাংলাদেশের মাটিতে এমন একটি জঙ্গি গোষ্ঠীরও অস্তিত্ব নেই। বরং অন্য উদাহরণ দিয়ে আপনাদের বলতে পারি, প্রতিবেশী দেশ থেকে অপরাধীরা এসে আমাদের দেশে নাশকতা করে যাচ্ছে। বিস্ফোরণের পরে আমরা খতিয়ে দেখেছি, আমাদের কোনও নাগরিক এ জন্য দায়ী নয়।" পরে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, এই 'প্রতিবেশী' দেশ হল ভারত।

এর পর নয়ের পাতায়

দুষলেন বিডিআর কর্তা

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে সঙ্গেই বিএসএফ কর্তা আর এস মুশাহারি বলেন, "বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় ৪১৭টি বিস্ফোরণ ঘটেছিল। ওই কাণ্ডে মুক্ত সন্দেহে ৫০০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তার মধ্যে গিয়াসুদ্দিন নামের একজনই ভারতীয়। তা-ও সে ১৭ বছর বাংলাদেশের বাসিন্দা। তাকে ভারতীয় বলা যায় না।" এর পরেই তিনি আলফা নেতাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ জানিয়ে বলেন, "অরবিন্দ রাজখোওয়া, পরেশ বরুয়া, অনুপ চেতিয়ার মতো নেতারা যে বাংলাদেশে রয়েছে তা গোটা বিশ্ব জানে। ঢাকাকে এই বিষয়ে তালিকা দিয়েছি।"

দু'দেশের মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ছ'মাস আগে সীমান্তে বিএসএফ-এর জওয়ানের হত্যাকাণ্ড নিয়েও। জাহাঙ্গির ভারতের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ওই হত্যাকাণ্ডে বিডিআর জড়িত নয়। বিএসএফ-এর কর্তা সঙ্গে সঙ্গে এপ্রিলের ওই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেন। বলেন, ভারত তদন্ত করে দেখেছে বিডিআর জীবন কুমার নামে বিএসএফ-এর ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যান্ড্যান্টকে পিছন থেকে গুলি করেছিল। দু'পক্ষের তিক্ততা অবশ্য এখানেই শেষ নয়। বিএসএফে একটি বিবৃতিতে রয়েছে আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, চোরাচালান, অনুপ্রবেশ, বিডিআর-এর প্ররোচনাহীন গুলিগোলা চালানোর মতো অজস্র অভিযোগ। এমনকী, ভারত সফররত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামি লিগ নেত্রী শেখ হাসিনাও বলেছেন, "কিছু ঘটলেই ভারতকে দোষ দেওয়া বাংলাদেশের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বিএনপি সরকার সবকিছুতে আমাদের নামও জড়িয়ে দেয়।"

Now, Dhaka wants a deal

[illegible] Roy in Kolkata

KOLKATA, Sept. 27. — Agreement on the Indo-Bangla extradition treaty that would facilitate the deportation of militants may be reached during the Saarc summit in November, if New Delhi concedes Dhaka's demands on economic issues as a quid pro quo, Bangladeshi diplomats told The Statesman today.

"Talks on the extradition issue during the foreign minister Mr Natwar Singh's visit to Dhaka were positive. Our government has agreed, in principle, to the extradition treaty, but we need something in return too," a Bangladeshi official said.

Indian officials, though keen to push through the treaty, want Bangladesh to "de-link" the economic issues, insisting on "confidence building measures" from Bangladesh on India's security concerns first.

India has been pressing Dhaka to hand over Ulfa leader Anup Chetia, lodged in a Dhaka jail, and KLO leader Jiban Singh, and had been putting pressure on Bangladesh to dismantle ultra training training camps on its territory. The issue was raised at a meeting between the BSF and the BDR's top brass in New Delhi on Monday.

Earlier, the West Bengal chief minister raised the issue of KLO ultras during his talks with Bangladesh foreign minister Mr Morshed Khan. The former even offered to provide the fugitive's address in Dhaka. While Bangladesh has declined to hand over Chetia on legal and human rights grounds, it has denied any knowledge of KLO leaders' whereabouts and the existence of terror camps on its territory. But high-decibel acrimony between the neighbours notwithstanding, frosty ties seemed to have thawed in the talks over water.

Dhaka now, apparently, wants to convince the governments in Delhi and Kolkata about its sincerity in cracking down on Indian militants. It cited the recent arrests of Manipuri and Tripuri (NLFT) ultras from Kamalganj in Sylhet and Bandarban in Chittagong Hill Tracts, respectively. Bangladeshi officials also pointed to the ongoing operation against Maoists in that country. Maosits in Bangladesh have been coordinating and sharing information with their Indian counterparts. But then, Dhaka stops short of joint combing operations *a la* the India-Bhutan campaign that flushed out KLO-Ulfa extremists from the jungles of Bhutan.

While India is keen to keep its fingers crossed, Bangladesh is likely to mount pressure on Union commerce minister Mr Kamal Nath during his visit to Bangladesh in October over these issues.

At the top of Dhaka's agenda is the demand that Indian markets be opened up for Bangladeshi products to offset the trade imbalance.

Dhaka also wants New Delhi to concede a 20-mile corridor between Nepal and Bangladesh through north Bengal — in the Kakarvita-Changrabandha area — as well as allow Dhaka to get hydropower from Bhutan through India. In return, Dhaka would allow New Delhi to import natural gas from Myanmar through its territory.

BSF Director-General RS Mooshahary (left) meets his BDR counterpart Maj.-Gen. Jehangir Alam Choudhury in New Delhi on Tuesday. — PTI

BSF jawans hacked

KRISHNAGAR, Sept. 27. — Two BSF jawans were hacked to death with by some unidentified assailants early this morning. The victims — Ramesh Lal (26) of Jammu and Saligram Yadav (35) of Uttar Pradesh — were in charge of patrolling the Ilshamari border out post in Nadia's Tehatta PS bordering Bangladesh last night. Their bodies with multiple injuries, were recovered near the temporary shed at the side of the Ilshamari border road closed to the No. 71 pillar. The motive behind the murders have not yet been ascertained. — SNS

India, Bangla agree on coordinated patrolling

Statesman News Service

NEW DELHI, Sept. 27. — While the long pending issue of fencing the Indo-Bangla border in certain sensitive areas remained unresolved, India and Bangladesh today agreed to intensify their "coordinated patrolling" in the bordering areas to stop infiltration.

Both sides reached this agreement on the first day of the three-day bi-annual Director General-level conference between the BSF and BDR that began here today. Besides this, the Bangladesh government also agreed to initiate confidence building measures to strengthen relations between the two countries. Senior home ministry officials of both countries participated in the meeting.

The Indian government also handed over a list of 172 militant camps operating in the hilly terrain of Bangladesh and urged Dhaka to dismantle them.

Home ministry officials today admitted that the Bangladesh government had taken some action in the past six months after it submitted a long list of terrorist camps. They, however, maintained that the action taken against the militant camps is not 'sufficient' and Bangladesh government should further gear up its action against the militant camps mostly operating in the Chittagong areas.

"We will have more coordinated patrolling," BDR D-G Maj.-Gen. Jehangir Alam Choudhury said after the first day's meeting. Both sides also agreed to take steps to curb illegal migration and smuggling into these countries.

THE STATESMAN

Dhaka agrees on fencing

New Delhi hands BDR list of Bangla terror camps

RAJNISH Sharma
New Delhi, September 27

IN A move that might help resolve a longstanding dispute between India and Bangladesh, the Bangaldesh Rifles (BDR) on Tuesday agreed to "consider favourably" India's request for allowing fencing between 150 yards and zero line wherever there were "valid reasons".

So far, Bangladesh has strongly opposed any such attempts by India along the 4095-km long border, calling it a violation of the 1975 Boundary Agreement between the two countries.

Highly-placed home ministry sources said Bangladesh has assured that in "some areas, particularly residential pockets" they will consider India's request. This, they said, would benefit nearly 45,000 Indians in 600-odd villages along the Indo-Bangla border between the zero line and 150 yards.

The contentious issue was discussed at length on Tuesday during biannual talks between the director generals of BDR and BSF. The BDR delegation was led by Maj Gen Jehangir Alam Choudhury while the Indian side was headed by R.S. Mooshahary. India gave a detailed presentation on the issue to the BDR delegation. An example of Belonia village in Tripura, which is between the zero line and 150 yards, was given during the presentation. The BDR was told that if India puts up a fence outside 150 yards, such villages would not remain in its territory.

"The BDR assured that wherever there were such valid and special reasons, they would consider India's request favourably," a top home ministry official said.

The two sides have agreed to work on some more confidence building measures. India also handed over a list of 172 training camps of Northeast militants operating in Bangladesh.

PTI

Major-General Md Jahangir Alam Chowdhury, Director-General of Bangladesh Rifles, with BSF jawans during a guard of honour in New Delhi on Tuesday.

FORWARD MOVEMENT

THE ISSUE: At certain points along the 4095-km long border, India wants fencing to be allowed 150 yards within the zero line

CONTENTION: Bangladesh has all along opposed this, calling it a violation of the 1975 Boundary Agreement

BREAKTHROUGH: Now, they will consider India's request in some areas, particularly residential pockets. More than 45,000 Indians in 600-odd villages along the Indo-Bangla border stand to benefit from the move

THE HINDUSTAN TIMES

Bangladesh's fears on rivers interlinking allayed

Special Correspondent

NEW DELHI: India has informed Bangladesh that the United Progressive Alliance Government proposes to take up peninsular links under the inter-linking of rivers programme. There is no proposal to take up any Himalayan link as of now. If and when such a link would be undertaken, the concerns of the neighbouring countries would be kept in view.

The issue had come up in the just concluded 36th meeting of the Joint Rivers Commission (JRC) held in Dhaka from September 19 to 21.

Briefing mediapersons here on Monday, Union Water Resources Minister Priyaranjan Dasmunsi, who led the Indian delegation to Bangladesh, said he was taken aback at the extent of "disinformation" in that country on India's inter-linking programme. "There was even an apprehension that the river Brahmaputra would be linked with the Ken-Betwa link and reach Uttar Pradesh. We removed this misgiving," he said. Mr. Dasmunsi said India did not agree to a Bangladesh demand for including the subject of India's interlinking of rivers programme as part of the specific agenda. "It was discussed as a miscellaneous item."The Minister said Bangladesh also has different perception on the implementation of the Ganga Water Treaty between the two countries which was signed in 1996-97. The Indian side maintained that sharing of waters was as per the prescribed formula. Under this, the average receipts of water in the last nine years by Bangladesh had exceeded the flows indicated in the Treaty, while the flows received by India had been less than the prescribed "indicative flows." The two sides have now agreed to review the implementation of the treaty.

Sharing of Teesta waters

On the ticklish issue of sharing of Teesta river waters, the JRC recognised that the lean season flows would not meet the requirement of both the countries. While India wants the waters for irrigation, Bangladesh wants a share for navigation. The Secretary-level Joint Committee of Experts would meet to to determine the modalities and dependable flows for sharing between October and April based on the existing data. The Committee would report their findings to the JRC. Till then the Phase II should not be taken up, India said.

ঢাকার ক্ষেত্রে নরম হয়ে চলতে চায় দিল্লি

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর: জঙ্গি ঘাঁটি, অনুপ্রবেশ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ সত্ত্বেও বাংলাদেশের উপরে এখন আর সে ভাবে চাপ বাড়াতে রাজি নয় ভারত। ঢাকা-ইসলামাবাদ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিদেশমন্ত্রক বিতর্কিত সব বিষয়েই খোলাখুলি আলোচনায় রাজি। বিশেষত সার্কের আগে এ বিষয়ে তৎপরতা বাড়ানো হচ্ছে। গত দেড় মাসের মধ্যে বিদেশমন্ত্রী, পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী এবং জলসম্পদমন্ত্রীর পর পর সফরেই তা স্পষ্ট। এই অবস্থায় জল নিয়ে বাংলাদেশের অবিশ্বাস কিছুটা হলেও যে কাটানো গিয়েছে, তা দুই দেশকে কাছাকাছি এনেছে বলেই কেন্দ্র মনে করছে।

সরকারের একটা বড় অংশ চাইছে, ঢাকার সঙ্গে আর নরম নরম কথা নয়। বড় ধরনের চাপে না ফেললে বাংলাদেশের কট্টর মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হবে না। মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, প্রয়াত জে এন দীক্ষিত এই মনোভাব নিয়েই শুরু করেছিলেন। কিন্তু সরকারি সূত্রে খবর, তখন বিদেশমন্ত্রকের দিগশূন্যতার কারণে বাংলাদেশ-নীতির কোনও সুস্পষ্ট অভিমুখ তৈরি হয়নি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বা বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণনও বাংলাদেশ সম্পর্কে যথেষ্টই কড়া। বাংলাদেশের মাটিতে জঙ্গি কার্যকলাপ এবং অনুপ্রবেশ সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভুগছে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং মানিক সরকার বার বার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁরাও চান, কেন্দ্র এ বার বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 'যথোচিত ব্যবস্থা' গ্রহণ করুক।

এর পরেও বিদেশমন্ত্রক সেই অর্থে ঢাকার উপর কোনও চাপ সৃষ্টি করছে না। মন্ত্রক সূত্রে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের উপরে চাপ সৃষ্টি করে তাঁদের একঘরে করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ বাংলাদেশ সে ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে আরও বেশি দহরম-মহরম শুরু করবে। ভারত কিছুটা 'হার্ড লাইন' নেওয়ায় ঢাকা ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। দুই সরকারের শীর্ষস্তরে যাতায়াত এবং তথ্য আদানপ্রদানও বাড়ছে। মন্ত্রকের বক্তব্য, ভারত অবস্থান আরও কঠোর করলে ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক শুধরোনোর তুলনায় বিগড়ে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি। বাংলাদেশের প্রতি বিদেশমন্ত্রক শুধু যে নরম অবস্থান নিতে চাইছে তা নয়, সার্কের আগে এই পথে তৎপরতা আরও বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে।

ইছামতী নিয়ে মতৈক্য, তিস্তা নিয়ে জট

শঙ্খদীপ দাস ● ঢাকা

২০ সেপ্টেম্বর: জল নিয়ে পারস্পরিক অবিশ্বাস আর ভুল বোঝাবুঝি কাটাতে এক ধাপ এগোল ভারত ও বাংলাদেশ।

যৌথ নদী কমিশনের দু'দিনের বৈঠকের পরে কিছুটা হলেও অনমনীয় মনোভাব ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে ঢাকা। দীর্ঘ দিনের অমীমাংসিত বিষয়গুলিতে সমঝোতার রাস্তা ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে বলে আজ মন্তব্য করেছেন ভারতের জল সম্পদমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। বাংলাদেশের জলসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী হাফিজুদ্দিন আহমেদও স্বীকার করে নিয়েছেন, অতীতের তুলনায় এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনেকাংশেই ফলপ্রসূ।

মঙ্গলবার রাতে দু'দিনের বৈঠকের কার্যবিবরণী চূড়ান্ত করতে রাতেই বৈঠকে বসেছেন দু'দেশের জলসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী। জল নিয়ে দু'দেশের বোঝাপড়া অদূর ভবিষ্যতে আরও প্রসারিত হলে দক্ষিণবঙ্গে বন্যা-সমস্যার যে সমাধান সম্ভব, আজকের বৈঠক থেকে তার অনেকটাই ইঙ্গিত মিলেছে। যদিও তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে এখনও কিছুটা মতভেদ রয়েছে দু'দেশের। বাংলাদেশ তিস্তার জলবণ্টন করার জন্য ভারতকে চাপ দিচ্ছে। ভারত এ প্রস্তাব মানতে নারাজ। তবে বৈঠকে বসার আগে হাফিজুদ্দিন নিজেই বলেছেন, তিস্তায় শুখা মরশুমে যে জল কম থাকে, এ কথা তাঁদের জানা। আর ঠিক এখানেই পাল্টা চাপ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে ভারত। প্রিয়রঞ্জন বলেছেন, অন্য সময় তিস্তায় যে জল কম থাকে এ কথা তো মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে এখনই জলবণ্টনে রাজি নয় ভারত। কখন, কেমন জল থাকে, তা দেখার পরে আলোচনা হতে পারে বলে জানান তিনি। তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে চুক্তি নয়, ভারত চায় বড়জোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে, ভবিষ্যতে, তিস্তার জলের পরিমাণ দেখে এ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। হাফিজের সঙ্গে চূড়ান্ত বৈঠকে বসার আগে তিস্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গেও কথা বলেছেন প্রিয়বাবু। মুখ্যমন্ত্রীর তরফে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে প্রিয়বাবু যা ভাল বুঝবেন, তাই করবেন।

তবে, তিস্তা প্রসঙ্গটুকু বাদ দিলে বাকিটা আগের তুলনায় অনেকটাই আলাদা। ইছামতীর বন্যা নিয়ে এ রাজ্যের দীর্ঘ দিনের দুর্ভোগ কাটাতে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে ঢাকা সফরের আগে প্রিয়বাবুর কাছে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বারবার আর্জি জানিয়েছেন। এত দিন ঢাকার বক্তব্য ছিল, ইছামতীর দু'পারের জমি নিয়ে মীমাংসার পরে ড্রেজিং হবে। এই প্রশ্নেই আজ বরফ গলাতে অনেকটা সফল হয়েছে দিল্লি। বৈঠকে প্রিয়বাবুর প্রস্তাব মেনে ঠিক হয়েছে, ইছামতীর জমি জবরদখল নিয়ে বিতর্ক না বাড়িয়ে ঈদের পরে দুই মন্ত্রী সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখে ড্রেজিং নিয়ে মীমাংসায় পৌঁছনোর চেষ্টা করবেন। যাতে পরের বছরের গোড়ায় ড্রেজিং-এর কাজ শুরু করা যায়।

দক্ষিণবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আজকের বৈঠকে যেমন কিছুটা এগোনো গিয়েছে, ঠিক তেমনই ভারতের প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্প নিয়েও অনেকটা বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করতে পেরেছে ভারত। নদী সংযোগ প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশে গত এক-দেড় বছর ধরে অপপ্রচারের ঝড় বইছিল। বাংলাদেশের ভুল ভাঙতে আজ তাদের আশ্বস্ত করেন প্রিয়বাবু। ত্রিপুরার টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়েও আজ ঢাকাকে আশ্বস্ত করেছে দিল্লি। ঢাকার বিশ্বাস অর্জনে টিপাইমুখের নকশাও তাদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তবে, বাংলাদেশকে আজ এ-ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারত সার্বভৌম রাষ্ট্র। দেশের অভ্যন্তরীণ প্রকল্প নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভবিষ্যতে আলোচনা হবে না।

বৈঠকের শেষে বাংলাদেশ যে কিছুটা হলেও নরম, হাফিজুদ্দিনের কথাতেই তা স্পষ্ট, "অমীমাংসার বিষয়গুলিতে দু'পক্ষই কয়েক ধাপ এগিয়েছে। ইছামতী নিয়েও খুব শীঘ্রই দু'পক্ষ অকুস্থলে গিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে। তা ছাড়া, ভারতের নদীসংযোগ এবং টিপাইমুখ নিয়েও আমরা এখন আশ্বস্ত।" মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠা ত্রিপুরার বেলোনিয়া ও সাবরুমের সমস্যা নিয়ে বৈঠকে প্রবল ভাবে সরব ছিল ভারত। বেলোনিয়ায় ভাঙন আটকানোর কাজে বাধা দিচ্ছে বাংলাদেশ, অন্য দিকে সাবরুমে জল সরবরাহে নদী থেকে জল তোলায় তাদের আপত্তি। এ ব্যাপারে প্রিয়র আপত্তি মেনে এ প্রসঙ্গে ঢাকা পুরনো অবস্থান ছেড়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। ভারত-বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ক যে রকম স্পর্শকাতর জায়গায় দাঁড়িয়ে, সেখানে কিছু প্রশ্নে দু'দেশের মতৈক্য হওয়াকে বরফ গলার ইঙ্গিত বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

জলবণ্টন, ভাঙন নিয়ে দ্বন্দ্বে প্রিয়র রফা-সূত্র মানল ঢাকা

শঙ্খদীপ দাস ● ঢাকা

১৯ সেপ্টেম্বর: অবস্থানে অনড় থেকেই যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকের প্রথম দিনে ঢাকার ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত করতে পারলেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি।

দীর্ঘ দু'বছর পরে এই বৈঠক হওয়ায় অভাব-অভিযোগ, দাবি-পাল্টা দাবি মিলিয়ে আলোচনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা ছিল যথেষ্টই। বৈঠকের শুরুতে বাগ্‌যুদ্ধের উপক্রমও হয়। কিন্তু নরমে-গরমে অবস্থা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন ভারতের জলসম্পদমন্ত্রী। এক দিকে তিনি যেমন দাবি করেন, জল নিয়ে ভারত-বিরোধিতা অবিলম্বে বন্ধ করুক ঢাকা, তেমনই বুঝিয়ে দেন, সমস্যা সমাধানে দিল্লি আন্তরিক। প্রয়োজনে বছরে দু'বার নদী কমিশনের বৈঠকের প্রস্তাবও তিনি দেন। আবার, ভারতের প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্প 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে তা বৈঠকের মূল আলোচ্যসূচিতে রাখার দাবি নাকচ করে দেন প্রিয়বাবু। তবে প্রতিবেশি দেশের আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে বিষয়টি 'বিবিধ' আলোচ্যসূচিতে রাখায় আপত্তি জানানো হয়নি। শেষ পর্যন্ত গঙ্গার জল ছাড়া নিয়ে বাংলাদেশের ক্ষোভ বা ভাঙন রোধ নিয়ে দুই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সংঘর্ষ— এই সব ক্ষেত্রে যে আপাত রফার সূত্র দেন প্রিয়বাবু, ঢাকা তা মেনে নিয়েছে।

বৈঠকের শুরুতে প্রিয়বাবু বলেন, "বাংলাদেশ জল নিয়ে ভারত-বিরোধিতা বন্ধ করুক। আমি খোলা মনে এসেছি। নয়াদিল্লি বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমরা জল সংক্রান্ত সমস্যা ঝুলিয়ে রাখতে চাই না। মীমাংসা সূত্র খুঁজে বের করতে বছরে দু'বার বৈঠকেও আমাদের আপত্তি নেই।" প্রিয়বাবুর এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের জলসম্পদমন্ত্রী হাফিজুদ্দিন আহমেদ। এর পরে ঘণ্টা খানেকের বৈঠকে ফরাক্কা দিয়ে জল ছাড়া সংক্রান্ত বিবাদ আপাত প্রশমনের রাস্তা বেরোয়।

যৌথ নদী কমিশনে বাংলাদেশের সদস্য তহিদুল আনোয়ার খান দাবি করেন, ফরাক্কার এ পারে হার্ডিঞ্জ সেতু পয়েন্টে অগস্ট মাসে গঙ্গায় জলপ্রবাহের পরিমাণ থাকে প্রায় ২৬ লক্ষ কিউসেক। মার্চ-এপ্রিলে প্রবাহ কমে গিয়ে ৩০-৩৫ হাজার কিউসেকে দাঁড়ায়। অভিযোগ, ভারতের তরফে জল ছাড়ার হেরফেরে সমস্যায় পড়ছে বাংলাদেশ।

কিন্তু ভারতের বক্তব্য, '৯৬ সালে ফরাক্কা চুক্তির পরে গত ন'বছরে বাংলাদেশ বরাবরই পর্যাপ্ত জল পেয়েছে। তাই ভারতের বিরুদ্ধে তর্জনী তোলা ঠিক নয়। বরং পরিসংখ্যান দেখা হোক। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোনও সংশয় থাকলে যৌথ ভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে। এ জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয় ভারত। বাংলাদেশ তা মেনে নিয়েছে।

বৈঠকে স্বাভাবিক ভাবেই উঠেছিল মালদহে ভাঙনের কাজ নিয়ে বিএসএফ-বিডিআর-এর সাম্প্রতিক সংঘর্ষের বিষয়টি। আলোচনার মাধ্যমে সে সমস্যা মেটাতে একমত হয় দু'দেশই। ঠিক হয়েছে, যে সব এলাকায় ভাঙনের কাজ নিয়ে বিএসএফ-বিডিআরের বিরোধ রয়েছে, সেখানে যৌথ আলোচনার মাধ্যমে আগামী এক মাসের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা হবে। যাতে জানুয়ারি মাসের গোড়াতেই ভাঙন রোধের কাজ শুরু করে দেওয়া সম্ভব হয়। অফিসার স্তরের আলোচনায় মীমাংসা না হলে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে তা মেটানোর চেষ্টা হবে।

বাংলাদেশ এ দিন তিস্তা-সহ সাতটি নদীর জলবণ্টনের দাবি জানায়। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের তিনটি নদী— তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার আর ত্রিপুরার নদী রয়েছে চারটি— মনু, খোয়াই, গোমতী, মুহুরি। তবে ভারতের দাবি মেনে এই প্রসঙ্গ আগামিকালের জন্য তুলে রাখা হয়েছে। প্রিয়বাবু পরে জানান, তিস্তার অববাহিকার ৮৩ শতাংশ ভারতে। মাত্র ১৭ শতাংশ বাংলাদেশে। সুতরাং জল ভাগাভাগি হলে আনুপাতিক হিসাবেই হবে।

জলবণ্টন নিয়ে বৈঠকে দুই মন্ত্রীর নদী 'চেনার' হাল্কা প্রতিযোগিতাও ছিল। প্রিয়বাবুকে হাফিজুদ্দিন আহমেদ বলেন, "আপনি বড় দেশের মন্ত্রী। ব্যস্ত মানুষ। নদীর অবস্থা কোথায় কী, তা আপনার জানা নেই। আমি আমার ছোট দেশের নদীর অবস্থা সবই দেখেছি।" প্রিয়বাবুর পাল্টা জবাব, "আমি দিনাজপুরের ছেলে, নদীর ধারে বড় হয়েছি। গঙ্গা, মহানন্দার অবস্থা জানব না?"

ANANDABAZAR PATRIKA

Indo-Bangla river panel meet begins at Dhaka today

Statesman News Service

KOLKATA, Sept. 18. — With the 36th session of the Indo-Bangla joint river commission all set to begin in Dhaka from tomorrow for two days, both the sides cited different priorities indicating tough bargaining ahead as the water talks resume after two years.

For India, issues related to Ichhamati river in West Bengal is a "priority," said Union water resources minister Mr Priya Ranjan Das Munshi, before leaving for Dhaka this afternoon, along with a 14-member delegation. "For us, Icchamati is a priority. If Bangladesh is ready to cooperate with us on arresting land-erosion on the Indian side of Icchamati, we will definitely consider Bangladesh's demand for an agreement over sharing the waters of seven rivers," the minister said. He cited the issues of sharing the waters of Teesta, erosion of Mahanada, Bangladeshi opposition to the construction of Tipaimukh hydel power project at Assam's Barak valley, as well as inter-linking of Indian rivers, apart from the disputes over *char* lands in Tripura's Pheni and Muhuri rivers.

The first secretary of Bangladesh deputy high commission, Mr Shakil Ahmed Biswas, however, made it clear that his country's perspective was different. "Teesta, Tipaimukh and inter-river linking are our priorities," he pointed out.

While airing optimism about a "strong and friendly relation with Bangldesh and dissolution of misgivings over water-sharing in a scientific manner," Mr Das Munshi's confabulation with Bengal chief minister Mr Buddhadeb Bhattcharjee and his Tripura counterpart Mr Manik Sarkar, at Writers' Buildings today, revealed the hard bargaining that lies in store. The presence of the Indian high commissioner in Bangladesh, Mrs Beena Sikri, at Writers' aswell as the frontline mandarins of the state's bureaucracy underlined the inportance of the home work before the Dhaka meet.

THE STATESMAN

জলবণ্টনকে সামনে রেখে ঢাকা-দিল্লি দৌত্যে প্রিয়রঞ্জন

শঙ্খদীপ দাস ● নয়াদিল্লি

১৬ সেপ্টেম্বর: জলবণ্টনের বিষয়টি যাতে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রধান বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তা সুনিশ্চিত করতে রবিবার ঢাকা সফরে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। আপাতত ঢাকা-দিল্লির মধ্যে সীমান্তে তারের বেড়া, অনুপ্রবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে চাপানউতোর চলছে। এর উপরে জলবণ্টনের বিষয়টিও যোগ করতে চায় না দিল্লি। কূটনৈতিক মহলের ধারণা, জলবণ্টনের বিষয়টিতে ঠান্ডা যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত ভিতে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে যাবে দু'পক্ষই।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যাওয়ার আগে আজ সকালে ইউ পি এ চেয়ারপার্সন সনিয়া গাঁধীর সঙ্গে দেখা করে প্রিয়বাবু তাঁর বাংলাদেশ সফরের কর্মসূচি জানান। সনিয়া প্রিয়বাবুকে বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রীতিমতো স্পর্শকাতর বিষয়। সার্ক সম্মেলনের আগে জলবণ্টন নিয়ে সংঘাত কমাতে পারলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিতে সেটা হবে বেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

ঢাকায় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক শুরু হবে সোমবার। কিন্তু তার আগে রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সঙ্গে কলকাতায় বৈঠক করবেন প্রিয়বাবু। কারণ, প্রিয়র এই সফরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার স্বার্থ।

কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী আজ জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে জল-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে অতীতে এই দুই রাজ্যের মতামত নেওয়া হয়নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এবং ইউ পি এ চেয়ারপার্সন দু'জনেরই মত, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার দৃষ্টিভঙ্গিকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের সেচসচিব বি সরকার এবং কলকাতায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল এ কে মিত্রকে এমনিতেই প্রতিনিধি দলে রাখা হয়েছে। তা ছাড়াও বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে কথা বলে রাজ্যের মত নেওয়া হবে।

জলবণ্টন মুখ্য বিষয় হলেও কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর আসন্ন সফরের অন্য তাৎপর্যও রয়েছে। তাঁর ঢাকা সফর কার্যত ঢাকা-দিল্লি কূটনৈতিক দৌত্যেরই রূপ নিতে চলেছে। কারণ, জল নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গেও প্রিয়বাবুর বৈঠক হবে। বৈঠক হবে বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও। স্বাভাবিক ভাবেই পারস্পরিক সম্পর্কের একাধিক প্রসঙ্গ ওঠার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রিয়বাবু আজ জানান, গঙ্গা ও তিস্তার জলবণ্টন ছাড়াও ভারত যে প্রসঙ্গগুলি তুলবে সেগুলি হল—

● জলঢাকা, তোর্সা (দুধকুমার), মনু, খোয়াই, গুমতি ও মুহুরির সুষ্ঠু জলবণ্টন। ● তিপাইমুখ প্রকল্প পর্যালোচনা। ● মহানন্দা, নাগর, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, এবং করতোয়া নদীতে বাঁধের কাজের অগ্রগতি। ● মুহুরি ও ফেনি নদী উপত্যকায় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প। ● ইছামতী উপত্যকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে যৌথ টাস্ক ফোর্সের কাজকর্ম পর্যালোচনা। ● দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যৌথ অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি। ● বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কতা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা। ● ইছামতী নদী গর্ভে পলির ভার কমিয়ে নাব্যতা বাড়ানো।

সর্বোপরি, ভারতের নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশে চলতি অপপ্রচার বন্ধের চেষ্টাও প্রিয়বাবুর ঢাকা সফরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তিনি আজ জানান, ভারতে হিমালয়ের জলে পুষ্ট নদীগুলির সংযুক্তি নিয়ে এখন কোনও রকম আলোচনাই হচ্ছে না। কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যের নদীগুলির সংযুক্তিতে উদ্যোগী সরকার। এই বিষয়টিই বাংলাদেশকে ভাল করে বোঝানো হবে।

Dhaka, Delhi agree on pipeline plan

Indo-Asian News Service

DHAKA, Sept. 5. — India and Bangladesh today agreed to go ahead with the proposed $1 billion tri-nation gas pipeline despite differences over the implementation of the project.

Indian petroleum minister, Mr Mani Shankar Aiyar's visit to Bangladesh was dominated by talks on the pipeline but both sides stuck to their demands for joining the project.

Bangladesh insisted on three conditions for allowing India to transport gas from Myanmar through its territory, including access to transit routes to Nepal and Bhutan through Indian soil.

India, however, asked Bangladesh not to tag bilateral issues to the energy project.

Mr Aiyar arrived here this morning for a goodwill visit at the invitation of Bangladesh foreign minister, Mr M Morshed Khan. He met Prime Minister, Ms Khaleda Zia, Mr Morshed Khan, finance minister, Mr Saifur Rahman and energy adviser, Mr Mahmudur Rahman.

"The dialogue was constructive and satisfactory and we're moving forward," Mr Aiyar told journalists. He said he had briefed Bangladeshi leaders on New Delhi's position on the pipeline and other options India was mulling in case Bangladesh failed to join the project.

Officials said India had asked Bangladesh to discuss its three demands at an appropriate forum.

Energy adviser, Mr Rahman admitted to differences between the two sides and said India had raised objection to linking bilateral issues to the pipeline.

Mr Rahman argued at the meeting that the demands put forward by Bangladesh were essential for the growth of the country's economy.

Mr Aiyar said he would convey Bangladesh's position to the Indian government. "I've generally stated my views and heard the Bangladesh foreign minister...I also wish to state that there are other areas of cooperation," Mr Aiyar said after his meeting with Mr Khan.

Bangladesh foreign secretary, Mr Hemayetuddin said at a briefing that the discussions had ended on a positive note, but that Dhaka had not shifted from its three demands.

Bangladesh wants permission to transfer electricity from Nepal and Bhutan through India, transit rights through India for supply of goods from the two Himalayan countries and measures by India to correct the bilateral trade imbalance.

Mr Aiyar arrived here with a sprained leg and was immediately taken to Apollo Hospital. He attended all his meetings in a wheelchair.

He is expected to return to Delhi tonight by a special flight. Initially, Mr Aiyar was scheduled to make a two-day goodwill visit from today.

THE HINDUSTAN TIMES

600 sq km land lost to Bangladesh

DRIMI Chaudhuri
Muchia Border (Malda), August 24

THE CHANGING course of the Mahananda river in North Bengal has gifted over 600 square km of precious Indian territory to Bangladesh. What was part of Malda district even a few years ago is now in Rajshahi, Bangladesh. And all this is not nature's bounty for our neighbour.

According to BSF officials who man the border at Adampur and Muchia, the change in Mahananda's course is to a large extent because of the cement embankment that Bangladesh has put up at its side of the border. "Since the river is moving more towards Malda, land that was part of India is now being counted as part of Bangladesh. We are losing precious acres every day," a senior BSF official posted on the border told *Hindustan Times*.

On Wednesday, the cold war between the BSF and BDR reached a flashpoint once again when Indian officials asked Bangladesh authorities to stop work on the embankment as this was eroding land on the Indian side fast.

"The construction of a concrete embankment by Bangladesh is in direct violation of the 1975 border agreement between the two countries. Reinforcing of river banks was one of the major issues being debated by the Joint Rivers Commission. The commission met last month and decided that no permanent construction would be allowed till the issue was resolved. But despite that, the BDR brought in 300 construction workers at their Gilabari border outpost and started concrete reinforcement work. This was the reason for the recent skirmish at the border," an official with the BSF's 20th batallion told *HT*. "In fact, we knew that something of this sort would happen, because despite several messages to the Indian civil authorities on the issue, nothing was done till the construction workers moved in," he added.

SUBHANKAR CHAKRABORTY/HT

A BSF jawan keeps vigil along the India-Bangladesh border near Malda.

But the BSF inspector-general, A.K. Agarwal, thinks differently. Sitting in Kolkata, he said, "A river cannot change course because of permanent constructions. Bangladesh is trying to save its river banks from erosion just as we are doing. We should review our work properly instead of blaming our neighbour."

WEDNESDAY, AUGUST 24, 2005

No room for complacency

The regularity with which the India-Bangladesh boundary erupts in clashes between the two border security forces is alarming. Just five months ago, an officer of the Border Security Force was killed in a clash with the Bangladesh Rifles. The latest gun battle over the building of an embankment along the Mahananda on the Bangladeshi side once again calls attention to the urgent need for a better coordinated system of boundary management. The BSF says the embankment violates the rule that there will be no construction within 150 metres of no-man's land on either side of the boundary. Bangladesh says the embankment is to prevent river erosion. A flag meeting between the two sides has brought the temperature down, and the proposed ministerial-level meeting later this month at which Water Resources Development Minister Priyaranjan Das Munshi will represent India, should help to iron out differences. But there are other sources of tension on the border. For instance, India too stands accused by Bangladesh of encroaching on the no-construction zone. The fence the Indian Government is putting up along the entire 4,000-km long boundary to prevent illegal immigration is, in some places, well within barred territory. New Delhi maintains it is not a military construction and therefore, not a violation. Illegal immigration through the porous boundary is one of the biggest problems dogging bilateral ties. During the recent Dhaka visit of External Affairs Minister Natwar Singh, the two sides agreed to hold regular high-level meetings on border issues. The sooner these meetings begin, the better.

For India, the added concern is the security situation in Bangladesh, especially after August 17, when 400 explosive devices went off all over the country in a space of 30 minutes. A group called the Jama'atul Mujahideen Bangladesh (JMB) took responsibility for the bomb attacks, declaring it wanted to bring in "Islamic rule". While two persons were killed and other damage was minimal, the co-ordinated detonations spoke of a group with a well-formed network. The multiple bombings were not the first attack of this kind in Bangladesh, though in terms of sheer spread, they were certainly the biggest. International security experts have attributed many of these incidents to shadowy Islamist groups. For its part, New Delhi has long asserted the presence of extremists — Islamist and other — in Bangladesh. Thus far, Prime Minister Khaleda Zia, whose Bangladesh National Party is in a coalition with two Islamic parties, has denied the existence of such groups in the country. But there cannot be a louder wake-up call for her Government than the latest bombings, considering the targets this time were its own institutions. One of Dhaka's immediate tasks would be to ensure that the incident does not affect the November summit of the South Asian Association for Regional Co-operation. India will certainly watch with interest the Zia Government's response to the serial blasts.

Buy Indian identity for Rs 5,000

KINSUK BASU

Want a voter's identity card? Forget the Election Commission of India. For Rs 5,000, you can have one home-delivered.

After fake passports and duplicate marksheets, police have stumbled upon a racket in producing fake voter's identity (ID) cards.

While the target customer is the infiltrator from across the Bangladesh border, investigations so far suggest that the offer is open to anybody willing to buy an Indian identity.

All the racketeers do is replace the photograph already on a genuine card with the image of the person who wants to buy a new identity.

The name and the address remain the same. The only giveaway is the laminated card. While the original is hard and thick, the fake ones are thinner and softer.

The revelation comes following hours of interrogation of two Bangladeshi nationals, Mohammad Masum Ali Khan and Roshan Ara Begum, who were arrested on Sunday night in the Burrabazar police station area. Both 23-year-old Masum and Roshan Ara admitted having purchased Indian voter ID cards for Rs 5,000 each from racketeers who operated in parts of Uluberia, Bagnan and Sankrail, in Howrah.

They target the Bangladeshis, who trickle in without valid documents.

Masum told police that almost four years ago he, along with Roshan Ara, had bought the cards from a tout in Uluberia because he was going to Gurgaon for employment.

At Gurgaon, Masum wanted to join his brother Badsha Khan, while Roshan Ara was keen to meet her husband Sattar Sheikh. Both Badsha and Sattar are Bangladeshi nationals who had crossed over earlier.

Masum and Roshan Ara told police they had paid for the voter's ID cards to ensure that they were not identified as Bangladeshis and pushed back during their stay in Gurgaon. In the process, Masum, of Ratuakhali, had become Samsher Ali Mullick of Uluberia. And Roshan Ara of Khulna had turned into Feroza Begum of Muslim Bazaarpara, also in Uluberia.

Four years after they had slipped into India, the two were now on their way back to Bangladesh when Burrabazar police nabbed them.

While Roshan wanted to meet her husband Sattar, who had gone back to Bangladesh, Masum was returning home to get married.

"We have already started a probe based on the statements of the two," said Ajay Kumar, deputy commissioner of police (central).

Bodies add fuel to border tension

Statesman News Service

KRISHNAGAR, Aug. 22. — There was a commotion in villages bordering Bangladesh in Nadia's Hogolberia PS area today when the bodies of two Indian farmers were found by BSF officers in a place close to a barbed-wire fence between Hogolberia and Kacharipara.

Panic gripped the villagers as they felt that the dead, identified as Kamal Sarkar (27) and Ananda Mondol (28) of Chamna, Hogolberia, could be innocent victims of the BDR's retaliation following firing at Bangladeshi smugglers by the BSF at Kuthipara in Murutia on the night of 20 August.

Terming the killings as "mysterious", district police and BSF officials were tight-lipped about whether the duo was killed by the BDR or not.

The ASP, Nadia, Mr Biswarup Ghosh, said: "The reason behind the killings is subject to investigation. The bodies were sent for post-mortem after the BSF had handed over these to the Hogolberia police".

A BSF officer said: "It is apparent that one person was shot as the body bore bullet marks while the death of the other one was caused by stabbing." He said that "the two farmers had taken permission from our boys posted at the border gate at 11 a.m. yesterday for going to their agricultural fields, beyond the barbed-wire fence but on the Indian side. Later, a missing diary was lodged by their families as they did not return. This morning, we found their bodies."

The BSF has found the body of an alleged Bangladeshi smuggler, Reazul Mondol (30), of Dharmada, Kusthia, near the bank of the Mathabhanga at Ghoshpara in Nadia's Murutia PS area today.

BJP urges befitting reply to firing

NEW DELHI, Aug. 22. — The BJP today demanded that the Centre give a befitting reply to the incidents of firing by Bangladesh Rifles and not settle for a quiet rapprochement with the Bangladeshi authorities. BJP spokesman Mr VK Malhotra, said "such passive responses" by the government to BDR firing served no purpose, and instead it would encourage extremist outfits based in the north-east and operating from Bangladesh, to carry on with their nefarious activities in India. — SNS

'Comment on India personal'

Bangladesh's foreign minister Mr M Morshed Khan has said that the allegation made by industries minister Mr Motiur Rehman Nizami that India was involved in the recent bomb blasts was his "personal" view and not that of the government, adds PTI from Dhaka.

THE STATESMAN

Guns fall silent on the Indo-Bangladesh border

All issues amicably resolved at BSF-BDR coordination meeting

Special Correspondent

KOLKATA: All was quiet in the Muchia border area of West Bengal's Malda district on Sunday after two days of exchange of fire between the Border Security Force and Bangladesh Rifles.

A sector commander-level coordination meeting between the BSF and the BDR, lasting three hours, was held at Rampara in the morning where all "issues [related to the turn of events resulting in exchange of fire] were resolved amicably to defuse the existing tension."

Anti-erosion work to continue

"It was decided at the meeting that the anti-erosion work being carried out in the area beyond 200 yards of the zero line under BSF supervision on the Indian side would continue and that embankment protection work at the two sites in Bangladesh being overseen by the BDR and suspended following the firing, will not be resumed as the matter had been referred to the Indo-Bangladesh Joint River Commission," Principal Staff Officer, Deputy Inspector-General, BSF [East], S.K. Mitra told *The Hindu*.

"There has not been any firing since 11.30 a.m. on Saturday," Om Prakash Gaur, Deputy Inspector-General, BSF, [Malda Sector], who attended the flag meeting, said.

- **No firing since 11.30 a.m. on Saturday, says BSF official**
- **Embankment protection work at the two sites in Bangladesh put on hold**
- **Temporary 'weapon-pits' set up by both forces to be demolished**
- **Ministerial-level talks between the two countries to discuss the recent firing**

"Work on our side is continuing under BSF protection, while work on the Bangladesh side has been stopped under BSF fire".

Mr. Mitra will be part of a delegation, led by Union Minister for Water Resources Development Priya Ranjan Dasmunshi, that will hold ministerial-level talks in Dhaka on August 30 and 31 to discuss, among other things, the dispute leading to the firing.

"Issues related to rivers flowing along the Indo-Bangladesh border will be taken up," Mr. Mitra said. The meeting also decided to demolish the temporary "weapon-pits" set up by both forces over the past two days. "The pits had been dug to act as a temporary defence line during the firing."

The hostilities began on Friday morning after the BDR refused to suspend embankment protection work along the Mahananda at Golabari and Poladanga in Bangladesh in contravention of a 1975 Indo-Bangladesh agreement that there would be no transgression within 150 yards of the zero line by either side.

"The BDR had demanded that India permit them carry out the work but as the work sites are within 150 yards of the Indo-Bangladesh border and all such proposals are under review by the Joint River Commission it was not possible for us to accede to the request of the BDR," said Mr. Gaur.

Earlier, Bangladesh had objected to the anti-erosion work using sand bags, which began on August 11, on the Indian side. But the works, about 200 yards from the border, did not fall within the ambit of the 1975 agreement and there was no need to get the concurrence of the BDR on the issue, he said. The work resumed on August 18 after a flag meeting between the BSF and BDR officials.

India rejects remark: Page 13

THE HINDU

Border bullet in teen's lung

OUR CORRESPONDENT

Malda, Aug. 20: Indian and Bangladeshi border guards traded fire this morning as fresh tension flared over disputed construction work along the frontier, leaving two children injured — one with a bullet in his lungs.

Fourteen-year-old Amal Mandal was shifted to Calcutta, about 350 km away, as his condition worsened.

Anima Chowdhury, 12, hit in the back, was declared out of danger after being treated at a mobile medical unit of the Border Security Force.

The firefight between the border forces began yesterday over the Bangladesh irrigation department's refusal to stop anti-erosion work on the banks of the Mahananda at zero point.

The gunbattle ceased late in the evening only to flare again this morning. BSF officials said nearly 1,000 rounds were exchanged today near the Muchia, Adampur and Krishnagar outposts before the firing stopped around noon.

In Delhi, a top BSF source said: "We have proposed a flag meeting with Bangladesh Rifles at the level of the deputy inspector-general tomorrow. The last flag meeting was about three-four days back at the commandant (junior) level."

Malda superintendent of police Dilip Mondal, however, said the meeting will be at the commandant level.

BSF additional director-general Damodar Sarangi said his men stopped firing on the assumption that a flag march will be held tomorrow to settle the matter.

"However, our jawans may resort to firing if attempts are made to restart the anti-erosion work at the zero point violating the norms."

"We are expecting a solution at tomorrow's peace meeting," said BSF deputy inspector-general, Malda range, Om Prakash Gaur.

Jawans take position in Malda near the border.
Picture by Surojit Roy

Defence minister Pranab Mukherjee, who is in neighbouring Murshidabad now, has been informed of the developments. Late this evening, the additional district magistrate of Malda, Bhavani Prasad Barat, said the chiefs of the two border forces would meet in Delhi on August 27.

The BSF source in Delhi said they had made it clear to the BDR that the embankment work on the Indian side was being done 150 yards from zero point and would go on. "We have forces in sufficient number at the spot and we will complete the work."

Panic-stricken residents of the villages near the Adampur outpost when the two children were hit. "Many of us fled our homes," said Sulekha Bibi of Bhespara, a village near Adampur.

"We have referred Amal to a Calcutta hospital as his condition is fast deteriorating," said Pradip Chakraborty, who treated him at Malda Sadar Hospital.

BSF, BDR exchange fire on border

Kolkata
19 AUGUST

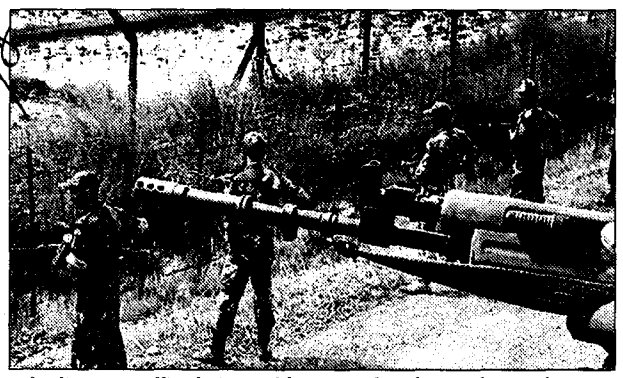

IN the worst confrontation on the Indo-Bangladesh frontier in recent months, border forces of the two countries on Friday exchanged heavy fire thrice in Malda district of West Bengal, triggering tension.

Bangladesh Rifles (BDR) opened unprovoked fire towards India at Adampur and Muchia outposts early in the morning. They attempted to prevent embankment work by the Malda district authorities in Mahananda river, about 250 metres away from the international border, in tune with the border agreement, police and BSF officials said.

BSF personnel retaliated to the BDR action. Subsequently, the two forces exchanged fire twice, till about 11 am, they said. They added that around 500 rounds were fired in the skirmishes. There was no report of any casualty. People living in border villages have been evacuated to a safe distance, officials in Malda said. BSF deputy inspector general Ramesh Singh in New Delhi said although firing had stopped for some time, tension prevailed in the area.

He said senior BSF officials were trying to contact their BDR counterparts to sort out the dispute through talks. Mr Singh commented that BDR firing was unprovoked and unwarranted as the embankment work was undertaken well inside the Indian territory to check large-scale erosion by the Mahananda river, which serves as a demarcating line between the two countries. "Moreover, the work, an urgent measure, is a temporary measure to check erosion," the DIG said, adding the Bangladesh side had no reason to object to it.

The work was disrupted due to firing, he said. Malda superintendent of police Dilip Mandal said it was decided that the two sides would undertake the work simultaneously. But, the BSF was forced to begin the work on Friday as the Muchia outpost, 3 km from Adampur, was threatened due to large-scale erosion.

When the BSF was about to begin the work, the BDR opened fire, forcing the Indian security forces at the two outposts to retaliate.

North Bengal inspector-general of police KL Meena said the work was undertaken away from the stipulated 150 yards from zero line on the Indian side. "Therefore, no objection can be raised by the BDR as far as international border rules are concerned," he said.

Mr Singh stated that the dispute over embankment is some months old and it has already been referred to the Joint River Water Commission. "A team has visited the area and said erosion on the Indian side was significant, requiring embankment," the BSF DIG said, adding that the recent rains had worsened the situation, after which remedial measures were undertaken on an urgent basis. —PTI

The Economic Times

Guns boom on Bangla border

Manas R Banerjee in Muchi-Adampur BOPs (Malda)

Aug. 19. — Border Security Force troops traded fire with Bangladesh Rifles combatants throughout the day today after a dispute over embankment work on the bank of the River Mahananda had snowballed into a confrontation to save barbed-wire fences close to two border outposts in Malda district.

The trouble was officially said to have flared this morning when the BSF found itself forced to open fire to stop the "permanent work" from being carried out under the supervision of the BDR by hundreds of workers with additional border guards brought in from Gilabari on the Bangladesh side.

BSF officers said that the BDR had refused to stop the work despite several requests. "The BDR retaliated with heavy firing even though we had fired only five rounds just to stop the work," said a BSF official. "From 10 am to 5 pm, the two sides continued firing, creating panic in the border villages. There was no Indian casualty but some three BDR soldiers were injured," said a BSF official, going by eye-witness accounts. The BSF fired 300 rounds.

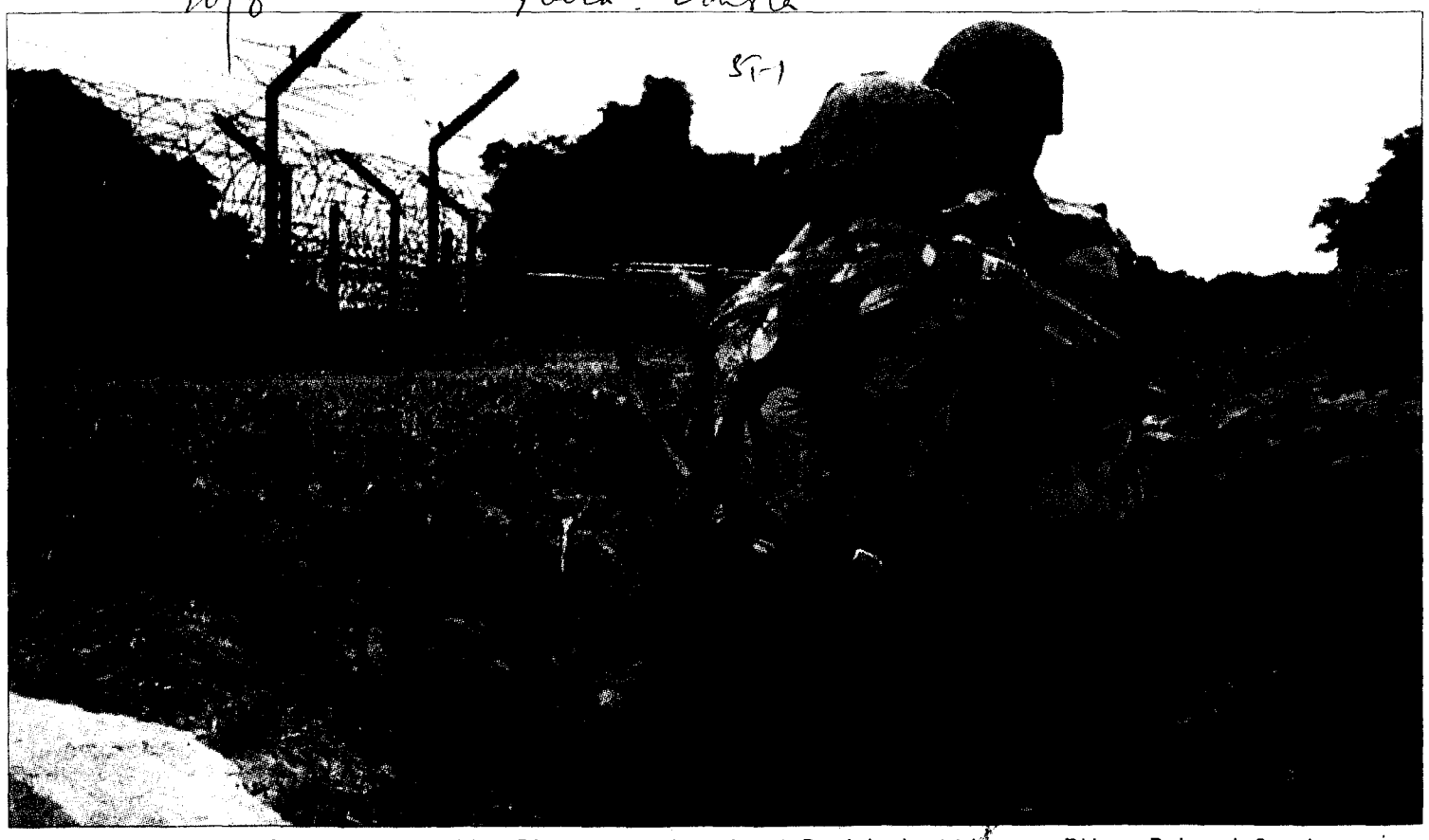

NOT ALL QUIET ON THE EASTERN FRONT: BSF jawans in action at the Indo-Bangla border at Adampur on Friday. — Pralependu Sanyal

Civilians, including women and children, were evacuated and sheltered by the BSF. They were in mango orchards on the riverbank when the two sides were exchanging fire.

The situation was tense since yesterday following the dispute. The BSF requested the BDR not to create any hindrances to the erosion-stemming work without achieving any positive results in spite of a flag meeting a few days ago. The work was then decided to be gone ahead with, with sandbags being dumped yesterday at vulnerable places where the fences could collapse if the erosion continued.

The BDR wrote to the BSF stating that it wanted the same work done in Gilabari and Poladanga, where "permanent" arrangements had been made a few months ago. The BSF did not approve it.

A second letter yesterday from the BDR threatened gunfire if the BSF's workers dropped a single sand bag. The BSF, accepting the challenge, decided on a nightlong vigil. The DIG, Mr Om Prakash Gaur, told The Statesman: "We will never allow the permanent variety of Bangladesh's anti-erosion work because the area is within 150 yards of the border's zero line." He alleged that the BDR had violated the instructions of the India-Bangladesh Joint River Commission which, at a meeting in the last week of May, 2005, expressed itself as being in favour of status quo being maintained. Mr Gaur said that when he had tried to speak to BDR officials by telephone, no one responded.

Two arrested

KRISHNAGAR, Aug. 19. — The Nadia district special task force and the railway's mobile task force arrested two Bangladesh nationals at Gede station last night. In another raid by the BSF, 36 bags, containing chemical dust which is used for melting iron wire, have been seized from Gede market. — SNS

Details on page 7

বিএসএফ-বিডিআর দিনভর গুলির লড়াই

পীযূষ সাহা ● আদমপুর (মালদহ)

মহানন্দায় বাঁধ দেওয়া নিয়ে কাজিয়ার জেরে বি এস এফ এবং বি ডি আরের মধ্যে তুমুল গুলির লড়াই চলে। শুক্রবার মালদহের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার আদমপুর, মুচিয়া এবং কৃষ্ণনগর এলাকায় দিনভর গুলি বিনিময় চলে। শুধু বি এস এফ-ই প্রায় এক হাজার রাউন্ড গুলি চালায়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ওই এলাকার ন'টি গ্রামের বাসিন্দারা নিরাপদ আশ্রয়ে সরতে শুরু করেছেন।

বি এস এফের ডি আই জি ওমপ্রকাশ গৌড় বলেন, "বি ডি আর গুলি চালানো শুরু করলে আমাদের পক্ষ থেকে প্রায় এক হাজার রাউন্ড গুলি চালানো হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আদমপুর, মুচিয়া এবং কৃষ্ণনগরে বাড়তি জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।" নিরাপত্তার কারণে এলাকার সমস্ত স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সন্ধ্যার পরে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বি ডি আর সূত্রে দাবি করা হয়, তারা প্রায় ৪০০ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে।

এ দিন বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ আদমপুর গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, সীমান্তের লোকালয় জনশূন্য। আতঙ্কিত বাসিন্দারা গ্রামের বাইরে রাস্তায়, আমবাগানে লুকিয়ে রয়েছেন। বাসিন্দা সনকা দেওয়ানি বলেন, "সকালে বি ডি আর গুলি চালাতে শুরু করে। বি এস এফ আমাদের সরে যেতে বলে। সকাল থেকে না-খেয়ে আমবাগানে লুকিয়ে রয়েছি। কখন ফিরতে পারব বুঝতে পারছি না।"

মালদহের জেলাশাসক অভিজিৎ চৌধুরী গোলাগুলির ঘটনার জন্য বি ডি আর-কেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, "বি ডি আর প্রথমে গুলি চালাতে শুরু করলে আমাদের জওয়ানদের পাল্টা গুলি চালাতে হয়। স্বরাষ্ট্র সচিবকে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়েছে।" মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাকরণে বলেন, "দু'পক্ষই গুলি চালিয়েছে। তবে, হতাহতের কোনও খবর নেই।" কলকাতা থেকে মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি গৌতম চক্রবর্তী জানান, তিনি সীমান্তে গুলি চালানোর খবর পেয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে তাঁর হস্তক্ষেপ চান। সভাধিপতি বলেন, "প্রণববাবু সমস্যা মেটানোর ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন।"

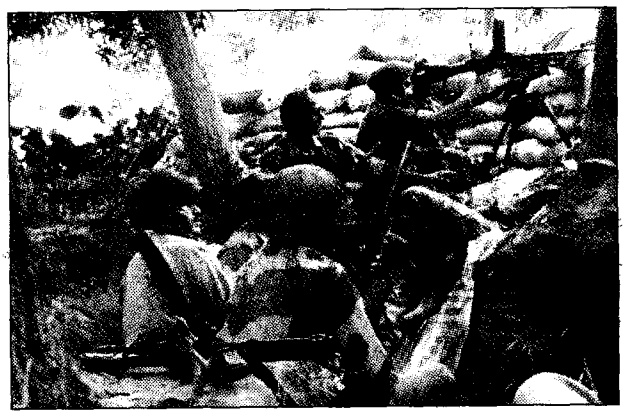

আদমপুরে গুলির লড়াই বিএসএফ জওয়ানদের। —মনোজ মুখোপাধ্যায়

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মহানন্দায় ভাঙন প্রতিরোধ নিয়ে মাসখানেক ধরেই ওই এলাকায় বি এস এফ এবং বি ডি আরের মধ্যে বচসা চলছে। মহানন্দার ভাঙনে আদমপুর, মুচিয়া এবং কৃষ্ণনগরে বি এস এফের তিনটি ক্যাম্প বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ভাঙন প্রতিরোধ করতে বি এস এফ এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই এলাকায় টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু সীমান্তের দেড়শো মিটারের ভিতরেই বি এস এফ ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করতে চাইছে বলে অভিযোগ তুলে বি ডি আর বাধা দেয়। পরে নদীর অন্যপ্রান্তে বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জের গিলাবাড়ি, চোর ধরমপুর এবং জে কে পোলাডাঙায় ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করার দাবি তোলে বি ডি আর। বি এস এফ ওই কাজ করার ব্যাপারে আপত্তি জানায়। সমাধানসূত্র খুঁজতে বেশ কয়েকটি বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু একটি বৈঠকেও বি ডি আর যোগ দেয়নি।

বি এস এফের পক্ষ থেকে এ দিন সকাল ৯টা নাগাদ কাজ শুরু করা হয়। বি এস এফের অভিযোগ, তাদের শ্রমিকেরা বস্তায় মাটি ভরে নদীর পাড়ে ফেলতে গেলে বি ডি আর গুলি চালাতে শুরু করে। বি এস এফ পাল্টা জবাব দেয়। সীমান্তের প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে দু'পক্ষের গুলি বিনিময় শুরু হয়। রাজ্য পুলিশের আই জি (উত্তরবঙ্গ) কে এল মিনা জানান, জিরো লাইন থেকে দেড়শো গজ দূরে ভারতীয় সীমানায় কাজ হচ্ছিল। তিনি বলেন, "আন্তর্জাতিক সীমান্তের আইন মেনেই কাজ হচ্ছিল। কাজেই বি ডি আর এ ব্যাপারে আপত্তি করতে পারে না।"

AUG 2005

সংঘাত কমাতে ঢাকায় জলদৌত্যে প্রিয়

শঙ্খদীপ দাস ● নয়াদিল্লি

১৯ অগস্ট: ভাঙন নিয়ে সীমান্তে বি এস এফ-বি ডি আর-এর যখন তুমুল সংঘর্ষ চলছে, তখন দু'দেশের সংঘাত কমিয়ে শান্তি-উদ্যোগের জন্য প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিকে ঢাকায় পাঠাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। জলবণ্টন নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের 'অহেতুক' বিবাদের বাতাবরণ দূর করাই হবে শান্তি-উদ্যোগের মূল ভিত।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ফরাক্কা ব্যারেজ দিয়ে গঙ্গার জলবণ্টনের প্রসঙ্গ যেমন উঠবে, তেমনই প্রাধান্য পাবে তিস্তার জল বন্টনের বিষয়টিও। তবে উদ্বেগের বিষয় হল, জলবণ্টন ও ভারতের নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক অপপ্রচার চলছে। বাংলাদেশের ওই একতরফা অভিযোগের যথাযথ জবাব দেবেন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী। তথ্য দিয়ে প্রিয়বাবু ঢাকার কাছে প্রমাণ করে দিতে চান, এ নিয়ে কোনও অভিযোগের তর্জনী ভারতের বিরুদ্ধে ওঠা উচিত নয়। কারণ, জলবণ্টন নিয়ে ভারতের কোনও বাংলাদেশ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি নেই।

ঢাকায় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক শুরু হবে ৩০ অগস্ট। বাংলাদেশের জল সম্পদমন্ত্রী হাফিজুদ্দিনের বক্তব্য, ৩০ তারিখ বৈঠক শুরুর পরে আলোচনা করে আলোচ্য বিষয়বস্তু স্থির হবে।

ঢাকা সফরের আগে প্রিয় আজ মন্ত্রকের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশের তরফ থেকে ফরাক্কা ও তিস্তার জলবণ্টন এবং তিপাইমুখ প্রকল্প নিয়ে আলোচনার দাবি উঠতে পারে। ফরাক্কায় গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে চুক্তি হয় '৯৬ সালে। এ বছর ১ জানুয়ারি ও ৩১ মার্চ এ ব্যাপারে যৌথ টেকনিক্যাল কমিটির বৈঠক হয়। বস্তুত, ফরাক্কা নিয়ে ঢাকার বড় কোনও অভিযোগ নেই। ঢাকার ধারণা, ফরাক্কা থেকে ভারত কম জল ছাড়ছে। এই ধারণা ভিত্তিহীন। কারণ '৯৬-এর চুক্তি অনুযায়ী, গঙ্গায় ৭৫ হাজার কিউসেকের বেশি প্রবাহ থাকলে ভারত ৪০ হাজার কিউসেক জল রেখে বাকিটা বাংলাদেশকে দিয়ে দেয়। আর সুখা মরসুমে প্রবাহ ৭০ হাজার কিউসেকের কম হলে জল ভাগাভাগি হয় ৫০ শতাংশ হারে। ঘটনা হল, গঙ্গায় প্রবাহ বেশি থাকলে সমস্যা হয় না। কলকাতা বন্দরকে বাঁচিয়ে রাখতে ৪০ হাজার কিউসেক জল রেখে বাকি জল বাংলাদেশকে দেওয়া হয়। ঢাকার ধারণা, সর্বদাই অতটা জলই তাদের প্রাপ্য। তাই সুখা মরসুমে প্রবাহ কম থাকায়, সেই অনুপাতে জল ছাড়লে ঢাকার মনে হয় ভারত কম জল ছাড়ছে। আসন্ন সফরে এই বিভ্রান্তি কাটানোর চেষ্টা হবে।

তিস্তার জলবণ্টন নিয়েও আলোচনা হবে। প্রিয়রঞ্জন জানান, দু'দেশের টেকনিক্যাল গ্রুপ স্বীকার করেছে, তিস্তায় জলের প্রবাহ কম। এই অবস্থায় ভারত ও বাংলাদেশে তিস্তার 'কমান্ড এরিয়ার' উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ না-হওয়ার আগে জলবণ্টন নিয়ে নতুন ফর্মুলা বার করা সম্ভব নয়। ভারতের প্রথম পর্যায়ের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। বাংলাদেশ প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করতে চলেছে। ভারতের আপত্তি সেখানেই। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভারত দাবি জানাবে, বাংলাদেশ যেন দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে এখনই হাত না দেয়।

প্রিয়বাবু জানান, গঙ্গা ও তিস্তার জলবণ্টন ছাড়াও ভারত যে প্রসঙ্গগুলি আলোচনার জন্য তুলবে সেগুলি হল:

এর পর দশের পাতায়

জলদৌত্যে ঢাকায় প্রিয়

প্রথম পাতার পর

● জলঢাকা, তোর্সা (দুধকুমার), মনু, খোয়াই, গুমতি ও মুহুরির সুষ্ঠু জল বন্টন। ● তিপাইমুখ প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা। ● মহানন্দা, নাগর, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা ও করোতোয়া নদীতে বাঁধের কাজের অগ্রগতি। ● মুহুরি ও ফেনি নদী উপত্যকায় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প। ● ইছামতী উপত্যকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে যৌথ টাস্ক ফোর্সের কাজকর্মের পর্যালোচনা। ● দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশ ও সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যৌথ অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি। ● বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কতা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা। ● ইছামতীর পলি কমিয়ে নদীর নাব্যতা বাড়ানো।

বাংলাদেশের সঙ্গে জল সংক্রান্ত এ সব বিষয়ে আলোচনার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। জড়িয়ে রয়েছে ত্রিপুরার স্বার্থও। সেই জন্য ২৯ তারিখ রাতে বাংলাদেশ যাওয়ার আগে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী সকালে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশে অপপ্রচার বন্ধের জন্য উদ্যোগী হওয়াও প্রিয়বাবুর ঢাকা সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য।

তিনি আজ জানান, ভারতে হিমালয়ের জলে পুষ্ট নদীগুলির সংযুক্তি নিয়ে এখন কোনও আলোচনাই হচ্ছে না। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার প্রশ্নই এখন উঠছে না। কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যের নদীগুলির সংযুক্তি নিয়ে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। এই বিষয়টিই ঢাকাকে ভাল করে বোঝানোর চেষ্টা হবে।

ANADABAZAR PATRIKA

Border tense as BSF, BDR clash

Kolkata: In the worst confrontation on the Indo-Bangla frontier in recent months, border forces of the two countries exchanged heavy fire thrice in Malda district of West Bengal on Friday, triggering tension.

Bangladesh Rifles (BDR) opened unprovoked fire at the India side at Adampur and Muchia outposts early in the morning in an attempt to prevent the embankment work being undertaken by the Malda district authorities in the Mahananda river, about 250 metres away from the international border.

BSF personnel retaliated, resulting in the two sides exchanging fire twice till about 11 am. An official said about 500 rounds were fired in the skirmishes, but there was no report of any casualty. He added that people living in the border villages had been evacuated to safer places.

BSF deputy inspector general Ramesh Singh said although the firing had stopped for some time, tension prevailed in the area. He said senior BSF officials were trying to contact their BDR counterparts to sort out the dispute through talks. Singh said the BDR firing was unprovoked and unwarranted as the embankment work was being undertaken well inside the Indian territory to check large-scale erosion by the Mahananda river which serves as the demarcating line between the two countries. "The work, needed urgently, is a temporary measure to check erosion," he said, adding that the Bangladesh side had no reason to object to it.

BSF soldiers fire at BDR positions across the border during the skirmish

Malda superintendent of police Dilip Mandal said it was decided that the two sides would undertake the work simultaneously. But the BSF was forced to begin the work on Friday as the Muchia outpost had been threatened due to large-scale erosion. North Bengal inspector-general of police K L Meena said the work was undertaken away from the stipulated 150 yards from Zero Line on the Indian side. "Therefore, no objection can be raised by the BDR as far as international border rules are concerned," he said.

"A team has visited the area and said the erosion on the Indian side was significant, requiring embankment," the BSF DIG said, adding the recent rains had worsened the situation. TNN & Agencies

India worried at Bangla blasts

New Delhi offers all possible assistance

NILOVA Roy Chaudhury
New Delhi, August 18

SERIOUSLY CONCERNED that its direst warnings were coming true, India on Thursday reiterated its strong condemnation of the "unprecedented 459 blasts" that took place in 63 of Bangladesh's 64 districts on Wednesday.

According to MEA spokesman Navtej Sarna, "Leaflets have been found at the site of each of the blasts authored by a fundamentalist outfit, the Jamaat-ul Mujahideen Bangladesh, that was banned just six months ago".

India's concern was conveyed to Bangladesh through its high commissioner here, Liaquat Chowdhury. New Delhi has urged Dhaka to "identify the perpetrators of these terrorist acts" and offered "any kind of assistance", the spokesman said. The offer is unlikely to be accepted, sources said.

The blasts across Bangladesh took place a year after a devastating bomb blast on August 22, 2004, narrowly missed Awami League chief Sheikh Hasina, but killed 23 party members. No one has been arrested for that incident, which was carried out with "commando-style efficiency", an analyst said.

CROSS-BORDER RICOCHET

REUTERS

Soldiers patrol the India-Bangladesh border in Tripura on Thursday.

The Jamaat, blamed for Wednesday's blasts, is headed by Shahb-ul Islam, now in jail for masterminding a series of blasts in Dinajpur, bordering West Bengal, in 2003, sources said. The organisation is affiliated to the Jamaat-e-Islami, which is part of the ruling coalition alliance in Bangladesh, headed by the BNP.

That these leaflets demanded the establishment of an Islamic state in Bangladesh and condemned democracy, the judiciary and the electoral system as un-Islamic, indicated that the "chickens have come home to roost", a diplomatic analyst said.

Denying that it was applying pressure on Dhaka for adopting an "ostrich-like attitude" towards the "enormous rise in fundamentalist forces" in that country, Sarna said, "A stable, prosperous, secular and democratic Bangladesh is not just in the interests of the people of Bangladesh, but also of India".

Lawmakers' concern

Members expressed concern in the Lok Sabha on Thursday over the series of bomb blasts that rocked Bangladesh on Wednesday, with CPI member Gurudas Dasgupta seeking adequate security along the India-Bangladesh border to check infiltration of fundamentalist elements into India.

Raising the issue during Zero Hour, he said the emergence of "fundamentalist terrorism" in Bangladesh was a matter of grave concern for India, which shares a long border with it.

19 AUG 2005 THE HINDUSTAN TIMES

ভাবাচ্ছে বাংলাদেশ

অনুপ্রবেশ যেন না বাড়ে, কড়া নজর দিল্লির

অগ্নি রায় ● নয়াদিল্লি

১৮ অগস্ট: বিস্ফোরণের পরে বাংলাদেশকে 'থ্রেট' হিসাবে বর্ণনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। একমত নয়াদিল্লিও।

গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আজ যে তথ্য এসেছে, তাতে বলা হয়েছে, 'কালকের বিস্ফোরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে ভারতে অনুপ্রবেশের মাত্রা এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া। কেননা এই ঘটনায় বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব আরও বাড়ানো যেতে পারে।' যেমন, অতীতে কাশ্মীরে নাশকতামূলক কাজকর্ম বাড়িয়ে কাশ্মীরি পণ্ডিত-সহ হিন্দুদের উপর চাপ তৈরি করে তাদের সরানো হয়েছিল। আজ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমান পরিস্থিতির জেরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে যেন কোনও হাঙ্গামা না-হয়। কাশ্মীরের পুনরাবৃত্তি যেন না-ঘটে। বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সম্পদশালী, গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ শুধু সে দেশের মানুষের নয়, ভারত-সহ সংলগ্ন অঞ্চলেরই স্বার্থ বহন করবে।"

নয়াদিল্লি অবশ্যই চাইছে না যে, এই ঘটনার জেরে সার্ক আবার ভন্ডুল হোক। কিন্তু 'থ্রেট'-কে মাথায় রেখে যথেষ্টই উদ্বিগ্ন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহ। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত না-হয়ে পা বাড়াতে চাইছে না কেন্দ্র। বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে কাল রাতে অসম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত আধা-সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের চাপে যাতে আরও বেশি করে মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে ওই রাজ্যগুলিতে ঢুকে পড়তে না-পারে, সে জন্য ২৪ ঘণ্টা নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সামরিক গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, কালকের বিস্ফোরণস্থলে পাওয়া লিফলেটের বক্তব্য, "আমরা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই। শাসক এবং বিরোধী দু'পক্ষকেই তাই সতর্ক করে দিয়ে বলা হচ্ছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তারা ইসলামের শত্রু।" আলাদা আলাদা ভাবে সরকার এবং সরকারি কর্মী, সেনাকে সতর্ক করার ঢঙে বলা হয়েছে ইসলামি আইন প্রণয়নে কোনও বাধা এলে বা সামরিক প্রতিরোধ হলে, 'আল্লার নামে' সশস্ত্র জেহাদ করা হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের নাম করে তাঁকে মুসলিম হত্যাকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "সমস্ত ইসলাম-বিরোধী শক্তির যে মূলোচ্ছেদ করা যায়, তা এই বিস্ফোরণের মাধ্যমে দেখিয়ে দিল জামাত-উল-মুজাহিদিন।"

এর পরে পরিস্থিতি যথেষ্টই উত্তপ্ত বলে মনে করছে ভারত। গোটা ঘটনার তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে র-কে। প্রাথমিক রিপোর্ট ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছে র, আর দু'দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাওয়া যাবে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কালকের বক্তব্যের প্রসঙ্গটি আজ লোকসভায় উল্লেখ করেন সিপিআই সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ আর ভারতের সীমান্ত দীর্ঘ। তাই সে দেশে মৌলবাদী জঙ্গিদের উত্থান ভারতের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক।"

খালেদা জিয়ার বি এন পি সরকার গঠনের পরে বাংলাদেশে আরও বেশি করে সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সীমান্ত বরাবর অনুপ্রবেশ এবং বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলিকে মদত দেওয়ার অভিযোগে বারংবার সরব হয়েছে দিল্লি। বি এন পি সরকারে আসার পরে ঢাকায় এক বার দুর্গাপুজোর সময়ে সংখ্যালঘু নিপীড়নের ঘটনা ঘটে। তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্রকে তখন বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। পরে কাঠমান্ডুতে সার্ক সম্মেলনের অবসরে খালেদার সঙ্গে বাজপেয়ীর বৈঠকে অনুপ্রবেশ এবং সন্ত্রাস প্রসঙ্গে সরব হয়েছে ভারত। পরে প্রধানমন্ত্রী হয়ে একই পথে হেঁটেছেন মনমোহন সিংহও। সামরিক গোয়েন্দা, র, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার মতো বিভিন্ন সূত্র থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

এর পর সাতের পাতায়

● **পাঁচ বাংলাদেশি ধৃত কলকাতা বিমানবন্দরে... পৃ: ৫**
● **পরস্পরকে দুষছে বি এন পি-আওয়ামি লিগ...পৃ: ৫**

P.T.O.

অনুপ্রবেশ যেন না বাড়ে, নজর

প্রথম পাতার পর

কাছে ধারাবাহিক ভাবে যে তথ্য এসেছে, তাতেও কেন্দ্রের ভ্রূ কুঞ্চিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকছে। এই সব তথ্যে দেখা যাচ্ছে:

● ভারত-বাংলাদেশের ৪০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তে যথেষ্ট ফাঁকফোঁকর রয়েছে। ফলে, চলছে ধারাবাহিক ভিত্তিতে অনুপ্রবেশ। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে সব চেয়ে বেশি (৮০ লক্ষ ছাড়িয়েছে)। অসম (৫০ লক্ষ), বিহার (৪.৭৫ লক্ষ), ত্রিপুরাতেও (৩.৭৫ লক্ষ) অবস্থা উদ্বেগজনক।

● বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার চরিত্রই বদলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে ভারতেরক উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি (আই আই জি) বাংলাদেশের সেনা এবং নিরাপত্তাসংস্থার সহায়তায় একটু একটু করে শক্তি বাড়াচ্ছে।

এই সমস্ত গোষ্ঠী বাংলাদেশের মাটিকে কাজে লাগাচ্ছে প্রশিক্ষণ, আশ্রয়, অস্ত্রের ভাণ্ডার এবং পরিবহণের জন্য। সংগঠনগুলির মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরার এন এল এফ টি, এ টি টি এফ, অসমের আলফা, এন ডি এফ বি, মেঘালয়ের এইচ এন এল সি, নাগাল্যান্ডের এন এস সি এন (খাপলাং) এবং মণিপুরের ইউ এন এল এফ। প্রধানত মৌলবি বাজার, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ, খাগড়াগাছি, বান্দরবন, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, কুড়িগ্রাম, কুমিল্লা এবং ঢাকায় এদের শিবির ছড়ানো। বাংলাদেশের সড়ক পথের মাধ্যমে যে সব বিদেশি অস্ত্র (পাকিস্তান-আফগানিস্তান থেকে) ভারতে চালান করা হয়, তার প্রধান 'রিসেপশেন পয়েন্ট' হল কক্স বাজার।

● ভারত-বিরোধী বেশ কিছু জঙ্গি সংগঠনের নেতা বাংলাদেশে 'আটক' রয়েছে, অনেকে সপরিবার বহাল তবিয়তে রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরেশ বরুয়া (আলফার কমান্ড-ইন-চিফ) রঞ্জন দইমারি (এন ডি এফ বি-র প্রেসিডেন্ট), জুলিয়াস দোরফাং (এইচ এন এল সি-র চেয়ারম্যান), বিশ্বমোহন দেববর্মা (এন এল এফ টি-র প্রেসিডেন্ট)। এই সব নেতাদের সঙ্গে আই এস আই এবং 'বাংলাদেশ সিকিউরিটি এজেন্সি'র যোগাযোগ রয়েছে বলে দিল্লির কাছে তথ্যপ্রমাণ এসেছে। এদের বেশির ভাগই বাংলাদেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করে।

● ভারত-বিরোধী চরবৃত্তি এবং ষড়যন্ত্রের কাজে ঢাকার পাক গোয়েন্দা সংস্থা (পি আই ও) অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

● বাংলাদেশের মধ্যে 'ওয়াহাবি ইসলাম' মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার ফলে জেহাদি সন্ত্রাসবাদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। বাংলাদেশের কোয়ামি মাদ্রাসা (সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা প্রায় এক লক্ষ মাদ্রাসার ৯০ শতাংশ) ভারত-বিরোধী দর্শন শিক্ষা এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে। এই ধরনের মাদ্রাসায় সীমান্তের দু'পার থেকেই যুবকদের বাছাই করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা হয়।

● বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে বিভিন্ন জেহাদি গোষ্ঠীর (জামাত-উল-মুজাহিদিন, হরকত-উল-জেহাদ-এ-ইসলামি, জৈশ-ই-মুস্তাফা, শাহদাত-ই-আল হুকমা) বাড়বৃদ্ধি হচ্ছে।

জঙ্গি প্রসঙ্গে পুরনো সতর্কতাই ঢাকাকে ফের শোনাল দিল্লি

অগ্নি রায় ● নয়াদিল্লি

১৭ অগস্ট: আগুন নিয়ে খেলতে গেলে কখনও না কখনও হাত পুড়বেই। বাংলাদেশে অগুনতি বিস্ফোরণের পরে ঢাকাকে যে বার্তা পাঠালো নয়াদিল্লি, তার মমার্থ এটাই।

বারবার ভন্ডুল হওয়ার পরে শেষ পর্যন্ত নভেম্বরে সার্ক সম্মেলন হতে চলেছে। তার আগে ঢাকাকে অস্বস্তিতে ফেলতে চায় না দিল্লি। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, এই বিস্ফোরণ-কাণ্ডের জেরে সার্ক বাতিল করার প্রয়াস অন্তত দিল্লি করবে না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে যে সাবধানবাণী জানিয়ে খালেদা সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বলা হচ্ছে, তার সারবত্তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে ছাড়ছে না ভারত।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র নভতেজ সারনা আজ বলেছেন, "দেশজোড়া এই বিস্ফোরণগুলির মাত্রা এবং সমন্বয় অনেকগুলি প্রশ্নের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।" এই প্রশ্নগুলি কী কী? কী-ই বা তার প্রসঙ্গ?

বিদেশমন্ত্রী এবং সচিব পর্যায়ের বৈঠক, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আলোচনা সর্বত্রই ভারত বারবার করে বাংলাদেশকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছে যে, ইসলামি মৌলবাদীদের ডেরা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বাংলাদেশের মাটি। প্রায় ৪০ হাজার 'কোয়ামি' মাদ্রাসায় ভারত-বিরোধী নাশকতামূলক কার্যকলাপের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই মাদ্রাসাগুলির উপরে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এ-ও বলেছে যে, গত দেড়-দু'বছরে বাংলাদেশ রাইফেলে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে, তারা সবাই ওই মাদ্রাসা (যেগুলি চলে সৌদি আরবের অর্থে) থেকে 'পাশ' করা।

বাংলাদেশে বিস্ফোরণের খবর আসার পরেই আজ জরুরি বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা প্রমুখ। গোটা ঘটনার বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চহ্বাণ বলেন, "প্রথমে নেপাল, তার পরে কলম্বো। এ বার হল বাংলাদেশে। পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগজনক।"

প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "সামরিক গোয়েন্দা সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে জামাত-উল-মুজাহিদিন নামে একটি জঙ্গি সংগঠন।" এরা বাংলাদেশে জোট সরকারের (যার নেতৃত্বে রয়েছে বি এন পি) অন্যতম শরিক জামাত-ই-ইসলামির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, আজকের বিস্ফোরণের উদ্দেশ্য ছিল আতঙ্ক সৃষ্টি। হতাহতের সংখ্যা বাড়ানো নয়। কিন্তু এই 'শক্তি প্রদর্শন' ভারতের বহু দিনের অভিযোগকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ জুড়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এত নিপুণ অভিযান বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এর পিছনে কোনও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের হাত রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, আল কায়দার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন। বাংলাদেশের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের ফলে সেই আঁতাঁত আরও জলবাতাস পেয়েছে। বাংলাদেশের হরকত-উল-জিহাদ-এ-ইসলামি (হুজি) নামে সংগঠনটি খোদ ওসামা বিন লাদেনের তৈরি বলেই জানা গিয়েছে। কাশ্মীর এবং আফগানিস্তানে 'লড়াই' করার জন্য 'সেনা' তৈরির উদ্দেশ্যে এই সংগঠনটি গড়া হয়েছিল। ওইসব এলাকায় প্রচার-কৌশলের খসড়া তৈরির সময়ে লাদেন তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে যে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন, ভারতীয় গোয়েন্দাদের কাছে সেই প্রমাণও রয়েছে । সম্প্রতি আল কায়দা এবং তালিবান জঙ্গিদের ২৫ সদস্যের একটি দল বাংলাদেশে গিয়েছে। তারা সৌদি আরব, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে মুসলিম এন জি ও-র মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। এই ইসলামি মৌলবাদের ঘাঁটি গাড়াই শুধু নয়, বাংলাদেশে ভারতীয় জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ ও আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারেও ঢাকাকে সতর্ক করা হয়েছে। জেহাদি সংগঠনের লোকজনকে ভারতে ঢোকানোর 'স্টেজিং পয়েন্ট' হিসাবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করা হয়েছে।

18 AUG 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

Dhaka to Interpol: Help us get back 15 dreaded criminals from Kolkata

Anjan Chakraborty in Kolkata

Aug. 10. — Bangladesh has asked Interpol to help it bring back 15 "dreaded criminals" allegedly hiding in Kolkata. Dhaka's list includes six persons it claims are connected with the grenade attack on an Awami League rally attended by Sheikh Hasina Wajed last year. Dhaka has said it wants the criminals deported to face trial in Bangladesh.

The timing of the request, which was made in the last week of July, is significant. The Indian external affairs minister, Mr Natwar Singh, toured Bangladesh from 6 to 8 August and the visit ended on Monday with most issues unresolved.

But Dhaka's request to Interpol just prior to Mr Singh's arrival there is being seen by the Indian security establishment as a pressure tactic to force the Indian government to expedite the handover of the 15 wanted men.

According to an Intelligence Bureau source, Dhaka's list of 15 includes six suspects in the 21 August, 2004, grenade attack in Dhaka that killed 16 and injured another 200.

"Dhaka has told Interpol that some perpetrators of the attack residing in Kolkata are controlling the Bangladesh underworld from the capital of West Bengal," a highly placed official told The Statesman. Bangladesh earlier asked India to take measures against top Bangladeshi "criminals" who had taken refuge in Kolkata. The request to Interpol, however, is a clear sign of Dhaka upping the ante on the issue.

There is no extradition treaty between the two countries and talks on this front made no headway during Mr Singh's recent visit. "When there's no extradition treaty but a request is made by a country to ensure the deportation of a person, the decision depends upon the nature of bilateral ties. In this context, it should be recalled that when India gave Dhaka a list of criminals wanted in connection with various cases, the other side didn't take any action," said an Intelligence official.

Now that Dhaka has approached Interpol, it's likely that the latter would forward the request to either the CBI or the central passport and visa division, MEA, as both organisations have an interface with Interpol. Dhaka has reportedly claimed in its report to Interpol that criminals wanted in Bangladesh are staying also in the USA, Canada, Myanmar, Thailand and Pakistan. Most of them however, are in Kolkata.

"It's true that Bangladesh has approached Interpol to help in the investigation into the 21 August, 2004, grenade attack on the Awami League rally in Dhaka.

Interpol officials have also visited Dhaka in this connection," a spokesperson of the Bangladesh deputy high commission in Kolkata said.

Asked whether he would confirm that Dhaka had given Interpol a list of criminals wanted in Bangladesh and currently hiding in various countries including India, the spokesperson said: "We do not have any information regarding this."

Interpol, when contacted by The Statesman, did not deny the fact that Dhaka had made such a request, but said: "When police in any of Interpol's 182 member-countries share information with the general secretariat in Lyon in relation to investigations and fugitives, this information remains under the ownership of the member country."

GANG OF SIX

Aug. 10. — Six of the criminals on Dhaka's list of 15 are allegedly connected with the 21 August, 2004, grenade attack on an Awami League rally addressed by Sheikh Hasina and staying in Kolkata. They are: Joy, Mukul, Robin, Chhenga Babu, Jishan and Imon. — SNS

THE STATESMAN

THURSDAY, AUGUST 11, 2005

Breaking the ice with Bangladesh

India's relations with Bangladesh are so problematical that there were no expectations of a breakthrough during the recent visit of Minister of External Affairs Natwar Singh to Dhaka. Several issues sour the bilateral relationship: the illegal migration of Bangladeshis to the North-East States that New Delhi believes is encouraged by Dhaka; the Indian allegation, denied by the Khaleda Zia Government, that Bangladesh provides safe haven to insurgents from the North-East; the Indian initiative, opposed by Dhaka, to fence the 4,000 km long international boundary to prevent both illegal immigration and insurgent crossings; a trade balance that is heavily tilted against Bangladesh; and Bangladesh's fears of the consequences for itself of the river-linking proposal in India, even though this is yet only vague talk. An added concern for India is the frequency with which Bangladesh is now mentioned by international security analysts as a haven for Islamist extremism. At their meeting, Mr. Singh and his Bangladesh counterpart, Morshed Khan, talked about all these issues but it is clear that behind the diplomatic statements issued at the end, little headway was made. In an interview to a Bangladesh newspaper, Mr. Singh made a strong case for a boundary fence, arguing that in those parts that had already been fenced — about one-third of the total length — illegal immigration had reduced considerably. Bangladesh maintains the fence is a military construction, as in some places it is closer to no man's land than the stipulated 150 metres, and discounts Indian claims of illegal immigration. Dhaka was also unenthusiastic about India's proposal for an extradition treaty, and has not yet given consent to a pipeline for bringing gas from Myanmar through Bangladesh to India.

Perhaps the most heartening outcome of the visit is that it has helped to break the ice at the top levels in the bilateral relationship. In recent years, high-level contact between the two sides had dwindled considerably. The meeting between the two foreign ministers, and the preceding talks between their foreign secretaries in June, were the first substantive interaction since April 2003. A visit by Mr. Khan to New Delhi in late 2004 was primarily to invite India to the Dhaka summit of the South Asian Association for Regional Cooperation, now rescheduled for November. Despite the persistent sharp differences, the Dhaka talks have signalled India's desire for dialogue on the issues that trouble the bilateral relationship, and paved the way for sustaining the discussion. Bangladesh has agreed to an Indian proposal for more talks to address the problems at the border. Prime Minister Zia has accepted an invitation to visit India and in turn invited Prime Minister Manmohan Singh for a bilateral call, after his visit for the SAARC summit later this year. These visits should provide a good opportunity for the two leaders to intensify the search for diplomatic solutions to the problems that ail the relations between the two countries.

Mending fences

Before the prime minister's visit to Dhaka in November, there's work to be done

EXTERNAL AFFAIRS minister, Natwar Singh, returned from Dhaka after raising hopes for the future of the long stalled Indo-Bangla ties. That no Indian prime minister has had the inclination or opportunity to visit an important neighbour like Bangladesh since 1999 tells us the sorry story of this bilateral relationship in recent times. Natwar Singh appears to have broken the mould and it is up to the government as a whole to work hard, and in unison, to make Prime Minister Manmohan Singh's visit to Dhaka in November a big success. Besides attending the twice postponed South Asian summit in Dhaka, he will spend some extra time in Dhaka to focus on Indo-Bangla ties.

Natwar Singh's diplomatic gains appears to be the result of a conscious decision to avoid the three major mistakes of the previous NDA government in dealing with Bangladesh. Despite its good intentions, it had given the impression that it was not ready to hear Bangladesh's main grievances out. By lending a patient ear, Natwar Singh has now been able to alter the psychological dimensions of these relations. Second, unlike the NDA government, Natwar Singh has now promised a sustained engagement with Dhaka to resolve many outstanding issues, especially Dhaka's demands for better access to Indian markets. Despite a huge trade surplus, Delhi has been unwilling until now to lower tariff barriers to exports from Bangladesh.

While emphasising India's strong concerns on illegal migration and the presence of Indian insurgent groups in Bangladesh, Natwar Singh's softer public presentation may have created the political space to address these challenges in a cooperative atmosphere rather than through contentious argumentation. While the NDA government had made reduction of cross-border terrorism a precondition for progress on Indo-Bangla ties, Natwar Singh has brought in a measure of flexibility to the Indian approach. A similar tack by Vajpayee proved effective vis-a-vis Pakistan. There is no reason to doubt it would be equally productive with Bangladesh.

10 AUG 2005 INDIAN EXPRESS

CAG picks holes in border fencing

A soldier on guard along the border with Bangladesh.

HT Correspondent
Guwahati, August 8

HAS THE Indo-Bangladesh Border Road and Fencing Project (IBBRFP) to prevent illegal infiltration been an expensive exercise in futility? The comptroller and auditor-general (CAG) thinks so.

In its latest report (up to March 31 last year), tabled in the state Assembly on Monday, the CAG has pointed out that the "primary objective of preventing illegal infiltration stands defeated" as 40 per cent of the Indo-Bangladesh border under the riverine section remained unsealed.

The IBBRFP was taken up during 1986-87 as an entirely Centrally assisted project under the Assam Accord with the objective of checking influx of Bangladesh migrants. Assam shares a 267.30 km long boundary with Bangladesh, out of which 107 km is riverine border. However, the project report proposed construction of 231.007 km of road and 224.022 km of fence. New Delhi approved the construction of 199.953 km of road and 176.53 km of fence at a cost of Rs 289.06 crore. The money was for two phases — Rs 122.06 crore for Phase I from 1986-2001 and Rs 167 crore for Phase II from 2001-2006.

The Centre made PWD, Assam the executing agency for IBBRFP. Border Roads subsequently handled the project with the CPWD made responsible for maintenance and repairs of the completed border roads and the BSP for the fence.

Review of the construction of the road and fence works undertaken by the state PWD revealed that the funds provided from 1999-2004 were not utilised totally. Funds were instead diverted to other state units or agencies in the form of material and machinery resulting in non-completion of IBBRFP.

"The department further did not hand over 41.5 km of road and 6.4 km of fence to CPWD and BSF respectively for utilisation and maintenance. It also delayed handing over of another 24.3 km of road and 64.9 km of fence ranging from three to eight years", the CAG report said.

Other than cost overrun owing to inordinate delay in completing the project, the CAG report also rued losses due to substandard construction. For instance, eight poorly constructed RCC bridge approaches relating to Phase I of the Indo-Bangladesh border road during 1999-2004 were washed away by rain resulting in a lost of over Rs 15 lakh.

The CAG further sniffed foul play in payments made through hand receipts for IBBRFP-related works.

Delhi to 'remain engaged' with Dhaka for better ties

PRESS Trust of India
Dhaka, August 8

TERMING THE outcome of external affairs minister Natwar Singh's visit here as 'satisfactory', India and Bangladesh on Monday decided to "remain engaged" to overcome any obstacles in bilateral relations.

"A beginning has been made and talks on specific sectors will be continued during the visit of three Indian ministers to Bangladesh this year", Singh told reporters at the airport

"Every time we meet we will take a step forward, however big or small it may be", Bangladesh foreign minister M. Morshed Khan said. "I do not think everything will be alright in a single visit, but we have to remain engaged", he said.

On the forthcoming SAARC summit in November, Singh said, "We hope the 13th summit will be a landmark one". Singh, who invited Bangladesh Prime Minister Begum Khaleda Zia to visit India, expressed the hope that she would do so before or after the summit.

Meanwhile, a day after India and Bangladesh agreed in principle to extend coordinated patrolling along the Indo-Bangla border, director-general of Border Security Force (BSF) R.S. Mooshahary said on Monday the agreement would result in better border management.

"The decision to expand coordinated patrolling by BSF and Bangladesh Rifles to more areas along the 4,000-km border is a positive step towards better border management", he said on the sidelines of the flag-off ceremony of BSF Mountaneering Expedition to Mt Satopanth.

Coordinated patrolling was put in place in some areas of the border after his last meeting with the BDR director-general. The extended border coordination was announced on Sunday after Singh's meeting with the Bangladesh PM in Dhaka.

Natwar at Gandhi Ashram

Dhaka, August 8

GANDHI ASHRAM in Noakhali had a surprise visitor on Monday — K. Natwar Singh. Singh was provided a special helicopter by the Bangladesh government to travel to Noakhali in southeastern Bangladesh. "The subcontinent was indeed fortunate that this great man appeared in our midst during a crucial phase in our history", Singh saidtold trustees of the ashram. **PTI**

THE HINDUSTAN TIMES

বেড়া জরুরি, সওয়াল বিদেশমন্ত্রীর

সুরবেক বিশ্বাস ● ঢাকা

৭ অগস্ট: যথারীতি জোরালো ভাবে নিজেদের বক্তব্য পেশ করছে ভারত। আর অনড় মনোভাব ধরে থাকছে বাংলাদেশ। বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহের বাংলাদেশ-সফরের দ্বিতীয় দিনে ছবিটা একই থাকল।

সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও কাঁটাতারের বেড়া— এই দু'টি বিষয়ে বাদানুবাদ আরও বেড়েছে আজ। ভারত যদি বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের কথা বলে, তা হলে বাংলাদেশও দাবি করছে, ভারত থেকে তাদের দিকে অনুপ্রবেশ হচ্ছে। ঢাকা আজ এই দিল্লিকে তাদের এই বক্তব্যই জানিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ এই মনোভাব ব্যক্ত করলেও ভারতের বিদেশমন্ত্রী অবশ্য স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে জানিয়েছেন, ভারত থেকে কাউকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর প্রশ্ন নেই। এ রকম কোনও অভিযোগ কখনও ওঠেনি।

কাঁটাতারের বেড়া যে অত্যন্ত জরুরি, সেই সওয়ালও করেছেন নটবর সিংহ। এবং এই ব্যাপারেও বাংলাদেশের সুর আগেকার মতোই অনমনীয়। মনমোহন সিংহের পক্ষ থেকে ভারতে যাওয়ার আমন্ত্রণের চিঠি নিয়ে আজ বিকালে নটবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু ৪৫ মিনিটের বৈঠকে ওই সব প্রসঙ্গ এক বারও ওঠেনি বলে দু'পক্ষই দাবি করেছে। ভারতের বিদেশসচিব শ্যাম সারন বলেছেন, "খালেদা জানিয়েছেন, নভেম্বরে সার্কের আগে ভারতে যেতে তিনি চেষ্টা করবেন।"

শ্যাম সারন এবং বাংলাদেশের বিদেশসচিব হেমায়েতউদ্দিন, দু'জনেরই বক্তব্য, "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের বিদেশমন্ত্রী অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আসন্ন সার্ক শীর্ষ সম্মেলন, যুগ্ম নদী কমিশন, বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা— নিয়ে আলোচনা করেছেন।" ভারতীয় বিদেশসচিবের কথায়, "খালেদা এ দেশে বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানিয়ে টাটার প্রস্তাব নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন।" ২০০ কোটি ডলার লগ্নির ব্যাপারে ঢাকার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে টাটার।

খালেদার সঙ্গে বৈঠক সেরেই নটবর চলে যান সুধা সদনে, বিরোধী আওয়ামি লিগের নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে। হাসিনা ও নটবর এক ঘণ্টারও বেশি কথা বলেন নির্বাচনী সংস্কারের জন্য এখানকার বিরোধীদের দাবি নিয়ে। এই আলোচনা খালেদা সরকারের চাপে রাখবে বলেই কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

তবে ঢাকার উপরে চাপ সৃষ্টির জন্য স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে বিদেশমন্ত্রীর মন্তব্যই যথেষ্ট। কাঁটাতারের বেড়া প্রসঙ্গে কোনও রাখঢাক না-করেই নটবর বলেন, "বেড়া দিলে সীমান্ত পেরিয়ে চোরাকারবার, অনুপ্রবেশ, অস্ত্র ও বিস্ফোরকের অবৈধ ব্যবসা, জাল টাকা ছড়ানো, নারী পাচার, মাদক চালান, চুরি ও অপহরণের মতো ঘটনা অনেকটাই কমবে। যেখানে যেখানে বেড়া আছে, সেখানে আমরা দেখেছি, এই সমস্ত অপরাধ অনেকটাই কমেছে। দু'দেশের মঙ্গলের জন্যই পোক্ত বেড়া জরুরি।" এই প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের উত্তরে বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য, "মতপার্থক্য রয়েছে। তবে সে সব প্রকাশ্যে বলব না।" তবে অন্তত সরকারি ভাবে নটবর জানিয়েছেন, গ্যাস পাইপলাইনের বিষয়টি বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি হবে বলে জানিয়েছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের এক অফিসারের কথায়, "বেশ কিছু দিন বন্ধের পরে আলোচনা শুরু হল। এটাই ইতিবাচক দিক।"

জাল নোটের অনুপ্রবেশে উদ্বিগ্ন দিল্লি

সুরবেক বিশ্বাস ● ঢাকা

৭ অগস্ট: অনুপ্রবেশ, জঙ্গি ঘাঁটির মতো জাল নোটের সমস্যার কথাও ঢাকাকে জানিয়ে রাখল দিল্লি। এবং এই ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট আশ্বাস মিলল না বাংলাদেশের পক্ষ থেকে।

'সিকিউরিটি প্রেস'-এ ছাপানো জাল ভারতীয় ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট আই এস আইয়ের মদতে যে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চোরা পথে ঢুকছে, সে কথা ভারত বাংলাদেশকে বলেছে। বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহ, বিদেশসচিব শ্যাম সারন-সহ ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কর্তাদের কালকের বৈঠকে এই প্রসঙ্গটি উঠেছে।

ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, ঢাকা বিষয়টি স্বীকার করে নেয়নি। আবার অস্বীকারও করেনি। মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের এক অফিসার বলেন, "আমরা ওঁদের জানিয়েছি, বিষয়টি ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুতর ও স্পর্শকাতর। ওঁরা এই সম্পর্কে 'নোট' নিয়েছেন, কোনও মন্তব্য করেননি। আনুষ্ঠানিক ভাবে বৈঠকে প্রসঙ্গটি তোলার সঙ্গে ঘরোয়া আলাপচারিতাতেও জাল নোটের সমস্যার কথা বলেছেন নটবর। স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে নারী পাচার, অনুপ্রবেশ, চোরা কারাবারের সঙ্গেই বিদেশমন্ত্রী জোর গলায় বলেছেন জাল নোটের উপদ্রবের কথা।

ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা, সি আই ডি এবং কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারাও আই এস আইয়ের সহায়তায় এই জাল নোট

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে মনমোহনের চিঠি। — রয়টার্স

'অনুপ্রবেশে'র সমস্যা নিয়ে যারপরনাই উদ্বিগ্ন। মার্চ মাসে কলকাতার লেক এলাকা থেকে ২২ লক্ষ টাকার জাল নোট ভর্তি সুটকেস-সহ শঙ্কর আচার্য নামে এক ব্যক্তিকে সি আই ডি গ্রেফতার করে। তিনি জানান, স্যুটকেসটি খুলনার এক জন তাঁকে রাখতে দিয়েছিল। সেটি যাকে দেওয়ার কথা ছিল, চক্রের অন্যতম পাণ্ডা সেই রেজ্জাককে পরবর্তী কালে সি আই ডি মুম্বই থেকে গ্রেফতার করে আনে। ওই ব্যক্তি পাকিস্তানের বাসিন্দা বলেও গোয়েন্দারা জানিয়েছিলেন।

জাল নোট ছড়িয়ে পড়ায় শঙ্কিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে নোটের গঠন পাল্টে ফেলার আর্জি জানিয়েছেন, যাতে পাক গুপ্তচর সংস্থার ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করা যায়। কারণ, গোয়েন্দাদের বক্তব্য: বাংলাদেশ হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে ইতিমধ্যেই কোটি কোটি টাকার জাল নোট গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। মুম্বই থেকে ধৃত রেজ্জাক নিজেই কয়েক কোটি টাকা এই ভাবে দিল্লি, লখনউয়ে পৌঁছে দিয়েছিল বলে গোয়েন্দাদের কাছে স্বীকার করেছে। সে জন্যই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে অবিলম্বে নতুন ধরনের ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাজারে

এর পর দশের পাতায়

ANADABAZAR PATRIKA P. T. O.

অনুপ্রবেশে উদ্বিগ্ন দিল্লি

প্রথম পাতার পর

ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন গোয়েন্দারা।

গোয়েন্দাদের আশঙ্কারই প্রতিধ্বনি বিদেশ মন্ত্রকের অফিসারদের কথায়, "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে কয়েক বার এই প্রসঙ্গে কথা হয়েছে। এটা আমাদের শিরঃপীড়ার আর একটা কারণ। আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানের অস্ত্রের লড়াইয়ের কী প্রয়োজন! জাল নোটই ওদের কাছে যথেষ্ট।" কলকাতায় ভবানী ভবনের এক আই পি এস অফিসারও মাস দেড়েক আগে এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, "জাল নোট ছড়িয়ে পাকিস্তান ভারতের অর্থনীতিকে দুর্বল করার ছক কষছে।" আর এখানে বিদেশ মন্ত্রকের কর্তা বলেন, "একটাও গুলি খরচ না-করে জাল নোট দিয়েই টেক্কা দিতে পারে পাকিস্তান। অবিলম্বে এটা থামানো প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে যে বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় চলছে, তা জানি। চেষ্টা করছি, যাতে এই ছক বানচাল করা যায়।"

সেই সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের কর্তারা জানাতে ভোলেননি যে, মূলত উত্তর ২৪ পরগনা এবং কিছুটা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে জাল নোট ঢোকার ব্যাপারে ভারতীয় শুল্ক দফতরের এক শ্রেণির অফিসারও দায়ী। বাংলাদেশ হয়ে জাল নোট বয়ে আনা ব্যক্তি নিজে কিন্তু নোটের ব্যাগ বা স্যুটকেস নিয়ে সীমান্ত পেরোয় না বলে আই বি রিপোর্টে জানা গিয়েছে। সীমান্তে থাকা শুল্ক বিভাগের অসাধু অফিসার বা কর্মী, এমনকী পুলিশের কাউকে মোটা টাকার বিনিময়ে হাত করে তাঁর সাহায্যেই জাল নোট আনা হয় ভারত ভূখণ্ডে। ভারতীয় শুল্ককর্মী বা পুলিশ নিজেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জাল নোটের ব্যাগ নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে তুলে দেন বলেও ভারতীয় গোয়েন্দাদের বক্তব্য।

বাংলাদেশ সরকারি ভাবে এই বৈঠকে কোনও মন্তব্য না-করলেও জাল নোট বয়ে আনার সময়ে তাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করার কথা জঙ্গিদের ঘাঁটি থাকার মতোই স্বীকার করে না। বরং ওই জাল নোট যে ভারতীয় কোনও প্রেসে ছাপা হয় না, তারই বা প্রমাণ কী—এই প্রশ্নও ঘুরপাক খাচ্ছে ঢাকার বিভিন্ন মহলে।

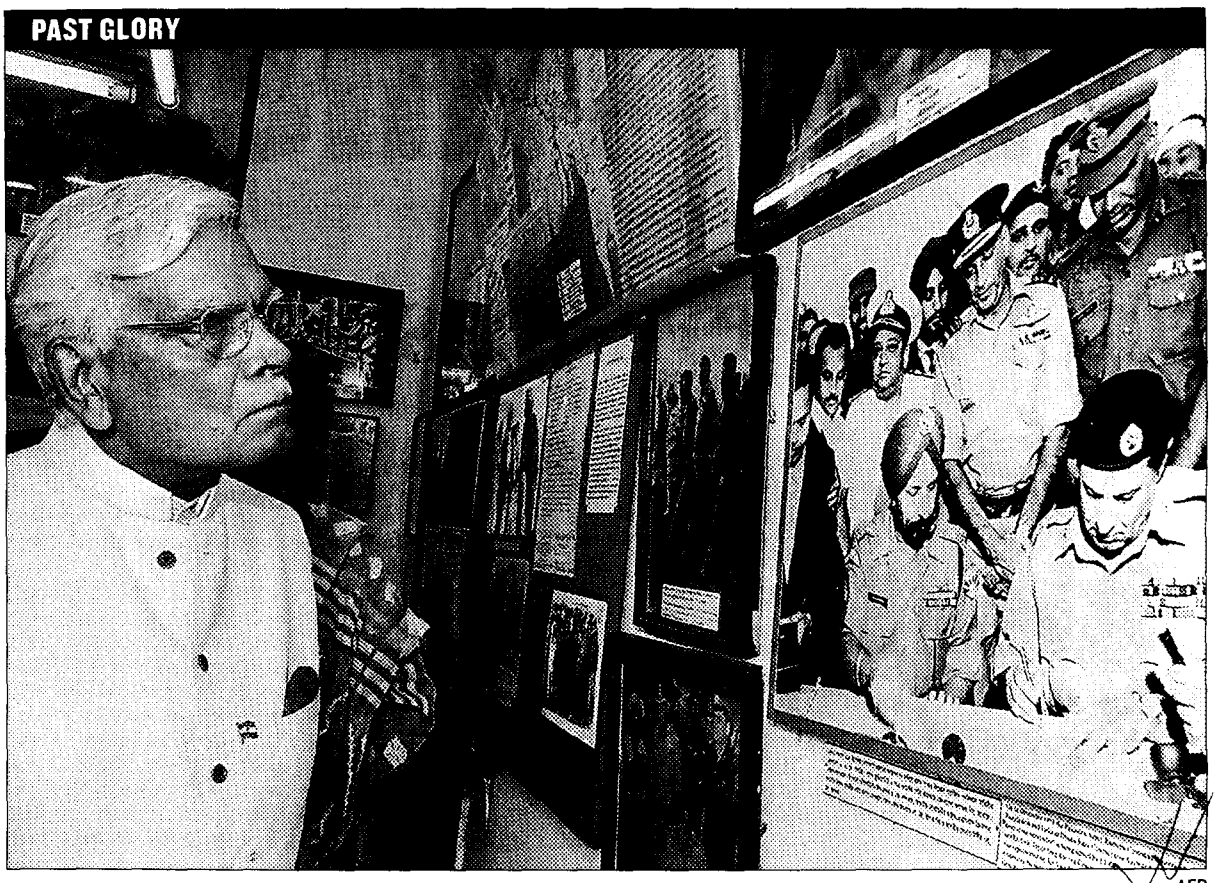

AFP

Foreign minister Natwar Singh watches the historic picture of Pakistani forces surrendering to late General Aurora at the Liberation War Museum in Dhaka on Sunday.

Bangla fencing to go on

PRESS Trust of India
Dhaka, August 7

MAKING IT clear that India would go ahead with the fencing of the over 4000-km border with Bangladesh, external affairs minister K. Natwar Singh on Sunday said this would help curb activities like smuggling and illegal migration and contribute to peace and tranquility for people living in these areas.

"A strong fence is useful for both sides to achieve their common objectives for mutual benefit," Singh, who is on a three-day visit here, said in an interview to Bangla daily Jugantor.

Due to the porous nature of the borders, there was considerable cross-border criminal activity, which he said included illegal trade in arms and explosives, counterfeit currency, trafficking in narcotics and trafficking of women and children.

These problems, he said posed a threat to the social and economic wellbeing of both India and Bangladesh. "We have seen that in those areas where a fence is in place, there has been a sharp decline in illegal cross-border activities," he said.

There have been differences on the 1975 guidelines under which defensive structures within 150 yards of the borders have to be demolished.

"The border management authorities in both our countries share the common objectives of ensuring peace and tranquility and facilitating interaction between our two friendly people while doing their utmost to prevent illegal cross-border activity," Singh said.

On the proposed gas pipeline between Myanmar and India via Bangladesh, Singh said Indian experts were examining the most efficient and feasible ways of importing gas from Myanmar.

"The gas pipeline through Bangladesh is one of the options being actively considered.

This is a commercial project to be implemented by an international consortium," he said.

Singh discussed the tri-nation project during talks with Bangladesh finance minister Saifur Rahman. Dhaka has agreed in principle to allow the 290-km pipeline through its territory but has imposed certain conditions.

It wants India to establish a direct road linking Bangladesh, Nepal and Bhutan and address the issue of trade imbalance.

Rahman said the ministries concerned would hold detailed discussions with the Indian side to make the pipeline project a reality in line with Bangladesh's position on the issues. "We have to see mutual benefit of both the countries and that is the main point to strengthen relations further."

Militancy training

SEVERAL TERRORIST training camps along the LoC have been reactivated this April and "hundreds" of militants have got rigorous training in cutting and penetrating the border fence erected by India, media reports have said.

"Hundreds of militants are undergoing advanced training at camps in Bagh, Rawalkot, Kotli, Gulpur, Aliabad, Halanshumali, Padhar, Halan, Kaliar, Forwag, Kahuta and Kacharban across Poonch," New York-based *South Asia Tribune* run by a dissident Pakistani said in a special report.

PTI

India will go ahead with fencing, says Natwar

Haroon Habib

DHAKA: External Affairs Minister K. Natwar Singh on Sunday made it clear that India would go ahead with the fencing of the border with Bangladesh. The fencing would help curb smuggling, and illegal migration and contribute to peace for people living in both the countries, he said.

In an interview with the Bengali daily *Jugantor,* Mr. Singh said: "A strong fence is useful for both sides to achieve their common objectives for mutual benefit." There were considerable cross-border crimes due to the porous nature of the border. "These problems posed a threat to the social and economic well-being of both India and Bangladesh." There was a "sharp decline in illegal cross-border activities" where the fence was in place.

Common objectives

Mr. Singh, who led official talks with Bangladesh on Saturday, said the border authorities of both the countries shared the common objectives of ensuring peace and tranquillity and facilitating interaction between "our two friendly people while doing their utmost to prevent illegal cross-border activity."

Bangladesh had expressed concern over the fencing, describing it as a "defence structure" within 150 yards of the zero line. But India disagreed that the barbed-wire fencing was a defence structure.

Bangladesh Foreign Secretary Hemayetuddin claimed that there was no illegal migration from Bangladesh. "If any, there is an internationally agreed mechanism to deal with the matter through diplomatic channels." India has proposed holding a top-level meeting to discuss ways to halt "illegal migration."

Extradition treaty

Bangladesh said it was considering an extradition treaty proposed by India. India's Foreign Secretary Shyam Saran hoped "the proposal will be considered." On Bangladesh's concern over trade imbalance, the Indian side assured it that the issue would be taken up at the Commerce Minister-level meeting between the two countries.Bangladesh also welcomed more investment from India, saying negotiations on a $2.5 billion Tata investment were progressing. India reassured Bangladesh that the river linking project was still in conception and it would not do anything without consulting with the lower riparian country.

On India's campaign for a permanent member status in an expanded U.N. Security Council, Mr. Saran said India had sought Bangladesh's support for the UNSC reforms and its candidature.

08 [illegible] 2005 THE HINDU

N-E ULTRAS OPERATING FROM BANGLADESH

Dhaka told to get tougher

Press Trust of India

DHAKA, Aug. 7. — New Delhi today asked Dhaka to do more to stop North-east insurgent outfits from operating in Bangladesh, as the two sides agreed in principle to extend coordinated border patrolling and address concerns over border fencing.

"While we are encouraged that some action has been taken against the insurgents by Bangladesh, we will welcome further action against them," foreign secretary Mr Shyam Saran told reporters here giving a round-up of foreign minister Mr K Natwar Singh's talks with Bangladesh Prime Minister Begum Khaleda Zia and other leaders.

On New Delhi's concerns on terror camps run by insurgents outfits here, Dhaka has said that if India has any concrete information regarding this, it will ascertain and take action. India has also sought access to people apprehended by Bangladesh in the operations against insurgents.

Mr Saran said there had been an agreement "in principle" to expand coordinated patrolling by Border Security Force and Bangladesh Rifles to more areas along the over 4,000-km Indo-Bangla border. This was aimed at checking smuggling, illegal migration, trafficking in arms, explosives, narcotics and counterfeit currency.

The foreign minister, who will return to New Delhi tomorrow at the end of his three-day visit, called on Begum Zia and handed over a letter from the Prime Minister in which he invited her to visit India at the earliest and, if convenient, before the Saarc summit in November. On her part, Begum Zia hoped that Dr Manmohan Singh would be able to stay back for a bilateral visit when he comes for the summit.

After a breakfast meeting with a group of intellectuals, Mr Natwar Singh told reporters that the Saarc countries must work together to "minimise their differences and maximise common grounds". He said that his visit was meant to "remove misunderstanding" and enhance cooperation. "I will go back with the feeling that we are on the right track."

On expansion of the UN Security Council, the minister hoped that Bangladesh would support the resolution on the issue by the G4, comprising India, Germany, Brazil and Japan.

Mr Singh paid a courtesy call on Opposition leader Sheikh Hasina who said the Awami League, had demanded comprehensive reforms in the country's electoral process.

Another report on page 11

Mr Natwar Singh greets Bangladeshi Prime Minister Begum Khaleda Zia in Dhaka on Sunday. — AFP

Delhi, Dhaka to remove irritants

To work for "common destiny"

Haroon Habib

DHAKA: Bangladesh and India agreed on Saturday to remove irritants in relations through dialogue and work together to shape their "common destiny" for the better.

The commitment came from over two hours of talks between External Affairs Minister K. Natwar Singh and Bangladesh Foreign Minister M. Morshed Khan at the State Guesthouse here.

'Frank, candid talks'

"Talks were very fruitful. We have not shied away from anything. We have placed everything on the table and discussed everything in a very frank and candid atmosphere," Mr. Khan told a joint news conference.

Mr. Khan described Mr. Singh's visit as a "milestone in bilateral relations" and said, "we have decided that this visit will be a visit of difference and will be mutually beneficial for the common people of the two countries."

Regional cooperation

He said they addressed the process of SAARC and expressed commitment to work together for further integration of regional cooperation in South Asia. However, Mr. Singh said they had wide-ranging exchange of views on issues of mutual interest, including "differences of opinion" as well.

"We have agreed to work together to realise our common destiny. We have committed to strengthening our relations through dialogues based on mutual friendship, trust and understanding," he said.

On trade, there was great potential for expanding the two-way trade and investment and cooperation in education, science and technology.

- **More land-custom stations to facilitate economic exchanges and people-to-people contacts**
- **Multi-entry visas for Indian travellers through Dhaka-Agartala bus route sought**
- **Tri-nation gas pipeline from Myanmar to India through Bangladesh proposed**

The two sides agreed to establish more land-custom stations to facilitate economic exchanges and people-to-people contacts. The Indian side sought multi-entry visas for Indian travellers through Dhaka-Agartala bus route and also proposed more bus services from Bangladesh to different States.

Border issue

About crucial issues of the border, which got periodically tensed up, Mr. Singh said they agreed on the best management of the frontier and checking illegal movement and activities from both sides that caused huge revenue losses for both governments.

While acknowledging that there existed "some differences" in interpretations of the 1975 Border Guidelines, both sides agreed to maintain peaceful border free from illegal movement or any trouble, Mr. Singh said.

The Indian side proposed a high-level meeting to discuss the illegal movement, to which the Bangladesh side agreed.

"We have covered a lot of ground and our discussions were marked by greater warmth and cordiality," said Mr. Singh.

অনুপ্রবেশ থেকে বন্দি প্রত্যর্পণ, ঢাকা অনড় আগের অবস্থানেই

সুরবেক বিশ্বাস ● ঢাকা

৬ অগস্ট: নিজেদের অবস্থান থেকে এতটুকুও নড়ল না বাংলাদেশ। ফলে বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের শেষে বলতে গেলে ভারতের হাতে রইল পেন্সিল।

অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরব হয়েছেন বিধানসভায়। গোয়েন্দাদের মতোই দিল্লির শাসকেরাও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন। সকলেই মানছেন, অনুপ্রবেশের ফলে বেশ কয়েকটি জায়গায় জন-বিন্যাসের ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। উদ্বিগ্ন দিল্লি বারবারই ঢাকার কাছে এ নিয়ে আবেদন জানিয়েছে। যদিও ঢাকা কখনওই বিষয়টিকে স্বীকার করতে চায়নি। দিল্লির সঙ্গে বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ঢাকা আজও স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল, তারা অনড় রয়েছে আগের অবস্থানেই। বাংলাদেশের স্পষ্ট বক্তব্য, তাদের দিক থেকে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশের কথা তারা মানছে না। স্বভাবতই ভারতের বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহকে এটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকতে হল যে, "বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী মোর্শেদ খানের সঙ্গে বৈঠকে অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গটি উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছি।" প্রস্তাবিত ওই বৈঠকের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গড়ার ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা চলছে।" ব্যাস ওইটুকুই! ভারতের প্রস্তাব পেয়ে বাংলাদেশ আপাতত শুধু বিবেচনার আশ্বাসই দিয়েছে। সেই সঙ্গে জানিয়েছে, অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া প্রয়োজন।

অথচ ইউপিএ সরকারের ১৫ মাস শাসনকালের মধ্যে এই প্রথম দিল্লি-ঢাকা মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক ঘিরে অন্য রকম প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার সার্ক সম্মেলনে ভারত যেতে না চাওয়ার পর থেকে দু'দেশের মধ্যে যে টানাপোড়েন চলছিল, তা মেটানোর বড় সুযোগ ছিল এই বৈঠকে। কিন্তু মেঘনা ও পদ্মা গেস্ট হাউসে, শনিবারের বারবেলায়, পরপর দু'টি বৈঠকেই নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকল খালেদা জিয়ার সরকার।

বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে জঙ্গিরা ভারত-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে, এই অভিযোগ উড়িয়েই দিয়েছে ঢাকা। বাংলাদেশের বিদেশসচিব হেমায়েতউদ্দিনের কথায়, "বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করে এই ধরনের কাজ কখনও হয়নি, হতে দিইনি, আমরা হতে দেবও না। আমরা এই ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক রয়েছি।" অথচ ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বারবারই জানিয়েছে, আলফা নেতা পরেশ বরুয়া, কেএলও প্রধান জীবন সিংহ-সহ বেশ কয়েক জন জঙ্গি নেতা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকেই ভারতে জঙ্গি হামলার ছক কষছে তারা। বাংলাদেশে নিষিদ্ধ একটি জঙ্গি সংগঠনের প্রধান 'বাংলা ভাই' ১৫ অগস্টের প্রাক্কালে মালদহ সীমান্ত দিয়ে ঢুকে এ রাজ্যে হামলা চালাতে পারে বলেও ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের আশঙ্কা। ঢাকা অবশ্য যথারীতি এ সব মানেনি। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, প্রথমে মন্ত্রী পর্যায়ের ৪৫ মিনিটের বৈঠক এবং তার পরে মন্ত্রী, সচিব-সহ প্রতিনিধিদের মধ্যে সোয়া ঘণ্টার বৈঠকে সবচেয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয় এই অনুপ্রবেশ এবং বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করে ভারতে জঙ্গি কার্যকলাপের প্রসঙ্গে।

ঢাকায় মোর্শেদ খান ও নটবর সিংহ। -পিটিআই

বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি নিয়েও দিল্লির সঙ্গে ঢাকা সহমত হয়নি। অনুপ চেটিয়ার মতো বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া জঙ্গি নেতাদের হাতে পেতে দিল্লি বহু দিন ধরেই বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তির দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু আজকের বিদেশমন্ত্রকের একটি সূত্র জানাচ্ছে, ঢাকা সেই চুক্তির বিষয়টি কার্যত খারিজ করে দিয়েছে। তারা প্রস্তাব দিয়েছে, প্রত্যর্পণ চুক্তির বদলে 'কনসুলার অ্যাকসেস', অর্থাৎ ভারতীয় অফিসারেরা বাংলাদেশে এসে ওই বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। এতে দিল্লি রাজি নয়। তবে এই সব প্রসঙ্গে না গিয়ে ভারতের বিদেশসচিব শ্যাম সারন প্রকাশ্যে সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, "প্রত্যর্পণ চুক্তির বিষয়টি বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে।" শান্তির বাতাবরণ তৈরির প্রচেষ্টা!

একই কারণে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এম মোর্শেদ খানও বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন, "আমরা কোনও দ্বিপাক্ষিক বিষয়কে এড়িয়ে যাইনি। প্রতিটি বিষয়ই আলোচনায় এসেছে।" যেমন উঠেছে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া, ভারত সীমান্ত দিয়ে ফেন্সিডিল জাতীয় মাদক ওষুধ ঢোকা বা নদী সংযুক্তিকরণের মতো বিষয়গুলি। এবং সব ক্ষেত্রেই রীতি মেনে ভারতের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবে।

আজ ঢাকার স্থানীয় সময় সকাল ১০ টা ৪০ মিনিটে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহ। বেশ কয়েক দিনের জ্বালা ধরানো গরমের পরে কাল থেকেই কয়েক পশলা বৃষ্টি শুরু হয়েছে ঢাকায়। আবহাওয়া তবু গুমোট। আজকের বৈঠকের পরে দিল্লি-ঢাকা সম্পর্কের গুমোটও কতটা কাটবে, তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন রয়েই গেল।

সার্ক নিয়ে দুঃখপ্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার, ঢাকা, ৬ অগস্ট: বছরের গোড়ায় নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ঢাকায় সার্ক শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করে ভারত। আজ এখানে সেই ঘটনা স্মরণ করে বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহ বললেন, "আমরা দুঃখিত।" ঢাকার শের-ই-নগরে বাংলাদেশ-চিন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আজ সে দেশের বিদেশমন্ত্রী মোর্শেদ খানের রাতের দাওয়াতটাই ছিল বন্ধু নটবরের সফর উপলক্ষে। সেখানে নটবরের ভূয়সী প্রশংসা করেন মোর্শেদ। আর তার পরেই বক্তব্য রাখতে উঠে ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেন, "এখানেই তো হওয়ার কথা ছিল সার্ক শীর্ষ বৈঠক। আমাদের জন্য হল না। সে জন্য আমরা দুঃখিত। বন্ধু মোর্শেদ খান তখন আমাদের দোষারোপ করেন। কিন্তু আমরা তাতে কিছু মনে করিনি।"

এই ভাবে হঠাৎ দুঃখপ্রকাশকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল। অনেকেরই ধারণা, বড়দাদাসুলভ আচরণের যে 'বদনাম' আছে ভারতের, তাকে দূর করতেই নটবরের এই মন্তব্য।

ANANDABAZAR PATRIKA

Natwar Singh with Morshed Khan in Dhaka on Saturday (Reuters)

Bangla bonhomie

FARID HOSSAIN

Dhaka, Aug. 6: India and Bangladesh will step up efforts to maintain peace along the border and stop illegal migration, foreign minister K. Natwar Singh said today.

After two-hour talks with Bangladesh counterpart M. Morshed Khan, Singh said the neighbours had agreed to hold a high-level meeting to discuss unauthorised crossovers along the 4,500-km frontier.

India claims insurgents from northeastern states cross into Bangladesh to attend training camps reportedly run on its soil. Bangladesh insists it does not shelter rebels or allow its territory to be used against its neighbours. It also denies its citizens illegally cross into India.

The two ministers appeared before the press after their talks at state guest house Padma, but did not take queries from journalists.

Indian foreign secretary Shyam Saran said the two had discussed signing an extradition treaty, but there was no breakthrough yet.

India has long been urging Bangladesh to extradite Ulfa leader Anup Chetia who has stayed on in that country after serving his jail term. Bangladesh says he can't be extradited without a treaty.

The two sides also discussed the proposed pipeline that would allow India to transport natural gas from Myanmar through Bangladesh territory.

"We have agreed to work together to realise our common destiny. We have committed to strengthening our relations through dialogue based on mutual friendship, trust and understanding," Singh said in a written statement.

He said there had been a detailed and wide-ranging exchange of views on issues of mutual interest and "differences of opinion as well".

Sources said India had informed Bangladesh it was seeking a permanent seat in the Security Council. It was unclear if any formal support was sought.

In a statement on arrival at Zia International Airport, Singh said India "attaches the highest importance to its relations with Bangladesh".

THE TELEGRAPH

MONDAY 1 AUGUST 2005 VOL. XXIV NO. 26

GENTLE TOUCH

The impending visit of the external affairs minister, Mr K. Natwar Singh, to Bangladesh will give an opportunity to both the countries to review their ties. It is no secret that relations between the two countries have been far from smooth in the last couple of years. The foreign minister's visit may, therefore, contribute to a lessening of tension and could even lead to greater understanding between the two countries. The agenda for Mr Singh's Dhaka trip is clear, if daunting. Most important, especially in the larger south Asian context, is the need for the foreign minister to reiterate India's commitment to the South Asian Association for Regional Cooperation process and to the organization's forthcoming summit in Dhaka in November. The summit has been postponed twice before and, at least once, New Delhi had signalled that it was because of security concerns in Dhaka. Given that the Manmohan Singh government is seeking to build a stronger relationship with India's neighbours, it is essential that India's seriousness and commitment to the multilateral institution is communicated to the host country. If Mr Natwar Singh has to mend relations with Bangladesh, he must also convince Begum Khaleda Zia, the prime minister of Bangladesh, that India is not partial to the Awami League leader, Sheikh Hasina. This will, of course, require great diplomatic skill on the part of Mr Singh, given that traditionally the Awami League is seen as a pro-Indian party. However, it is on substantial bilateral issues that Mr Singh must really focus.

Clearly, three issues are of paramount importance. The first is the issue of Bangladesh providing sanctuary to militants from the North-east and the growth of religious extremism in the country. The Khaleda Zia government is seen as being soft on extremism, and clearly the government needs to do much more to change this perception. Concern about Bangladeshis is no longer restricted to India. Internationally, there are increased reports of the presence of terrorist groups with international links, including al Qaida. The issue of illegal Bangladeshi migrants, given the recent Supreme Court ruling, will certainly be a major issue for discussion. It is important that Mr Singh gets some assurance from Dhaka on this count. Finally, Mr Singh must seek to persuade Bangladesh that improving cooperation with India in trade and energy will serve its interests as well. On all these issues Bangladesh has either its own concerns or an alternative point of view. In essence, The challenge for Mr Singh is to reconcile Bangladesh's concerns with India's interests.

Influx an 'unchecked aggression': SC

By Rakesh Bhatnagar/TNN

New Delhi: The Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act was struck down by the supreme court. A statement made by Dr Nagendra Singh, India's representative in the UN, before the liberation of Bangladesh and amidst the massive refugee influx into India from erstwhile East Pakistan in 1971, also found mention with the court concluding that such an "influx" was an "aggression" which was not checked by the government.

"The stand of our country before UN was that the influx of a large number of persons from the across the border into India would be an act of aggression," the Bench recalled.

It also emphasised former Assam governor Lt Gen (retd) S K Sinha's report on the problem of illegal Bangladeshi nationals in the north-eastern states. Gen Sinha's 1998 report said that the unabated influx of illegal Bangladeshi nationals has led to a perceptible change in the demographic pattern of the state. "Pakistan's Inter Service Intelligence (ISI) is very active in Bangladesh supporting militants in Assam. Islamic militant organisations have mushroomed in Assam," said Gen Sinha. In this backdrop, the apex court chastised the Centre saying it had failed in its duty to protect Assam from "external aggression" due to continuance of the IMDT Act encouraging rampant illegal migration from Bangaldesh.

"This being the situation, there can be no manner of doubt that the state of Assam is facing external aggression."

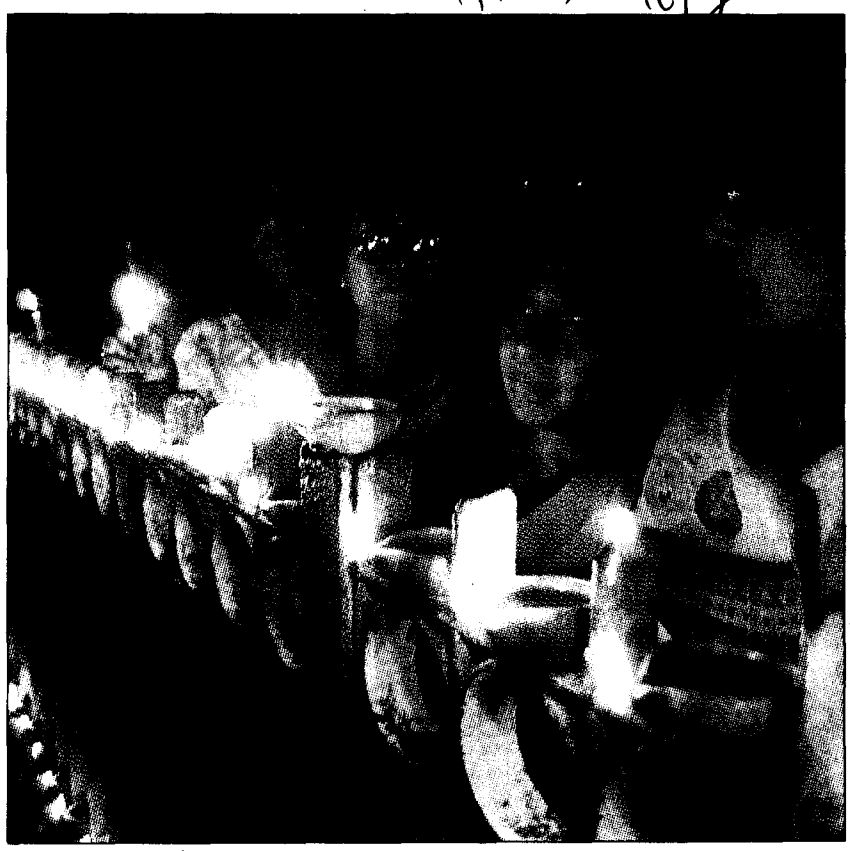

Women light lamps in in Guwahati on Wednesday in remembrance of those who died in the six-year-long agitation against illegal migrants in Assam. People of Assam are celebrating Tuesday's supreme court verdict scrapping the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act

Govt not to appeal SC order

New Delhi: Fearing yet another rebuff from the Supreme Court on the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, the Union Cabinet on Thursday decided against seeking a review of the top court's order striking down the law.

Well-placed sources indicated that while some members of the Cabinet favoured that the government seek a review, law minister H R Bhardwaj argued against it. He pointed out that a review petition would go to the same Bench to be admitted, and there is only a slim chance of its getting through. He also pointed to the observations of the Bench, equating unabated infiltration to aggression, to say that there was little room for optimism for any review petition to succeed.

Bhardwaj's view prevailed, with the Cabinet settling for a Group of Ministers to go into the whole gamut of issues arising out of the problem of inflitration, including the refusal of Bangladesh to take back persons identified as "foreigners". The Cabinet also took note of the apprehensions that doing away with the tribunals might lead to harassment of even Indian citizens. TNN

'Act helped rise in Muslim population'

New Delhi: The Muslim population of Assam witnessed a 77.42% growth during the two decades between 1971-91 while Hindus grew nearly 41.89%. While quashing the IMDT Act, SC noted this growth pattern as it declared that the legislation negated the stringent provision of the Foreigners Act that lays the onus of establishing a right to stay in the country squarely on a suspected illegal migrant.

Discarding the IMDT, Chief Justice R C Lahoti, Justices G P Mathur and P K Balasubramanyan also drew a comparison between the tardy disposal of inquiries under the disputed enactment and the speedy dispensation under the Foreigners Act in West Bengal. Of 3,86,249 inquiries conducted under the IMDT in Assam, 11,636 persons were declared illegal migrants by August 2003 and 1,517 of them were deported, though notices for deportation had been served on 6,159 settlers. However, in West Bengal where the Foreigners Act is enforced, 4,89,046 persons were actually deported between 1983 and November 1998. "Thus, there cannot be even a slightest doubt that the application of the IMDT Act and the rules made thereunder in Assam has created the biggest hurdle and is the main barrier in identification and deportation of illegal migrants." The Act was "coming to the advantage of such illegal migrants, as any proceedings initiated against them almost entirely ends in their favour, enables them to have a document having official sanctity that they are not illegal migrants", said the verdict. TNN

"Application of IMDT Act and rules made thereunder in Assam has created the biggest hurdle"

16 JUL 2005 THE TIMES OF INDIA

Politics of numbers

The SC verdict flags a growing concern. Get down to addressing the Bangladesh border issue

THE Supreme Court judgment striking down the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act 1983 as ultra vires brings to the fore the growing concern that the country does not have an adequate legal mechanism to address the vexed issue of illegal migrants from Bangladesh. The large-scale movement of people, over the years, into India's northeastern and eastern states from across the Bangladesh border has created innumerable political and social crises for India. The verdict must be welcomed because it places the issue of illegal migration firmly on the national stage. We need to re-examine it without the political baggage that has inevitably, and unhappily, always accompanied it. In fact, all political groupings — from the Congress and Left, on one end of the spectrum, to the BJP, VHP and AGP, on the other, would be doing the nation a great service if they stopped playing politics over the issue — because it is their political games that come in the way of an effective national consensus emerging on the issue.

The problem does not go away by the simple expedient of not addressing it. We need, first of all, to recognise not just that there is a problem but the enormous significance of that problem, in terms of the country's security and social harmony. After all, when West Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharya, himself, recognises the demographic transformation taking place in West Bengal's border districts — and remember his party had actually perfected the art of giving voting cards to illegal migrants — you had better believe him. Bhattacharya has also highlighted, time and again, the fact that jehadi groups are operating in the border regions without let or hindrance. Although a reliable estimation of the exact number of illegal Bangla migrants presently in this country is difficult to arrive at, they certainly constitute several million, and the figure rises with every passing day.

Bangladesh, on its part, has refused to even acknowledge the phenomenon. It needs to understand, clearly and unequivocally, the seriousness with which India views this influx. The border between the two nations, comprising large stretches of riverine tracts is like a sieve, and unless both countries evolve mechanisms to stem the cross-border movement, it could be a source of great acrimony and tension in the future.

INDIAN EXPRESS

Migrant act outlawed

OUR BUREAU

July 12: The question of illegal migrants — one of the most divisive issues in the country — was thrown wide open today with the Supreme Court striking down a 22-year-old law that critics said discriminated in favour of the accused.

The court has termed Assam's Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act "unconstitutional".

The Assam-specific act, promulgated to identify and deport illegal migrants from Bangladesh, puts the onus of proof on the complainant, not on the accused as in the case of the Foreigners Act, which governs the rest of the country.

Opponents of the legislation have been complaining that the clause has made the law defunct because it is virtually impossible for a third party to give proof unless the state machinery chips in.

The act was applicable only in Assam but its revocation has far wider implications because state governments like the one in Bengal, which has a sizeable Bangladeshi population, have been keen to get the reach of the law extended to their territory.

Allegations have been levelled that incumbent governments are reluctant to take action against illegal immigrants because they often serve as captive vote banks.

Many of these immigrants have managed to get themselves registered as voters with the help of documents such as ration cards that are allotted indiscriminately.

The Left Front government in Bengal had pleaded in the Supreme Court that the law be made applicable in the state. The plea stands nullified in the light of the court order today.

State CPM secretary Anil Biswas said: "This is a very serious issue and we have to formulate an appropriate response to it after a detailed discussion in our party and the government. I feel that the Supreme Court should also approach the issue carefully."

The order came on a petition filed by Assam student leader-turned-MP Sarbananda Sonowal in 2000.

■ See Page 7

13 JUL 200

Dhaka, NE bus on the cards

Our Kolkata Bureau
11 JULY

AFTER introducing bus services between Dhaka and Kolkata and between Dhaka and Agartala, the governments of India and Bangladesh can now look at the option of opening another bus route — between Dhaka and Guwahati.

Further, a joint task force can be set up by the two governments to examine the possibility of restoring the railway links between Bangladesh and north-eastern states in India, which were operational prior to the partition of India. All this will enable Bangladesh to have greater access to its products to the North East and thus help it to reduce its trade deficit with India.

This was suggested by MK Mero, joint director in the office of the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), India. He was speaking at a seminar on 'Promotion and facilitation of trade between Bangladesh and North East India', organised in Kolkata on Saturday jointly by Bangladesh Enterprise Institute and South Asia Enterprise Development Facility (SEBF).

SEBF, an arm of International Finance Corporation (IFC), organised the seminar on this issue for the third time to find ways for promoting Bangladesh's exports to India. In 2004-05, Bangladesh exported some $89 million worth of products to India against its import of about $1.6 billion worth of goods from India. Its exports to India remained low even after enjoying duty concessions on many of its exportable products to India under the South Asia

TRADE ROUTE

Preferential Trade Agreement (Sapta).

Elaborating on his proposals, Mr Mero suggested that given the comparatively better track conditions, the proposed task force can first examine the possibility of restoring the two old rail routes — one linking Mahisasone in Karimgunje district in Assam with Shahbazpur in Sylhet district in Bangladesh and the other linking Golakgunj in Dhubri district of Assam with Chapka in the same district of Bangladesh.

The restoration of rail links and opening of road links in the Dhaka-Guwahati sector will cut down transportation costs and delivery time for exporters of both the countries. This will help India to increase exports of bulk commodities like coal, limestone and petroleum products from North East to Bangladesh. Bangladesh, too, will benefit from new trade routes as it will help the country to push its textiles and yarns, cement, polythene sheets and tyres to that region in India, Mr Mero added.

Mr Elias Ahmed, joint secretary in the ministry of commerce, Bangladesh, also present in the seminar, stressed on removing non-tariff barriers in the Indo-Bangla trade. He said the countries should work together to evolve harmonised codes on products classifications, inspection standards for quality testing, pre-shipment procedures and better infrastructure, connecting checkposts. Due to lack of proper road connectivity on either side, only 14 out of 33 checkposts in North East are active.

12 JUL 2005 The Economic Times

বাংলাদেশেই অনুপ চেতিয়া, ভারতকে দেওয়ার প্রশ্ন নেই

মিলন দত্ত

ঢাকা থেকে ফিরে: সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আলফার সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া বাংলাদেশের কারাগারে কার্যত নিরাপদ আশ্রয়েই আছে।

ভারতীয় বিদেশ দফতরের ওই অভিযোগের সরাসরি জবাব এড়িয়ে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেন, "অনুপ চেতিয়ার কারাবাসের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাকে ছাড়া যায়নি ঢাকা হাইকোর্টে একটি মানবাধিকার সংগঠনের মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায়। ওই মামলাটি মিটলেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।" বাংলাদেশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য স্পষ্টই জানিয়েছেন, "অনুপ চেতিয়াকে বাংলাদেশ সরকার কোনও ভাবেই রাজনৈতিক আশ্রয় দেবে না।" তবে তিনি মনে করেন, অনুপ চেতিয়া কারাগারে আটক থাকায় ভারতের সুবিধাই হয়েছে। তাঁর ওই মন্তব্যের কারণ অবশ্য ব্যাখ্যা করেননি বাংলাদেশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

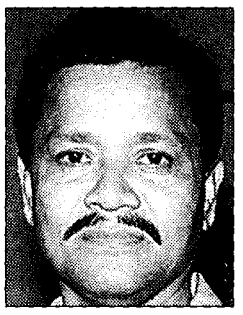

অনুপ চেতিয়া

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুপ চেতিয়া ওরফে গোলাপ বরুয়া অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ঢাকায় গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই ওই আলফা নেতাকে হাতে পাওয়ার জন্য ভারত সরকার বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

ভারত সরকার আশা করেছিল, সাত বছর জেল খেটে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি তার কারাবাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তাকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যেমনটি ঘটে থাকে অন্য অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে। কিন্তু অনুপকে ভারতের হাতে তুলে না দেওয়ার নির্দেশ চেয়ে ঢাকার একটি মানবাধিকার সংগঠন ঢাকা হাইকোর্টে আবেদন করে। ওই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সিগমা হুদা ঘটনাচক্রে অনুপ চেতিয়ার অন্যতম আইনজীবী। সংগঠনের আর এক পদাধিকারী অ্যালেনা খানও আলফা নেতার আইনজীবী। তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট এখনও কোনও নির্দেশ না দিলেও অনুপ চেতিয়ার উদ্দেশ্য ভাল ভাবেই সাধিত হয়েছে। ওই জঙ্গি নেতা যে কোনও উপায়ে বাংলাদেশেই থেকে যেতে চাইছিল।

কিন্তু অনুপ চেতিয়াকে ভারতে পাঠানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার কী সিদ্ধান্ত নেবে? এই প্রশ্নেরও সরাসরি জবাব এড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "ভারতের সঙ্গে আমাদের বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি হয়নি।" তিনি উল্টে ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অভিযুক্ত করে বলেন, "বাংলাদেশে নানা দুষ্কর্ম করে এ দেশের ৪৩৪ জন শীর্ষ সন্ত্রাসবাদী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের বাংলাদেশের হাতে তুলে দিতে বারবার বলেও সাড়া পাইনি। ওদের বেশিরভাগই থাকে কলকাতা সদর স্ট্রিটের কয়েকটা হোটেলে।" চলতি মাসের গোড়ায় ঢাকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে তাঁর দফতরে বসে এই কথা বলেন বাবর।

অথচ বরাবরের মতো এই বৃহস্পতিবারই বি এস এফের এক সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আবারও পাল্টা বলেছেন, "বাংলাদেশে মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলি যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কে এল ও, আলফার মতো জঙ্গি সংগঠনগুলিকেও প্রচ্ছন্ন মদত দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।"

কোনও অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু তা সমাধানেরও কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেই কোনও পক্ষের। ঢাকায় বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের চাপান-উতোর চলছেই। কূটনৈতিক মহলের অভিমত, এতে প্রকৃত সমস্যা সমাধানের কোনও কার্যকরী সূত্র মিলছে না।

বুদ্ধবাবুর অভিযোগ, "ওদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময় আমি জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলেছি। উনি বলেছেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই। আমি তাঁকে জানালাম। বাংলাদেশে ঘাঁটি গাড়া জঙ্গি নেতাদের ঠিকানা, ফোন নম্বর আমার জানা আছে, অথচ ওঁর কাছে নেই। বাংলাদেশের মন্ত্রীকে আমি বলেছিলাম, আমরা দুজনে বাঙালি হলেও বোধহয় পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারছি না।"

তবে বাংলাদেশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, "আমরা এ দেশে কোনও সন্ত্রাসবাদী কাজ চলতে দেব না। কোনও খবর পেলেই আমরা ব্যবস্থা নিই।" বাংলাদেশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সাদামাঠা বক্তব্য মানতে নারাজ বুদ্ধবাবু।

26 JUN 2005 ANADABAZAR PATRIKA

24 JUN 2005

CM blasts Bangla for influx & terror

HT Correspondent
Kolkata, June 23

CHIEF MINISTER Buddhadeb Bhattacharjee on Thursday lashed out at Bangladesh for allowing its citizens to move illegally into Bengal while providing shelter to Indian fugitives.

"The influx of illegal migrants is such a major problem that Bangladeshis now outnumber Indians in some areas of the state. We can't tolerate this any more. Enough is enough," the chief minister said at a BSF seminar.

On Indian fugitives, particularly militants, he said: "After operations in Bhutan, many KLO activists including its top man are in Dhaka. Bangladesh is supporting these terrorists."

Bhattacharjee has discussed the influx problem with the Prime Minister and the Union home minister and also with Bangladeshi foreign minister Morshed Khan.

"Khan has denied the migration, which is ridiculous since many Bangladeshis are in our jails for trying to enter our country illegally," Bhattacharjee said.

Khan has also denied any knowledge of Indian terrorists hiding in Bangladesh, but Bhattacharjee does not believe it.

"When he feigned ignorance, I asked him: 'You don't know anything? I have the telephone number of the KLO leader and you're saying you don't know anything?'. I also said: 'It's unfortunate and unfair. Both of us are Bengalis and we're speaking in Bangla, but we're not communicating with each other'," Bhattacharjee said.

It is the first time that Bhattacharjee has spoken out so strongly against Bangladesh in an open forum. Till a few years ago, the Bengal government used to talk in the same vein as Dhaka and deny illegal influx from Bangladesh. Now, the chief minister also spoke about the threat from Islamic fundamentalist groups.

"Groups operating in Bangladesh are recruiting jihadis from our side. They're pushing indoctrinated people into India to carry out subversive activities," Bhattacharjee said.

He stressed the need for fencing the entire Indo-Bangla border immediately. "I'm aware of Bangladesh's problems in erecting the fence. I've taken up the matter with the Centre and we should be able to construct this fence along the zero line," the chief minister said.

Indo-Bangla differences over border fencing

Statesman News Service

NEW DELHI, June 22. – The differences between India and Bangladesh over border fencing were reflected in the joint statement released today. India has meanwhile reassured Bangladesh that it will not take any "unilateral action" in the river linking project, which will affect them adversely. Officials from both sides burned the midnight oil to hammer out the joint statement, which was finally released this evening on the last day of the foreign office consultations.

Bangladesh's strict opposition to fencing was reiterated at talks by their foreign secretary, Mr Hemayatuddin, who told reporters, "we are sticking to our stated stand that no border fencing will take place on the Indo-Bangla border."

The atmospherics of the "open and frank" discussions between the two foreign secretaries and their delegations were described as of "warm friendship and cordiality" which characterises the bilateral relationship.

"The Indian side emphasised its requirement for border fencing within and up to 150 yards of the international border. Bangladesh stressed on the need to conform to the 1975 border guidelines and avoid any action that may impact adversely on the peace and stability in the border areas," said the joint statement. The 1975 border guidelines said there will be no construction of defensive structures within an area of 150 metres from the boundary. However, both sides agreed to facilitate repairs and development work along the India-Bangladesh border.

On the sensitive subject of militant camps, both sides reaffirmed "their commitment not to allow their territory to be used for ultras. India today conveyed to Bangladesh that Dr Manmohan Singh was looking forward to attending the SAARC Summit.

Dhaka denial

KOLKATA, June 22. — Bangladesh's outgoing deputy high commissioner in Kolkata Mr Tauhid Hussain denied existence of training camps for Indian insurgents in his country. He called on chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee at the Writers' this afternoon. — SNS

23 JUN 2005

Delhi, Dhaka agree to differ

PRANAY SHARMA

New Delhi, June 22: India and Bangladesh today came out with a joint statement despite differences on the fencing issue and Dhaka's reluctance to get into a formal arrangement to share information on the arrest of Northeast insurgents on its soil.

The statement, which was almost ready after yesterday's talks between foreign secretary Shyam Saran and his Bangladesh counterpart Hemayetuddin, was held up as officials debated the text of the final document for several hours.

With the political leaderships in Delhi and Dhaka keen to break the bilateral impasse, it was finally issued in the evening after both agreed to accommodate each other's sensitivities.

India maintained it would continue fencing along the border taking care of the security concerns of both countries. But Bangladesh insisted this was tantamount to violating the 1975 agreement that no defensive structures would be built within 150 yards of the zero line.

In the end, both sides agreed to put on record their respective positions while maintaining the differences would not come in the way of development along the border.

"The Indian side emphasised its requirement for border fencing within and up to 150 yards of the international border. Bangladesh side stressed on the need to conform to the 1975 border guidelines and avoid any action that may impact adversely on the peace and stability in the border areas... Both sides agreed to facilitate repair and development works along the India-Bangladesh border," the statement said.

But Hemayetuddin, who had a long meeting with Union home minister Shivraj Patil today, made it clear Dhaka was totally against the fencing. They also discussed the presence of Northeast insurgents and their camps in Bangladesh.

At yesterday's talks between the foreign secretaries, Dhaka had said it was taking action against Northeast insurgent groups and criminals on its soil. It had also assured India it would not allow its territory to be used by any group or individuals for anti-India activities.

Satisfied with this, India asked Bangladesh to formally agree to an arrangement to share information on insurgents arrested by its authorities.

This would have come in handy in the case of Ulfa leader Anup Chetia. His jail term ended this February but India has not been informed about his whereabouts since. Nor has Dhaka made any move to hand him over to Delhi.

"The Indian side stressed the importance of continued action, consular access and the need for regular exchange of information.... the Bangladesh side also stressed the need for action against Bangladeshi miscreants and providing consular access," the statement said.

THE TELEGRAPH

অন্য বিরোধ ঢাকতে দিল্লি, ঢাকা জোর দিচ্ছে বাণিজ্যে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২১ জুন: নভেম্বরে সার্ক সম্মেলনের আগে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক প্রতিনিধি স্তরে ঐকমত্য খোঁজার চেষ্টা অব্যাহত রইল। তবে জঙ্গি শিবির, অনুপ্রবেশ, সীমান্তে কাঁটাতারের মতো সমস্যাগুলিকে ডিঙিয়ে কোনও সমাধান যে এখনই খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, এমনটা নয়। আর সে জন্যই আজ সচিব পর্যায়ের আলোচনার প্রথম দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কাল আলোচনা আরও এগোনোর পরে দু'পক্ষের সম্মতির জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করে ঐক্যের ছবি তুলে ধরা হবে যৌথ বিবৃতিতে।

বৈঠকে দু'দেশের বিদেশসচিব ছাড়াও ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দুই যুগ্মসচিব, বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রকের কর্তারাও। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে দু'পক্ষের চাপানউতোরের পাশাপাশি বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে রুপোলি রেখা তৈরি হয়েছে। কূটনৈতিক সূত্রের খবর, বাংলাদেশ এই মুহূর্তে এমন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না, যাতে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপাতত ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টাই চালাচ্ছে তারা। ভারতও চাইছে সম্পর্ককে যথাসম্ভব সহজ করতে। তাই বাংলাদেশের মাটিতে জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়া, অনুপ্রবেশ রোধে ব্যবস্থা না-নেওয়া, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে অসহযোগিতার মতো মতপার্থক্যের বিষয়গুলির সঙ্গে ভারসাম্য আনতে বাণিজ্য নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, ঢাকাকে দিল্লি জানিয়েছে, বাংলাদেশ এই প্রকল্পে উৎসাহ না-দেখালে সরাসরি মায়ানমার থেকে গ্যাসকে তরলীকৃত করে (এল এন জি আকারে) জাহাজে চড়িয়ে আনবে ভারত। ঢাকার বক্তব্য, এই পাইপলাইন আনার অনুমতির বিনিময়ে তাদের জন্য নেপাল-ভুটান-ত্রিপুরা দিয়ে একটি 'পাওয়ার ট্রানজিট করিডর' তৈরি করে দিতে হবে। অর্থাৎ নেপাল-ভুটানের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এত দিন যে সস্তায় বিদ্যুৎ কিনে এসেছে দিল্লি, এ বার তার ভাগ দিতে হবে ঢাকাকে। কালকের যৌথ বিবৃতিতে এই বিষয়ে একটি সমাধানসূত্র মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

22 JUN 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

Eastern discomfort

India needs to be pragmatic yet tough in its engagement with Bangladesh

THE talks now underway between India and Bangladesh should be used to bring some sanity into the troubled relationship between them. The talks can be constructive only if Bangladesh recognises that it cannot dismiss India's concerns by baiting it. It has to begin by acknowledging four crucial facts. First, that Bangladesh Rifles have in recent times behaved in an appalling fashion. Indian forces, by contrast, have been restrained even in the face of great provocation. Second, Bangladesh is being used as a haven for terrorism in the Northeast. It needs to recognise that no state can today be seen to support terrorism in any form. Third, there is a problem of illegal migration from Bangladesh. This problem has its roots in the complex political economy of the region. But creative solutions will emerge only if the issue is at least acknowledged by Bangladesh. Finally, Bangladeshi politicians have to stop playing the anti-India card at will.

It is possible that clearer demarcation of borders and more cooperation on patrolling can assuage some of India's fears. India can also move to a more sensible and liberal visa regime that is more in tune with the economic geography of the region. This country has to be pragmatic and willing to explore options that can benefit the Bangladeshi people. The rest of the world is marching ahead with intensified trade relations and neither India nor Bangladesh can afford to be left behind. If India's core security concerns can be addressed, India should be liberal in every way it can. It should recognise Bangladesh's anxieties as a smaller power. For instance, the manner in which India cancelled the SAARC summit in February did not take Bangladesh's sensitivities into account. Now it should unilaterally offer its neighbour a more liberal tariff regime. Exports to India must be encouraged and more joint ventures, enabled. India can also do more to create better land port facilities on the Indian side of the border, as Bangladesh has been demanding. And it can do more to resolve the small but thorny issue of enclaves along the border that symbolise the failure of the relationship.

It will be too much to expect the relationship to improve overnight. But if India sheds some of its condescension and Bangladesh, its self-defeating paranoia, a beginning can be made. The greater onus is on Bangladesh in this instance. If it continues to adopt an intransigent posture, it could find India's patience running out.

22 JUN 2005 INDIAN EXPRESS

Deal on Dhaka joint panels

PRANAY SHARMA

New Delhi, June 21: India and Bangladesh today agreed on a series of steps, including revival of a joint river commission and working groups on border management and commerce, to take bilateral relations forward.

Prime Minister Manmohan Singh has expressed his desire to improve ties with Bangladesh. He has also indicated that he would like to invite Bangladesh counterpart Begum Khaleda Zia to Delhi before the Saarc summit in Dhaka later this year.

Foreign secretary Shyam Saran and his Bangladesh counterpart Hemayatuddin today reviewed the gamut of bilateral relations. Their talks extended far beyond the scheduled time, leading to a joint statement which will be issued tomorrow.

The two sides agreed that commerce minister Kamal Nath would visit Bangladesh for talks on narrowing the trade gap. The joint working group on trade and commerce will meet soon to chalk out the agenda for the visit.

Hemayatuddin said Dhaka had started taking action against Indian insurgents and would not allow its territory to be used by any group or individuals for anti-Indian activities. He also proposed three bus routes from Dhaka to Siliguri, Guwahati and Shillong.

The two sides agreed the joint working group on border management would meet soon and try to implement "simultaneous and coordinated" patrolling along the border.

Although the meeting was held in a "cordial" atmosphere with both sides trying to take forward discussions in a "constructive" manner, border fencing remained an area of disagreement.

India has undertaken a programme to fence 3,200 km of its 4,096-km border with Bangladesh. So far, nearly 40 per cent of the border has been fenced. But Dhaka has objected, saying this violated the 1975 agreement that "no defensive" structures would be constructed within 150 yards of the zero line.

The Indian position is the fence would be beneficial in that it would stop the flow of criminals from Bangladesh into India. By the end of the day, the two sides agreed on a number of areas, including a revised trade agreement and one on protecting bilateral investments.

The proposed interlinking of major rivers in India has been a cause of concern in Bangladesh for some years. A feasibility study on linking peninsula rivers has been carried out but no decision has been taken on the Himalayan rivers. Dhaka insists no decision on river-linking can be taken without consulting it.

In view of the difference of opinion, the two countries have decided to revive the joint river commission, which has not met since September 2003.

22 JUN 2005 THE TELEGRAPH

Look East, Prime Minister

Manmohan Singh must take charge of India's relations with Bangladesh

C. RAJA MOHAN

HAVING relentlessly pushed forward the relationship with Pakistan over the last one year, Prime Minister Manmohan Singh must impart similar political energy to the ties with Bangladesh, which are at their lowest ebb in recent memory. India's foreign secretary Shyam Saran is meeting his Bangladeshi counterpart next week in New Delhi. These formal foreign office consultations taking place for the first time in two years will surely attempt to bring some sanity to the bilateral relationship.

But don't hold your breath. India and Bangladesh just don't seem to agree on how to proceed on any of the issues that confront them — trade and transit, energy cooperation, terrorism, border management, illegal migration and sharing water resources, to name a few. The deadlock is definitive. Forget finding solutions to any one of these issues; officials now are finding it impossible to even hold regular meetings.

But Indo-Bangla relations are too important to be allowed to drift any further. Clearly, this unprecedented juncture in Indo-Bangla relations can no longer be managed by officials. It demands a political intervention at the highest level. And the initiative must necessarily come from the Indian prime minister. It is widely known that without the political initiative, the Indo-Pak peace process would not be in the robust stage it finds itself in. Left to the bureaucracies, there would have been no bus service between Srinagar and Muzaffarabad, and Pakistan president, Pervez Musharraf, would not have visited India in April. Neither would there have been a serious discussion on the pipelines nor an encouragement to think out-of-the-box on Jammu and Kashmir.

Just as he repeatedly overruled the conservative instincts of the establishment to unveil a new set of initiatives towards Pakistan, Manmohan Singh must now take charge of the extraordinary crisis in India's relations with one of its most important neighbours. Besides the long overdue political imperative, the prime minister's diplomatic calendar too demands a purposeful engagement with Bangladesh.

Barring unexpected developments, which are always a possibility with Bangladesh, Manmohan Singh should be heading to Dhaka in November to attend the twice postponed summit of the South Asian Association of Regional Cooperation. The prime minister has two options on this visit that he has to undertake. One is to treat it as a mere multilateral occasion and fly in and fly out of Dhaka to a cold reception from the host government. The other is to treat the summit as an opportunity to make a determined effort to change the current course of Indo-Bangla ties.

If he chooses to focus on political outcomes rather than bureaucratic procedure, the prime minister would recognise the urgency of experimenting with a new diplomacy towards Bangladesh

Recall Vajpayee's visit to Islamabad in January 2004, when it was not clear until the very end whether the Indian prime minister would in fact visit Pakistan and, if he did, whether he would meet President Musharraf on a bilateral basis. In the end Vajpayee's visit to Islamabad provided that elusive breakthrough in bilateral relations and launched the peace process.

Manmohan Singh's visit to Dhaka will be the first by an Indian prime minister in nearly six years. Khalida Zia, on her part, chose not to come to Delhi in the last four years, citing protocol reasons and demanding that the Indian prime minister travel first to Dhaka on a bilateral visit. This sums up the present state of Indo-Bangla relations. Manmohan Singh must convey to Dhaka, at the earliest, his desire to have a solid bilateral component during his SAARC visit and to use the next few months to put the relationship back on track. Once that decision is taken, Manmohan Singh can consider a number of diplomatic options on process as well as substance.

On process, nothing stops Manmohan Singh from picking up the phone and talking to the Bangla premier occasionally. To make the direct contact with Khalida Zia successful, Manmohan Singh should set up a back channel of special envoys to clear the air and provide the basis for a substantive bilateral engagement.

In the case of India and Bangladesh, the back channel cannot be a substitute for a wide-ranging engagement between the two governments. Whether by design or not, hardly any ministers of the Union government and senior officials travel between the two countries on a regular basis. Manmohan Singh must correct this immediately by dispatching senior cabinet ministers in the coming weeks and months to Dhaka.

The chief ministers of West Bengal and the Northeast, too, could travel to Dhaka and contribute to the process of building much needed communication and contact between the two countries. If the chief ministers of East and West Punjab travel across the Indo-Pak border at the drop of a hat, why can't there be productive contact between India's eastern states and Bangladesh?

Whether it is in a position to address them all or not, India must first signal that it is willing to listen seriously to the many grievances of Bangladesh. That in itself could change the psychological dynamics of bilateral relations.

On substance, Manmohan Singh must take a quick decision to de-link economic and security dimensions of its policy towards Bangladesh. India's insistence that its economic gestures to Dhaka will only follow Bangladesh acting first on cross-border terrorism has resulted in little progress on either front. In Pakistan's case, it was by avoiding a tight linkage between cross-border terrorism and normalisation of ties, that India managed progress on both.

While taking steps on its own to deal with terrorism from across the Bangla border, the time has come for Delhi to redeem its past pledges on better market access to goods from Bangladesh and offer unilateral initiatives to redress the huge trade imbalance in its favour. It should not take a rocket scientist to figure out that India's "tough" approach to negotiations with Bangladesh, focusing on terrorism and economic reciprocity, have failed to deliver. Weaker neighbours rarely respond to pressure. Standing up against the stronger neighbour becomes a political end in itself. A softer touch and a longer term political vision could serve India better.

If he chooses to focus on political outcomes rather than bureaucratic procedure, Manmohan Singh would recognise the urgency of experimenting with a new diplomacy towards Bangladesh that combines psychological sensitivity, expanded political communication, economic unilateralism, and an emphasis on problem-solving.

15 JUN 2005 INDIAN EXPRESS

No work permits for settlers

MANAN KUMAR

New Delhi, June 12: The home ministry has shot down the recommendation of a group of ministers to issue work permits to illegal Bangladeshi immigrants, according to sources.

"The unanimous view was that it is impossible to give work permits to Bangladeshis as they are illegal immigrants and it would set a bad precedent," said a top-level official after an internal meeting last week where the suggestion was rejected.

"There could even be serious political and legal fallout if the recommendation is accepted and work permits are issued," the official added.

KEEPING VIGIL: A BSF jawan on the Indo-Bangla border. File picture

Sources said the home ministry has decided to move the Supreme Court following Delhi High Court's dismissal of the Centre's application seeking to modify its action plan for the deportation of illegal Bangladeshi immigrants.

The high court had termed as "absurd" the Centre's proposal that it draw up a revised action plan after consultations with the Bangladesh government. The court said the government, under the pretext of modifying the plan, was delaying the process and directed it to implement the action plan of 2002, according to which 100 illegal Bangladeshi immigrants have to be identified every day.

"There is no option but to go to the apex court as it is virtually impossible to separate Bangladeshis from the lot belonging to Bengal, Bihar and Assam. Most of them have changed their identities. They have Hindu names and have even got ration cards. Many of them have picked up Bihari and dialects of West Bengal and some do not even speak their language at all. Finding them is like finding a needle in a haystack. States like Bengal are also not ready to help by sending teams to identify Bangladeshis," said an official.

Officials concede that even after identifying the immigrants, deportation is impossible. "It is a no-win situation at the border. The Border Security Force pushes them into Bangladesh while the Bangladesh Rifles sends them back to Indian territory at gunpoint.

The home ministry is going to take up this issue at the home secretary-level talks with Bangladesh in August," said a source.

Another worry for the Centre is the increasing pressure from the northeastern states on the deportation issue. According to a source, several states have resented the suspension of fencing along the border as well as erection of the fence 150 yards inside Indian territory.

Most MPs and MLAs of these states want the fence to be built on the zero line. A delegation of legislators from Tripura last week told Prime Minister Manmohan Singh and home minister Shivraj Patil that 14 towns, including the capital Agartala, would lose large tracts of land if the fence is constructed 150 yards inside Indian territory.

THE TELEGRAPH

Insurgency inn

Ulfa diversifies in Bangladesh

Bangladesh's recent assurance to India that NE militants would be contained was meant only for the birds, after all. And it has taken less than a week to confirm misgivings that diplomatic niceties mean little unless they are matched with a tangible improvement in ground reality. No one expected the Khaleda government to endorse the BSF claim that the Ulfa has set up a hotel chain of international standard in Dhaka, Sylhet and Chittagong and was even operating bank accounts from within Bangladesh territory. Yet through clumsy cover-up and deceptive diplomacy, the foreign office — disgraced after the Amnesty International report — attempts to gloss over reality when it tells the world that Bangladesh doesn't allow its territory to be used by insurgents against neighbouring countries. It is amazing how last month's incidents can be swept under the carpet all too conveniently. Six militants were shot by the security forces in Sylhet when their activities had boomeranged on the government. And the Bangladesh raid on insurgents near the Assam-Tripura border only exposed the existence of such camps.

True, the MEA has come a long way since the time when it followed a woolly approach vis-a-vis problems on the eastern flank. Assertiveness has paid off to an extent; but Dhaka's latest round of stunt diplomacy can most effectively be countered with firm policy. Of which there is no indication just yet save Veena Sikri's suggestion to Buddhadeb Bhattacharjee that the two countries set up a dialogue mechanism to cope with borderline insurgency. At least the High Commissioner in Dhaka thinks ahead of South Block.

2 JUN 2005 THE STATESMAN

10 JUN 2005 THE STATESMAN

Tripura fencing work stopped

Statesman News Service

AGARTALA, June 9. — Bangladesh Rifles' stepped up pressure has apparently forced the suspension of work on the barbed wire fencing work at a number of places along Tripura's 856 km-long international fringe line with Bangladesh.

The BDR had earlier indulged in unprovoked firing on Indian villages provoking tension and confusion and forcing villagers to flee their homes in panic. The BDR fired ten times in the last two months to stall the work on the border fencing with Bangladesh. Bangladesh has vehemently opposed the move of putting up the fence within 150 yards of the frontier line on a plea that it is a defence construction in nature which can never come up in the area according to the provisions of the 1975 bilateral agreement between Delhi and Dhaka. Delhi is now ostensibly keen on find a solution to the dispute diplomatically.

An all-party delegation of Tripura legislators met the Prime Minister, Dr Monmohan Singh, and Union home minister Mr Shivraj Patil in New Delhi on Monday to apprise them about the latest situation along states border. Both the Prime Minister and the home minister were told by the delegation that the state's six sub-divisional towns, a number of government offices and establishments, parts of commercial areas and temples, existing almost on the frontier line on the Indian side, would be left out on the other side of the fence if it was erected within 150 yards from the Zero Line.

The delegation had urged the Centre to take up the issue with Dhaka so that the fence can come up along the Zero Line.

The Centre has planned to fence 736 km out of Tripura's 856 km-long border with Bangladesh. A 352 km-patch along the border has been fenced so far.

A total of 7,123 families, mostly villagers, have already been displaced due to the fence.

A team of senior officials of the Union home ministry arrived here today on a visit to the state's bordering areas. The team, on its return to New Delhi, will submit a report, along with recommendations, to the ministry in this matter. The Union home minister had earlier said in January, when he visited some of the state's border areas, that an on-the-spot survey was necessary.

Bottom-up approach

While-Indo Pak relations have benefited from confidence-building measures, Indo-Bangla ties have reached a new low. Frequent meetings between the Prime Ministers, improved trade links and win-win solutions to problems will benefit both sides, writes FAROOQ SOBHAN

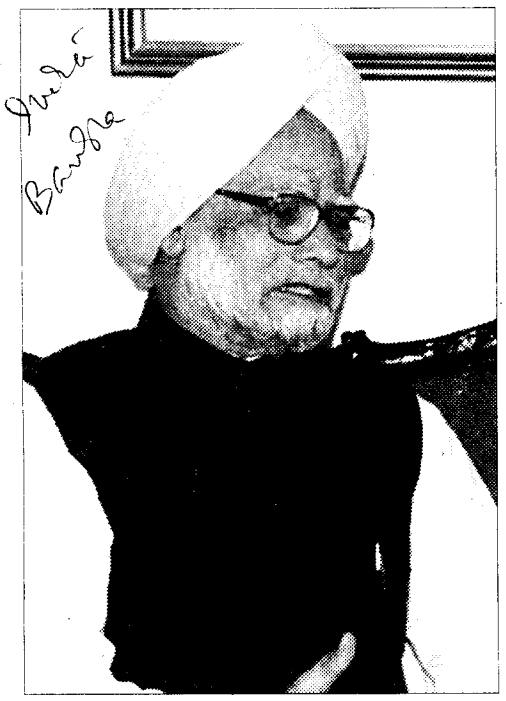

Indian Prime Minister Manmohan Singh and his Bangladeshi counterpart, Khaleda Zia: There should be more communication between the two leaders. — AFP

Recently, relations between India and Bangladesh have hit an all-time low. This is owing to a variety of reasons — border problems, the Saarc summit postponement and a general feeling on both sides that many important issues are not being given due importance.

Among these issues, the most important for India are some security-related ones, which includes arms trafficking, movement of people, transit points and the tripartite gas pipeline. The most important for the Bangladeshi side is the sharing of river waters, the river-linking project, trade and border-related concerns, including smuggling.

Now that the dates for the delayed Saarc summit have been finalised for November, and the meeting of the foreign secretaries of India and Bangladesh has been set for the second half of June, it is expected that efforts will be made on both sides to try and improve bilateral relations.

There have been other positive developments as well, most notably the progress in the Tata Group's discussions with the Bangladesh government on its $2.5 billion investment in steel, fertilizer and power plants.

Exploratory talks are also underway with the group on coal mining concession. In any event, the $2.5-billion investment is the largest by a foreign investor. If the Tata investment materialises, this will influence more Indian firms to invest in Bangladesh. There has been a flurry of interest on the part of other large groups in India, such as Essar, Reliance, Mittal and Birla, among others.

Other Indian investments in Bangladesh are underway. Recently, a state-of-the-art modern hospital was opened in Dhaka, in collaboration with India's Apollo Group. Earlier, India's Sun Pharmaceuticals began its operations in Bangladesh. Many Indian companies are involved in the IT and readymade garment (RMG) sectors. A number of major buying houses in Bangladesh are owned and operated by Indians, as are some leading RMG manufacturers and exporters.

It is perhaps an opportune time to consider the way forward. It is important that both sides understand and appreciate the fact that they can both benefit from improved relations and by taking advantage of the many opportunities that will arise out of India's economic expansion and the surge in Indian investment in the region as a whole.

It is in Bangladesh's interest to consider striking a bilateral free trade agreement with India. The Indians have proposed it and indicated that they are willing to be both generous and flexible regarding its terms. The agreement could be based on the lines of the Indo-Sri Lankan Free Trade Agreement but given Bangladesh's developing country (LDC) status, India could extend more concessions to Bangladesh, similar to those given to Nepal.

There exists empirical data to show that the Indo-Lanka FTA has had a major impact in expanding Sri Lanka's exports into India and has also resulted in a sizeable increase in Indian investments in Sri Lanka. There is no reason why we should not see similar results in Bangladesh.

What is important, however, for Bangladesh to appreciate and understand at both the government and private sector levels, is that a bilateral FTA with India would mean that Bangladeshi firms would be given immediate duty-free access to the Indian market for all goods, including RMG. On the other hand, Indian goods would be given duty-free access to the Bangladeshi market over a period, possibly eight or more years.

Nearly $2 billion worth of Indian goods are smuggled into Bangladesh annually, in addition to the $1.5 billion worth of goods that enter the country legally. The Bangladesh market is flooded with Indian goods, many of which enter the country on a duty-free basis, since they are smuggled across the border. The bilateral FTA would give Bangladesh the opportunity to gain something in return. The bilateral FTA would also encourage Indian investments in Bangladesh on a much larger scale.

It is also vital for Bangladesh to take advantage of the enormous growth and expansion that has been happening in the Asean region and in China, by linking Bangladesh's transport and communication system to East and South-East Asia.

The easiest and most practical way of doing so would be to link up with the old Asian highway route through Tamabil. Since the roads are in place, the route can become operational in months. This may be a wiser alternative than waiting indefinitely for the completion of the Chittagong-Yangon direct route.

After more than 30 years as an independent country, all Bangladeshis should take pride in being pro-Bangladesh. We do not need to be labelled as pro or anti any country; this does not take place anywhere else in the subcontinent, so why should the Bangladeshis be expected to take sides?

It is envisaged that once a transport link is established, there will be both road and rail links between Europe and Asia, besides all the Asian countries. Bangladesh cannot afford to exclude itself from this network.

The key to the integration of Europe, and the growth of economies in both Europe and South America has been the integration of their transport and communication networks. This constitutes a fundamental prerequisite of regional integration and it would be almost suicidal for Bangladesh to exclude itself from the process of transport integration that is taking place in the region.

Bangladesh's biggest strength has always been its geographical location, since we connect South Asia to South-East Asia. For this reason, it is also crucial to develop the Chittagong port, which, studies have shown, has the potential to serve as a regional port for not only Bangladesh, but also Nepal, Bhutan, and North-east India.

The key to building a relationship based on mutual trust and benefit will be the willingness of both sides to sit down across the table and discuss problems with a view to arriving at a win-win solution. This will also allow for trade-offs and practical solutions to some of the existing irritants in bilateral ties. A special effort should be made to focus on those subjects where an early solution can be worked out. For the long-festering ones, interim solutions can be worked out.

What would be of critical importance in building a more durable relationship is the willingness of both sides to engage each other in sustained dialogue. Perhaps, consideration can be given by both sides to nominating a special envoy, with ministerial status who will periodically report back to their respective Prime Ministers about the work's progress.

The special envoys will engage in a sustained dialogue, if necessary, lasting several days every month, so that every issue is discussed in detail. The special envoys, from time to time, can be assisted by the secretaries of the ministries concerned, such as home, commerce, water, energy, communications and so on.

It is important that regular meetings take place between the Prime Ministers of the two countries. These meeting should be short and functional, free from any ceremonial trappings and with a minimum of protocol. To achieve tangible progress, the two Prime Ministers should try and meet every six months. Such meetings can be only for half a day.

The two sides could engage in confidence-building measures. Central to these efforts would be to avoid provocative statements being made by senior politicians on either side. The media on both sides should also be encouraged to engage in more objective reporting and to check their facts.

To encourage such reporting, both sides should relax existing restrictions on the movement of journalists.

The recent suggestion made by the chairman of the Bangladesh Parliamentary Foreign Affairs Committee for an exchange of visits of parliamentarians on both sides is an excellent idea, and hopefully such an exchange of visits will materialise.

It is also important to encourage people-to-people contacts at all levels. This was a critical factor in the improvement of Indo-Pak relations.

Precisely at a time when the Indo-Pak honeymoon is in progress, Indo-Bangladesh relations have hit rock bottom.

There is a need to insulate Indo-Bangladeshi relations from domestic politics.

After more than 30 years as an independent country, all Bangladeshis should take pride in being pro-Bangladesh. We do not need to be labelled as pro or anti any country; this does not take place anywhere else in the subcontinent, so why should the Bangladeshis be expected to take sides?

Essentially, Bangladesh's foreign relations should be based on mutual respect and mutual benefit. It is also important to try and forge a consensus on foreign policy issues so as to ensure continuity of policies.

In India, despite the wide-ranging differences between the BJP and the Congress on domestic issues, their differences over foreign policy are insignificant.

Though relations between Bangladesh and its closest neighbour have been at odds in recent months, if both sides make a concerted effort, relations can be improved quickly. The damage is reparable.

India today enjoys a growth rate of close to seven per cent, in the case of Bangladesh, we have been averaging 5 to 5.5 per cent. If Indo-Bangla cooperation can make serious headway, the growth rate for both countries could exceed eight per cent.

— The Daily Star/ANN

THE HINDUSTAN TIMES
04 JUN 2005

Dhaka crackdown on Northeast militants

Guwahati, June 3

THE CENTRE has put the Border Security Force (BSF) on high alert to stop rebels infiltrating from Bangladesh during a crackdown there on Northeast militants, a top paramilitary officer said on Friday. "We were formally informed by Bangladesh that they were carrying out operations on their territory against Indian militants", BSF inspector-general S.C. Srivastava said. "We've put our troops on high alert to prevent the rebels fleeing from Bangladesh from sneaking into our territory", he said.

However, the BDR did not provide information on the number of rebels arrested in the operation. The crackdown was carried out from May 24 to May 30 in the Rangpur, Kurigram, Sherpur, Sylhet, Mymensingh, Kagrachari, Rangamati and Moulavi Bazar areas.

As agreed upon by the border forces at its D-G-level or IG-DDG-level talks, joint patrolling was started along some stretches under the area of responsibility of the Shillong sector (54 bn and 117 bn).

This, Srivastava said, would help in effective checking of trans-border crimes and to maintain peace and tranquility on either side of the boundary. New Delhi has repeatedly urged Dhaka to take action against Indian militant camps in Bangladesh that it says attack Indian targets in the North-East.

A file photo of a jawan on duty at the Tripura border.

Srivastava's statement came ahead of the foreign secretary-level talks between the two countries in New Delhi on June 20. He said he had no details of the planned crackdown. No immediate comment was available from Bangladesh, which earlier denied the presence of any Indian rebel bases on its soil.

India says there could be up to 150 bases belonging to Indian separatist groups in Bangladesh. "We've definite reports of these militant groups running well-entrenched camps, including arms training bases in Bangladesh", an Indian intelligence official said. India and Bangladesh share a porous 4,000-km border, only 20 per cent of which is fenced.

Indian intelligence officials say top leaders of northeastern rebel groups are holed up in Bangladesh.

ULFA runs 7 Bangla hotels

The ULFA runs seven hotels of international standard in Bangladesh, with three in Dhaka and operates three bank accounts in that country, BSF sources said on Friday.

The three hotels located in Dhaka were the Surma International in Mohaminadpur area's Taj Mahal Road, Hotel Mohammadia in Mirpur and Padma International in Banani. In Sylhet, Ulfa has two hotels – the Keya International in the Zinda Bazar area and the Yamuna in University Road. The managers are cadres of the proscribed outfit.

Agencies

02 JUN 2005
THE STATESMAN

Dhaka wakes up to crackdown on North-east militants

Sanjoy Hazarika
in New Delhi

June 1. — After years of stonewalling and brushing off India's complaints about insurgent outfits operating out of Bangladesh, Dhaka now says it is taking a pro-active position with regard to militants from the North-east who are located there as well as its own criminal gangs, which are collaborating with these groups.

In the past week, members of the Bangladesh Rifles and Rapid Action Force have fought fierce gun battles with militants from the North-east in the Maulvi Bazar area of Sylhet district, near the Indo-Bangla border, killing at least six persons. Two Bangladeshi security personnel were injured in the clash, which took place early last Friday.

"We are committed not to allow such criminal activities to harm the friendly relations with our neighbouring countries," a Bangladeshi diplomat said in New Delhi today. He said the identities of the slain men was not known and they had since been buried since no one came forward to claim their bodies.

In another incident, a raid in another part of Sylhet district led to the capture of nine persons, including "a few Bangladeshis" and others who did not look or speak like Bangladeshis, the diplomat added.

"Interrogations are on," he said, adding that the forces worked on a tipoff that a group of local criminals and militants were getting together in Sylhet.

It is interesting to note that the events follow the visit of Mr RK Mooshahary, director-general of the BSF, to Dhaka last month and his meetings with his Bangladeshi counterpart.

The Indian side was informed about the operation and requested to tighten security on its side of the border so that militants did not slip across.

There has been a broad agreement for better understanding and mutual cooperation between the two sides at the Dhaka meeting and the Sylhet crackdown could be part of better coordination between India and Bangladesh on some security issues. The USA also has been pressing Dhaka for the need to get tough on internal security and has been training police officers in that country on better passport and immigration control.

Meanwhile, a source associated with the Ulfa, the primary insurgent outfit in Assam, indicated today that the response from the Centre to the organization's conditions for talks was "encouraging". The Assam media has been cautiously optimistic about the slow process, which was initiated by novelist Indira Raisom Goswami.

The banned group is seeking the release of six of its central committee members, currently in prison in the state, to enable it to respond to National Security Adviser Mr MK Narayanan's letter proposing talks on issues of mutual concern including what Ulfa calls the core issue of sovereignty. One of those detained had already been released, the source said requesting anonymity.

Those associated with the process have said that by mentioning that it was prepared to discuss this issue, the Centre had opened the way for talks with Ulfa. However, no one is under any illusion that while the question of sovereignty will be talked about, it cannot be taken beyond a discussion.

Bangladesh cracks down on NE ultras

Bikash Singh
GUWAHATI 31 MAY

In a major diplomatic move intended to repair the deteriorating relations with India, the Bangladesh government has launched a week-long crackdown against the northeastern ultras camping in that country.

At least six insurgents were killed and several ultra camps were destroyed in an operation launched by Bangladesh Rifles (BDR) and the rapid action force of Bangladesh. Dhaka has alerted the Border Security Force (BSF) to increase vigil across the border to prevent the militants sneaking back into Indian territory.

At Least 6 Killed, Several Camps Destroyed

Indo-Bangladesh relationship has been at a low since an assistant commandant of the BSF, Jeevan Kumar, was allegedly killed by BDR on April 16 this year in West Tripura. India lodged a strong protest, following which the Bangladesh government had ordered an inquiry.

In the present operation, seven militants and one local 'collaborator' have been arrested. The BSF earlier handed over a list to BDR containing the names of 161 insurgents wanted in India. It also mentioned the names of some 190 insurgent camps that are operating in Bangladesh.

Dhaka has all along been maintaining that there were no insurgent camps operating from Bangla soil.

Inspector General Suresh Kumar Dutta of the BSF said on Tuesday that necessary instructions have been issued to increase vigil along the Indo-Bangla border, following the BDR operations. "All border outposts in Tripura and Cachar in Assam have been alerted, so that ultras can be apprehended if they attempt to sneak in," he said.

Mr Dutta said that earlier too, Bangladesh launched a similar operation against Indian militants. "But most of them were cosmetic in nature," he said. "But this time, they seem to be more serious," said a senior Tripura police officer.

According to information received, the most critical encounter took place between Bangladeshi forces and Indian militants at Nurjahan Tea Garden, where six militants were killed. Five of them, apparently belonged to the Nayanbashi faction of the National Liberation Front of Tripura (NLFT), while the sixth one belonged to a Manipur-based militant outfit.

Intelligence circles have already warned that Bangladesh is fast becoming a safe sanctuary for northeastern militants. "Militant outfits like Ulfa are investing heavily in Bangladesh," an intelligence official said.

An officer in Tripura police told the operation was launched following a report that the NLFT people are going to receive a large consignment of arms from arms smugglers. Bangladesh media reported the incident quoting Lt General Gulzeruddin Ahmed, commanding officer of RAB. During the operation several other camps of the Northeastern militants, including the headquarters of the All Tripura Tiger Force (ATTF) were also raided.

01 JUN 200

The Economic Times

Bangla guns down 'rebels'

FARID HOSSAIN

Dhaka, May 27: Bangladesh's special security force today gunned down five suspected Indian militants and their Bangladeshi aide during a crackdown on a border village in the country's northeast.

The Rapid Action Battalion (RAB) confirmed the killings at Puranbari village in Moulvibazar district that shares the border with Assam.

It, however, did not give any details of the dead.

In a press release, the special security force said its troops arrested three Indians from the scene of the shootout. They were identified as Sunil Dev Barman and Hamir Dev Barman from Tripura and Maira Dev Barman from Manipur.

According to BD News, a news agency, the RAB raided a den of suspected Indian insurgents in Puranbari and traded fire. An RAB officer, who was wounded, was flown by a helicopter to Dhaka, it added.

Another news agency, United News of Bangladesh, said all the six killed were suspected to be Indian rebels.

The Bangladesh Rifles lent muscle to the RAB raid. "RAB and BDR forces, acting on a tip-off, raided a house at Puranbari in Moulvibazar district. Sensing the presence of BDR and RAB forces, the terrorists opened fire on them and BDR and RAB retaliated, leaving six terrorists dead," read an RAB press release.

About 50 rounds of gunshots were exchanged, it said, adding that the forces arrested seven more suspected Indian rebels from four other bordering areas — Sreemongol, Kulaura, Jhenaighati and Sherpur.

The security forces also seized a huge cache of arms and ammunition, including six grenades, a machine gun, two magazines, 45 rounds of machine gun bullets, 65 rounds of bullets of .22 bore rifles, three mobile phones, one wireless set, two antennas and 15,460 Bangladeshi takas.

India claims that insurgents from its Northeast often operate from Bangladesh, a charge Dhaka has repeatedly denied. Bangladesh has assured India that it will not allow foreign militants to use its territory for mounting attacks on the country.

28 MAY 2005 THE TELEGRAPH

Centre To Move SC Challenging Delhi High Court's Order

Twist in Bangla immigrant tale

Bharti Jain
NEW DELHI 25 MAY

IT is a clear indication that the Congress plans to play the minority card to the hilt in poll-bound Assam. The Centre decided to move the Supreme Court challenging a recent Delhi High Court order. The latter had rejected the Centre's plea for a toned-down action plan on the issue of deportation of Bangladeshi immigrants.

The decision comes a day after Union home minister Shivraj Patil gave a diplomatic twist to the issue by warning against "playing it up" lest "it spoilt our relations with Dhakas". The Centre's appeal before the Supreme Court will reveal the Congress' political project.

Although the anti-deportation stand of the Assam government has come under sharp attack, the party feels that the changed demographic profile of the state requires an appeasement stand. It's here that the Centre's plans to move the Supreme Court fall into place.

A senior official explained to *ET*: "The targets set for the Delhi police in the earlier action plan (that 100 illegal migrants will be deported daily) were found highly unrealistic. The practical difficulties faced by the authorities in identifying the Bangladeshis and getting Dhaka to accept them once their deportation was decided upon must be reckoned with." "We tried to explain this to the Delhi High Court and suggested a modification of the said action plan. Unfortunately, the court saw our plea as a mere tactic to delay the process of deportation and asked us to urgently implement the original action plan," the senior official elaborated.

26 MAY 2005 The Economic Times

Dhaka pipeline talks

FARID HOSSAIN

Dhaka, May 24: A Dhaka-based company has started negotiations to put together an international consortium to finance a $974-million pipeline to supply natural gas from Myanmar to India through Bangladesh, a top official said today.

"We have started negotiations with public and private investors to set up an international consortium to build, own and operate the proposed pipeline. But I can't give you details," said K.B. Ahmed, managing director of Mohona Holdings Ltd, which initiated the tri-nation project in 1997.

The proposed consortium will build, own and operate the 897-km pipeline — 289 km will be through Bangladesh — Ahmed told a news conference. The energy ministers of India, Bangladesh and Myanmar discussed the proposed pipeline and decided in principle that it will be built, owned and operated by an international consortium, he said.

Without giving details of the talks, he said the three countries are soon expected to sign a memorandum of understanding on the consortium.

Proposed to be based in a neutral country in the Far East, the consortium will buy gas from Myanmar to sell it to India. The two countries want Bangladesh to host a part of the pipeline, Ahmed said. Dhaka has agreed in principle but has set some conditions.

Two routes are being discussed. One is through Arakan-Mizoram-Tripura and Bangladesh before crossing the Jamuna river into Bongaon in Bengal. The second enters Bangladesh at Teknaf and runs through Feni and Brahmmanbari before crossing the Jamuna into Bengal.

Bangladesh can get foreign investment of $300-$600 million to construct the pipeline and then earn an annual revenue of $100 million for wheeling charges, depending on the volume of gas to be supplied, Ahmed said. It might receive another $24 million a year for pipeline services.

Ahmed said his company first convinced Myanmar and India to strike the deal and then persuaded Bangladesh to get involved in the talks.

Bangladesh, however, wants to get more out of the deal. It would like India to sell the electricity it produces in Bhutan and allow a land corridor for trading with Nepal, sources said. India wants such conditions to be kept outside the pipeline project.

25 MAY 2005 THE TELEGRAPH

Rendezvous with Khaleda

New Delhi must engage with her and repair relations with Dhaka

KULDIP NAYAR

ONE more Awami League leader in Bangladesh has been killed in broad daylight. He is the second in the last few months. Former Awami League minister Shamshul Kibria, a sitting MP, was also murdered in broad daylight. Awami League president Sheikh Hasina was attacked, again in broad daylight. Killing or throwing bombs in broad daylight is meant to convey that the assailants are not afraid of being identified. They know they have "blessings" from the right quarters. The ruling Bangladesh Nationalist Party (BNP) is least bothered about these developments because its stock defence is that "there is a hand of outsiders". So much so, a judge, who held an inquiry into the attack on Sheikh Hasina, only did not name India but said everything to suggest its complicity. It appears that the BNP government that has failed on all fronts has come to believe that only an anti-India sentiment can cover up its deficiencies to a large extent.

On the other hand, the BNP is openly backing the fundamentalists who are trying to demolish even the pluralist ethos of Bengali culture to revive religious fervour of pre-Partition days. Lately, women have been targets, not only of acid attacks but other types of violence. This is again meant to create fear in society. The ruling party believes that anti-Indian feelings can be mixed with religious haranguing to win elections, due next year. The daylight murders are, however, beginning to deter Awami League leaders who find the administration to be on the side of the BNP. The party also has a Sanjay Gandhi kind of figure to guide it — Tariq, Prime Minister Khaleda's son — mastering all the techniques of the Emergency days in India. As can happen in a country where governance exists only on paper, tyrants in the BNP and the religious parties have sprouted — tyrants whose claim to authority is largely based on their proximity to the seats of power. The real casualty is the civil service. Anxiety to survive takes precedence over attempts to solve administrative problems. The mere threat of political vengeance has worked so effectively that most public servants are acting as willing tools of tyranny.

There is no press censorship. But oral orders and pep talks to editors and proprietors have done the trick. Still Law Minister Moudud Ahmad accuses the press of spreading misinformation. Khaleda Zia was so stirred by his words that she repeated them in Parliament and praised him for his intervention. The truth is that the press is already too accommodating, too ready to leave out what it knows the government may not like. Yet, the BNP thinks the press has not been "fair" to it. Civil society in Bangladesh is so enamoured of its comforts that it does not dare raise its voice outside the drawing rooms. In fact, it is critical of the Awami League for instigating people to participate in protests. The party has no other way to ventilate its anger. It increasingly feels that the weapon of hartal has got blunted because it hurts the common man. A hartal day is a day lost; there is no earning on that day. Hartals are not liked by donor countries which meet most foreign exchange needs of Bangladesh. Their disapproval works at times. Yet they realise they cannot write off the country completely, that by frowning upon political protest they may strengthen the hands of fundamentalists and terrorists. Yet, by allowing the present situation to prevail they are not making any positive contributions. Despite their behind-the-scene efforts, they find that Bangladesh is rapidly becoming a breeding ground for underground outfits and, above all, for the Al Qaeda. India can see the effect in its border states.

New Delhi is horrified over the situation in Bangladesh. But India has known all along that Bangladesh will not be viable without heavy economic assistance

New Delhi is horrified over the situation. But, from day one, it has failed to understand the country which it helped to liberate from distant, exploitative West Pakistan. India knew all along that Bangladesh would not be viable without heavy economic assistance. Soon after it became free, India did talk about integrated development, joint ventures and a common market. Five-year economic plans of the two countries were sought to be dovetailed so that Bangladesh and India could become partners, helping each other. The assassination of Sheikh Mujibur Rahman brought everything crashing down. Or, was India never serious about the dreams it wove before the Bangladeshis? Either way, integrated socio-economic development was the best bet. It remains so even today.

But India is heading in the wrong direction and finding a solution of sorts by installing barbed wire fencing to keep the Bangladeshis away. This is only deepening estrangement. The recent movement in Assam to "starve out" immigrants has created a new wave of resentment against India. There was once a proposal to have work permits for the Bangladeshis but it was dropped at some stage without assigning any reason. The revival of the proposal may not only help immigrants find work in India but also stop illegal entrants. There is a serious move in Bangladesh to broadbase its economy so that there is employment for its people. The humiliation of their nationals not being welcome anywhere in the world is hurting the Bangladeshis' pride. There is some realisation even in staunch BNP circles that their party has to repair relations with New Delhi. The suspicion that India prefers Awami League is still very much in the mind of the Khaleda Zia government.

It is possible that Dhaka may be tempted to provoke New Delhi further. But India cannot retaliate in a childish manner as it did when it withdrew its participation at the SAARC summit. This only hurt the nationalistic feelings of Bangladeshis. The BNP won more adherents. The visit of US under secretary of state to Dhaka may have convinced the Khaleda Zia government that its democratic credentials would come to be questioned if it continued to encourage religious elements. Maybe, this is the best time to invite the Bangladesh PM to visit India. She has not been to Delhi for many years.

24 MAY 2005 INDIAN EXPRESS

Illegal Bangladeshi migrants on the run

10,000 flee 3 district towns in 10 days

HT Correspondent
Guwahati, May 13

THE UPPER Assam towns of Dibrugarh, Jorhat and Golagaht have recently witnessed an exodus of several thousand illegal Bangladesh migrant labourers. Nearly 10,000 of them are believed to have fled these three towns in the past 10 days. It is believed they left for the Lower Assam districts of Barpeta, Golapara and Dhubri, where the illegal migrants outnumber the local population.

Union home secretary V.K. Duggal, who was here on Friday, said the Union home ministry would take note of the recent developments in Upper Assam and investigate the reason behind it.

The exodus is believed to have followed a 'quit notice' served by an NGO, Chiring Chapori Yuva Mancha, to these migrants.

The NGO distributed leaflets and started an SMS campaign against the illegal migrants, urging local people not to use any of them for daily work.

The migrants' number in Dibrugargh town had swelled after the anti-Bihari violence in November 2003. It is believed they were filling in for the Bihari labourers who left en masse following the violence against members of the Bihari community.

The NGO 'quit notice' was served mainly on the labourers settled in the riverine areas of the town – Amolapatty, Panchali, Nalaiapool, Greham, Rajgoli and Lalukagaon. The past one week has seen several buses carrying fear-stricken people roll out of town every day, while several hundred left by train.

In Jorhat district, an anti-Bangladesh migrant wave was in evidence following the assault of a youth and a teacher by migrant Bangladesh labourers recently.

Several hundred youths took to the streets and assaulted migrant labourers, rickshaw-pullers and others used by contractors in road development and construction work.

The All-Assam Students' Union's Jorhat district unit launched a campaign against these migrants and set a deadline for the district administration to identify and deport them.

In Golaghat district, the anti-Bangladesh wave spread to all corners after the Negheribill incident, in which suspected Bangladesh migrants – settled in Negheribill village on the Assam-Nagaland border – attacked a Bihu dance troupe from the Missing tribe on the first day of the new Assamese calendar, Bohag. Most of the migrants had come from Nagaon and Morigaon districts.

14 MAY 2005 THE HINDUSTAN TIMES

Indo-Bangla fencing by 2006: BSF

'Both forces will patrol the borders simultaneously'

DIGAMBAR Patowary & SYED Sajjad Ali
Guwahati/ Agartala, May 8

BSF DIRECTOR-GENERAL R.S. Mooshahary on Sunday said in Guwahati that the new fencing along the Indo-Bangla border would be completed by 2006. Earlier in Agartala he had said there would be coordinated simultaneous patrolling on both sides of the border. "There would not be mix-up of personnel, but both forces would patrol on the sides simultaneously".

Speaking at Sector Head Quarters in Guwahati, the BSF D-G said, "The new fencing design is a two-layered one supported by solid steel posts. It will not be easily breakable".

Mooshahary had stopped in Guwahati on his way to New Delhi after inspecting the progress of barbed wire fencing along the Indo-Bangla border in Tripura and Meghalaya on Saturday. He admitted that the BSF had stopped fencing work along the border because of objection from the BDR. The matter had also been discussed with his Bangladeshi counterpart.

He said electrification of fencing along the frontier with Bangladesh, like in the western sector, is under consideration.

The security forces also want five floating outposts along the border. Work has been completed on one floating outpost at Hasangabad in West Bengal. The Bangladesh government was opposed to creation of a floating border outpost at Dhubri in Assam.

The BSF D-G said infiltration of Northeast militants from Bangladesh was almost nil in Assam and Tripura, but there was some infiltration in Meghalaya.

Earlier in Agartala, the BSF D-G compared the eastern and western frontiers and said the one with Bangladesh was 'more active'. He attributed intense habitation and activities of fundamentalists across the border for this.

Mooshahary prescribed barbed wire fencing to curb the menace. Sixty per cent of Tripura's border with Bangladesh has already been fenced.

He countering the BDR's take that fencing was a defence issue, saying, "It is a preventive structure".

The BSF D-G arrived here on Saturday to assess the border situation first-hand and make an on-the-spot visit to Lankamura, scene of border skirmishes on April 16.

'BDR not a rude force'

Mooshahary did not subscribe to the idea that the BDR was a rude force, but added they cannot justify Jeevan Kumar's killing. He said, "We reacted to the killing with certain amount of anger and disbelief".

He called as unfortunate the recent tension when BDR men killed Jeevan Kumar. He, however, hoped that the BDR would not make a similar mistake in future.

"We are a responsible nation and the BSF is conscious of it. We will not do anything to escalate tension in the border. At the same time we are ready to protect out territory from external forces", he added.

PTI

R. S. Mooshahary, director-general of Border Security Force addresses the media in Guwahati on Sunday after visiting the Indo-Bangladesh border.

He avoided questions on the nexus between Bangladeshi forces and the fundamentalists, though he added that there were elements that wanted to fan trouble on the frontier.

He said the BSF was ready with a contingency plan to face eventualities like the one at Lankamura.

09 MAY 200
THE HINDUSTAN TIMES

Minority exodus

Nothing being done to stop it

It is unfortunate that despite having a complete picture of the exodus of minorities from Bangladesh into India, the union minister of state for home, S Regupathy, chose not to share with the Lok Sabha his concern that if nothing was done, a debilitating effect on the various states adjoining Bangladesh could not be avoided. People fleeing across the border, aggravated since 2001, is not new. What is certainly new and which Regupathy should have pointed out to MPs, was that other minority groups besides the Hindus, such as Buddhists, Christians, Santhals, Garos, and Manipuris, were entering India in numbers that raise questions about how long it will take to empty Bangladesh of minorities. They now form less than 10 per cent of the population, the figure was 30 per cent at the time of partition. Rape and other persecution, including property offences and burning minorities alive, seem to have fuelled the exodus. What the Prime Minister, Begum Khaleda Zia, has done to stem the exodus is not known. On the contrary, her government is shown to have expedited the flow before next year's parliamentary elections. The purpose seems to be to reduce the number of minorities who decide some 60 seats out of 300 in Parliament.

It is wrong to suggest that only Hindus are coming to India. Even Muslims come in large numbers for economic reasons, significantly changing the demography of border districts of West Bengal and the north east. It is unfortunate that Delhi, irrespective of the government in power, keeps quiet on the issue with Dhaka. And the BJP uses the issue for political purposes to swing the majority vote. Begum Zia's government has never been told to stop the atrocities on minorities following the 2001 parliamentary poll. Former prime minister Vajpayee's national security adviser Brajesh Mishra had lodged a muted protest which had no effect on Khaleda. The present Congress-led UPA government is doing likewise, although a systematic minority cleansing programme is on. It is sad that while Amnesty International, the US state department and the European parliament openly castigate the Khaleda government for minority persecution, the UPA government lacks courage to tell Dhaka that minorities are its business.

04 MAY 2005 THE STATESMAN

Bangla border fencing on hold

ALOKE TIKKU

New Delhi, May 3: The Union home ministry has suspended erection of fences within 150 yards of the international border with Bangladesh that had started in February.

North Block took the decision in view of home minister Shivraj Patil's opinion articulated over the last two months that Delhi should not allow fencing in the controversial 212 patches of the 4,097-km of the Indo-Bangla border to act as an irritant in relations between the two countries.

Patil is also learnt to have been keen that he should not be seen to be coming in the way of improvement in relations and has asked ministry officials to approach this issue "very cautiously". The Border Security Force and some other officials had advocated a harder stand but were told that Delhi's response would have to be measured and mature, according to sources.

The issue is expected to figure at a review meeting convened by the home minister tomorrow that would be attended by the top brass of the Indian security establishment, including national security adviser M.K. Narayanan. Patil is also keen to refer the issue back to the cabinet committee on security.

Dhaka has consistently opposed fencing within 150 yards of the Indo-Bangla border, citing the guidelines of 1975 agreed to by the BSF and the Bangladesh Rifles that prohibits either country from erecting "defensive structures" within 150 yards.

Bangladesh says the fence is a defensive structure while Delhi contends that it — unlike trenches and bunkers — is designed to stop infiltrators and criminals, not armies.

India has maintained that fencing the Indo-Bangla border would be an exercise in futility if it leaves gaps in areas where people on the Indian side lived too close to the border.

More than 62,000 people in 254 villages would be fenced out and at the mercy of the BDR if Delhi were to strictly adhere to the 150-yard guideline, according to a list prepared by the home ministry. If it were to leave the areas unfenced, there would be 212 patches along the border without a fence.

The cabinet committee on security had last year cleared fencing within 150 yards of the international border but directed that this be taken up after the South Asian Association for Regional Cooperation summit in Dhaka. Once the summit was deferred, the home ministry gave the go-ahead to the BSF to start fencing the trouble spots.

There have since been 10 instances of firing by the BDR to oppose fencing within 150 yards, prompting a rethink in the home ministry.

The Centre had last year conveyed to Dhaka that Bangladesh had to give up its opposition. Former home secretary Dhirendra Singh had argued that it was Delhi's sovereign right to decide what it does on its side so long as it did not violate any agreement between the two countries.

India rejected Bangladesh's opposition to the fencing at a meeting between BSF director-general R.S. Mooshahary and his BDR counterpart in Dhaka.

However, Delhi agreed to inform the BDR in advance before it set out to erect the fence within 150 yards to ensure that Dhaka is not taken by surprise by movement of men and material close to the border.

BSF sounds home ministry on errant Bangladesh chopper

Rajnish Sharma
New Delhi, April 26

A BANGLADESH Rifles (BDR) chopper had violated Indian air space thrice on April 23 at Chotakhil, Magrum and Beltoli in Tripura.

This has been stated in the report sent by the BSF to the home ministry on "increased activity by the BDR" along the Indo-Bangladesh border, particularly in the Tripura sector.

Ministry sources said senior BDR officials had used the chopper for aerial surveillance in the area, since, on the next day (April 24), the BDR had resorted to "indiscriminate firing" at these three places at workers involved in fencing work along the border.

The BDR troops, the report states, also fired Banbagai and Bhagalpur in West Tripura. In fact, at Bhagalpur, Bangladesh villagers — along with BDR personnel — tried to damage the fencing, too.

The BDR has been strongly opposing any move to install a fence between the Zero Line and 150 yards.

Interestingly, these incidents have happened after the BDR brutally killed BSF Assistant Commandant Jeevan Kumar on April 16 in the Lankamura region of Tripura. Taking serious note of increased BDR activity along the border, Home Minister Shivraj Patil has convened a high-level meeting of the ministry and BSF officials.

As an immediate measure, the BSF has now decided to increase its deployment in Tripura from 12 to 23 battalions.

"Initially, as many as 23 battalions were sanctioned for Tripura, but, for some reason, only 12 could be deployed. In the changed situation, the additional 11 battalions are being rushed there", a senior ministry official remarked.

What has also caused concern to the home ministry are intelligence reports that the BDR was digging trenches and constructing bunkers in the Tripura sector. Ministry sources said this was being done by the BDR to move in heavy weapons and increased deployment.

The home ministry has directed the BSF to deal sternly with any move by the BDR to intrude into Indian territory. The ministry has also decided to expedite fencing along the Indo-Bangladesh border.

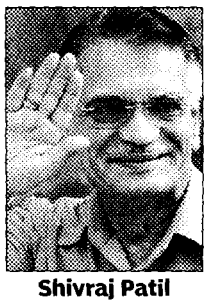

Shivraj Patil

27 APR 2005 THE HINDUSTAN TIMES

মায়ানমার থেকে ভারতে গ্যাস লাইন : ঢাকা রাজি

আজকালের প্রতিবেদন: ঢাকা, ২৪ এপ্রিল— বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে মায়ানমার-ভারত গ্যাস পাইপ লাইন প্রকল্পে সম্মত হয়েছে ঢাকা। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সে দেশের শক্তি মন্ত্রককে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে উদ্ধৃত করে স্থানীয় সংবাদ সংস্থা ইউ এন বি এখবর দিয়েছে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়েও গ্যাস পাইপ লাইনের বিনিময়ে ৩টি শর্ত রেখেছিল ঢাকা। নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যে ভারতকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করা। নেপাল-ভুটান থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমদানি করা ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমানো। ইতিপূর্বে এই তিন বিষয়ে মতের মিল না হওয়ায় গ্যাস লাইন ইস্যুতে সিদ্ধান্ত দিতে দেরি করছিল ঢাকা। সে দেশের শক্তি মন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে নির্দেশ এসেছে ভারতের প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপ লাইন এবং বিনিময়ে বাংলাদেশের ৩ শর্ত নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসার উদ্যোগ নিতে। বাংলাদেশের বিদেশ, শক্তি, বিদ্যুৎ ও বাণিজ্য মন্ত্রক এ নিয়ে আগামী সপ্তাহে আলোচনায় বসছে। রূপরেখা তৈরির পর ভারতের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসবে বাংলাদেশ। আলোচনা ফলপ্রসূ হলে মায়ানমার, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গ্যাস পাইপ লাইন ইস্যুতে মউ স্বাক্ষরিত হবে। ৪০ ইঞ্চি মোটা পাইপে আসবে গ্যাস। দুটো পথের প্রস্তাব রয়েছে। মায়ানমার থেকে সমুদ্র পথে চট্টগ্রাম অতিক্রম করে বাংলাদেশের স্থলভাগ ব্যবহার করে মালদা সীমানা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে। অথবা সরাসরি মায়ানমার থেকে বাংলাদেশের স্থলভাগ হয়ে মালদা সীমানা। কোন পথে গ্যাস আনা সুবিধাজনক, সমীক্ষা করেই হবে সিদ্ধান্ত। জানা গেছে আলোচনায় সবকিছু ঠিকঠাক হলে মে মাসের প্রথম দিকেই গ্যাস পাইপ লাইন নিয়ে ত্রিদেশীয় মউ স্বাক্ষরিত হতে পারে।

রাজি পাকিস্তানও : জাকার্তায় আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের ফাঁকে পাক প্রেসিডেন্ট পরভেজ মুশারফ জানালেন, পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে ইরান থেকে ভারতে গ্যাস লাইন টানতে তিনি আগ্রহের সঙ্গেই সম্মত।

26 APP 2005 AAJKAL

25 APR 2005 THE TELEGRAPH

Bonhomie drive takes in Dhaka

PRANAY SHARMA

Jakarta, April 24: Improving relations with neighbours is the flavour of the month. After Pakistan and Nepal, India is setting about repairing relations with Bangladesh by expressing readiness to attend the Saarc summit.

In February, India had refused to take part in the summit in Dhaka in the backdrop of the king-led coup against democracy in Nepal and attacks on Opposition leaders in Bangladesh.

Delhi communicated its change of mind in a meeting external affairs minister K. Natwar Singh had with his Bangladesh counterpart Morshed Khan on the sidelines of the Asian-African Conference here yesterday.

"The issue of re-scheduling the Saarc summit was raised by the Bangladesh foreign minister," a brief statement issued by the Indian foreign ministry said. According to it, Singh told Khan that India would accept any date proposed by Bangladesh "provided it was acceptable to the other five Saarc members".

Relations with Bangladesh have been under strain since Begum Khaleda Zia took charge in Dhaka. In the latest incident last week, a Border Security Force officer was killed and two jawans injured in exchange of fire that India called "pre-planned" by Bangladesh Rifles.

Although good relations with neighbours may be desirable in most situations, India's recent drive — spanning China, whose Premier recently concluded a successful visit, and the South Asian region — could also be placed in the context of its push for a UN Security Council seat.

If Delhi cannot sort out its ties with neighbours, questions may be asked by opponents of its Security Council bid whether it is prepared to take an international responsibility.

The Saarc summit in Dhaka had to be postponed twice. First, it was scheduled for early January, but was called off because of the December 26 tsunami. The second time it was India that declined to participate to make a statement of dissatisfaction with developments in the region.

Yesterday, Prime Minister Manmohan Singh met King Gyanendra and agreed to resume arms supplies, snapped after declaration of emergency in Nepal.

If that step signalled India's move to normalise ties, developments in Nepal have obviously ceased to be the reason to not share a platform with the king.

India's assessment of the situation in Bangladesh is harder to gauge, but its willingness to attend the summit indicates a shift in its position. Delhi also wants to do business with Dhaka by laying a pipeline through Bangladesh to bring gas from Myanmar.

Clearly, India is not making the border firing an issue, though it did warn that the incident would have a strong negative impact on relations.

The statement after their meeting said Natwar Singh told Khan about India's "commitment for a sustained and constructive engagement with Bangladesh to resolve all outstanding issues".

FRIENDS' CIRCLE

Bangladesh: Tense but Saarc gesture should make a difference

Pakistan: So far, so good

China: Wen visit went off well

Nepal: PM-king meet broke the ice

Bhutan: Regular contacts, warm ties

Lanka, Maldives: Tsunami aid goodwill at play

India plays down airspace violation by BDR chopper

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Amidst strained relations on the border with Bangladesh, India on Sunday appeared to downplay allegations of airspace violation in Tripura.

Bangladesh too alleged that a Border Security Force (BSF) helicopter had violated its air space on April 18.

But BSF director-general R S Mooshahary told TOI on Sunday: "BSF does not have a helicopter in that sector".

On checking the timing of the alleged movement of the Indian helicopter, as claimed by Bangladesh Rifles (BDR), it was found that these were the timings of Indian commercial flights which arrive at Agartala from Kolkata overflying Bangladesh airspace, BSF officials said in Agartala.The BSF informed the Indian Air Force, both in the eastern sector and at IAF headquarters, of a Bangladeshi helicopter violating India's air space on Friday and an IAF spokesman said it was investigating the matter.

"The helicopter was seen a few hundred metres inside Indian air space and we have passed on this information to the IAF for investigation," Mooshahary confirmed on Sunday. However, he added that there was "nothing alarming about the development."

An IAF spokesman in Delhi said the Eastern Air Command had relayed a report faxed to it by the BSF. It would be investigated before any conclusion is drawn.

The BSF claimed that its personnel had seen a BDR helicopter flying over Chotakhil in Sabrum sub-division of Tripura and also in Magrum and Beltoli areas along the international border on Friday.

The latest incident comes a week after a BSF assistant commandant, Jeevan Kumar, was allegedly abducted, tortured and killed by BDR troops near Lankamura border checkpost.

The BSF also said that BDR troops had also dug trenches and intensified patrolling on their side of the Tripura border.

A BSF statement said BDR had intensified its strength at Kurma in Srimangal district of Bangladesh and its soldiers had dug trenches along part of the border and were carrying 51 mm mortar shells on routine patrols.

Mooshahary said these issues would also be taken up with BDR during their regular flag meeting.

In Agartala, BSF DIG S K Sud was quoted as saying: "We have alerted all concerned, including the IAF, regarding any further violation of Indian sky and are keeping a strict vigil".

25 APR 2005 THE TIMES OF INDIA

BDR sends more forces, border tense

Agencies
Agartala, April 23

SOURCES IN the BSF said on Saturday that the Bangladesh Rifles (BDR) had sent reinforcements to the Indo-Bangla border along West Tripura district and was indulging in smuggling as well as other trans-border criminal activities.

The mobilisation of forces along the border was confirmed by BDR commanding officer Sayeed Kamrujjaman Khan to the media in Bangladesh, the sources said. Khan reportedly told the Bangladeshi media that BDR reinforcements were posted as the BSF had deployed additional forces along the border following the killing of assistant commandant Jeewan Kumar and injury to two other BSF personnel on April 16.

The sources refuted charges made by the BDR at a commandant-level flag meeting with the BSF on Thursday that it had mobilized forces in the border and was conducting aerial surveillance. The sources also revealed that Khan had called up his BSF counterpart Mrityunjoy Kumar on Friday and alleged that two Bangladeshi citizens had been severely injured in BSF firing at Bagadi, a border village in West Tripura district, on Thursday night.

Kumar is said to have told Khan the two Bangladeshi were in fact criminals trying to enter India with help from BDR personnel and the BSF wouldn't be forced to open fire if the BDR abstained from helping criminals and smugglers enter India.

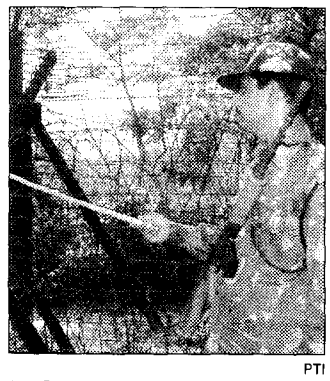

PTI

A BSF man shows a bullet mark after Bangladeshi smugglers attacked their party.

24 APR 2005 THE HINDUSTAN TIMES

Internal strife forced B'desh to apologise

By Indrani Bagchi/TNN

New Delhi: Why did Bangladesh blink? For a country that has perfected the art of implausible deniability, Dhaka's concession to a government inquiry into the killing of the BSF officer is little short of a turnaround. Particularly after the Bangladesh foreign ministry had already issued a long statement laying the blame squarely on India's doorstep.

BSF jawans patrol Khatalchari village in Tripura where construction of the border fencing has come to a halt following firing by Bangladesh Rifles

Four senior government officials will conduct the investigation, the Bangladesh home ministry said in a statement. Junior home minister Lutfuzzaman Babar on Tuesday called his Indian counterpart, Sriprakash Jaiswal, to try to defuse tensions caused by the clash.

In recent months, Bangladesh has been on the international scanner for being unwilling or unable to deal with growing Islamic extremism within its territory. While the BNP-Jamaat government may be pathologically set against India, determined to resist any pressure from the 'regional bully', it has been the increasing opprobrium from mainly its donor countries that has struck a chord. On another level, the US interest in Bangladesh's growing extremism may also be spurring it to action. Condoleezza Rice's visit to India yielded a new US-India coalition to deal with Bangladesh after Nepal. This report sent Dhaka into an apoplectic fit.

This week saw an offer by the US CINCPAC Admiral William Fallon to provide expertise and technology to Bangladesh to deal with international terrorist groups on its soil. This comes soon after the European parliament passed a resolution on Bangladesh, chastising Dhaka for the recent attacks on Ahmadiyyas among other things.

Another factor that might influence Dhaka's actions is the growing rapprochement between India and countries like China who could have been used by Bangladesh to offset India's 'hegemony' in South Asia. Like Nepal, which received no comfort from a visit by Chinese foreign minister Li Zhaoxing, Bangladesh, despite getting a nuclear reactor from China, is unlikely to be able to play China off against India in any effective way.

In February, Bangladesh was forced to take action against Jagroto Muslim Janata Bangladesh and Jamaatul Mujahidin after they attacked NGOs, including Bangladesh's most famous NGO, Grameen Bank. This coincided with a meeting of donors of Bangladesh in Washington. After India refused to go for a SAARC summit in Bangladesh, world attention became sharply focused on the escalating violence in the country.

22 APR 2005 THE TIMES OF INDIA

Border story: BSF officer paid price for doing his duty

BSF Asst Commandant lies dead on the border. Uma Shankar Roy Chowdhury

SAMUDRA GUPTA KASHYAP
AGARTALA, APRIL 21

WARNED by New Delhi, Dhaka has promised to probe the killing last Saturday of BSF assistant commandant Jiwan Kumar at Lankamura on Tripura's border with Bangladesh. But in the village of Lankamura and in the BSF camp, they are convinced that there's very little to probe.

Jiwan Kumar was targeted, they maintain, because he had repeatedly foiled attempts to push people into India illegally. In the last two years, he had become a big hurdle for local smugglers.

"There's no doubt there was a conspiracy to lure Jiwan Kumar into Bangladesh. It was cold blooded murder, nothing else," says S K Dutta, IG, BSF. "It's very difficult to deal with the BDR (Bangladesh Rifles). They have no value for human norms," he says.

In Lankamura, Jiwan Kumar was known as Khokan Saheb. Nitai Pal, who lives in the village, recalls: "We watched from our side of the border how Khokan Saheb and six-seven BSF jawans fought a gunbattle against some 200 BDR personnel for over four hours."

According to Nitai Pal,
CONTINUED ON PAGE 2

22 APR 2005 INDIAN EXPRESS

Border story: BSF officer paid price for doing his duty

Jiwan Kumar rushed to the border when he was told that 55-year-old Ramdhan Pal, who had bought four bighas adjoining the border recently, had been abducted by Bangladeshis.

"Khokan Saheb was playing volleyball with his men when a woman and a boy from our village ran to the BSF post to inform them about the abduction. He was in his PT gear. He picked up his revolver and asked six-seven jawans to follow him," says Nitai.

Lankamura is near border pillar No 2022/3S and, according to the villagers, two persons from Bangladesh had dragged Ramdhan Pal across the zero line.

Once Jiwan Kumar was at the border, his BDR counterpart asked him to "come in" to discuss Ramdhan Pal's case. During flag meetings, officers from both sides interact freely at the border. Jiwan Kumar hardly suspected a trap. Says a senior BSF officer, "As soon as he stepped across, he was surrounded by a a group of villagers and the BDR accused him of trespassing. Within minutes, the BDR opened fire, forcing our men to take position and retaliate." One of the jawans, A Venukumar, was shot in the arm. Jiwan Kumar and another jawan, K K Surendra, found themselves on the Bangladeshi side as they tried to dive for cover. According to BSF officials, the BDR had lined up some 200 men who went on firing for over four hours. Around 7.45 pm, BSF DIG R K Chaudhuri managed to contact the Comilla-based Sector Commander Jahangir Alam and told him to direct his men to stop firing. The BDR officer told him that the BSF could proceed to the Akhaura check-post and collect the bodies of two persons who had been killed in crossfire. But when BSF officials reached the Akhaura post, some 4 km from Lankamura, BDR officials there told them that they had no bodies to hand over. They sug ested a joint search which began around 9 pr Jiwan Kumar's body was found around mi night. K K Surendra lay unconscious, given up for dead by his assailants.

Though the BDR maintains that Jiwan Kumar died in the crossfire, his body bore multiple injury marks other than two bullet wounds. He had been struck with *daos* (machetes) and there were boot marks all over. This, BSF officials say, cannot be a crossfire casualty.

Ramdhan Pal, the man who had been dragged away from Lankamura, was returned unharmed the next day.

22 APR 2005 INDIAN EXPRESS

Simply barbaric

It's in Bangladesh's interest to ensure India is not compelled to act on the Jiwan Kumar attack

IMAGINE the scene. A young BSF officer, Jiwan Kumar, attempts to secure the release of a villager who had been dragged across the Tripura-Bangladesh border. Within minutes Jiwan Kumar is dragged over the border, brutally tortured and killed by members of Bangladesh Rifles. This is nothing but an act of extraordinary barbarity. It deserves to be strongly condemned and requires appropriately calibrated punishment. Bangladesh may dispute the circumstances under which this incident took place, but no conceivable attempt to complicate the narrative can justify the degrading torture that was inflicted upon a brave solider.

India-Bangladesh relations are at low ebb, the border is fraught with tension, and there is uncertainty over the intentions of those who move back and forth or sometimes even where the border is. But none of these background circumstances can even remotely justify the manner in which Jiwan Kumar was killed. The actions of the Bangladesh Rifles violates all canons of human decency, all norms of justice, all rules of combat, all conventions of engagement and all professional military codes. It is a shameful act, pure and simple. The government of Bangladesh should immediately conduct an inquiry and act against those responsible for this action. At the very least it can begin by apologising to India and to Jiwan Kumar's family. Bangladesh may have many political and economic grievances. But Bangladesh Rifles has often exploited the forbearance and restraint shown by India's Armed Forces, to bait, torture and kill BSF jawans, without fear of reprisals. The Bangladesh government has to recognise that this situation is unacceptable. Differences cannot license the kind of impunity that the Bangladesh Rifles has consistently displayed. India reserves the right to defend its soldiers and it has been remarkably restrained in the exercise of that right. It is in Bangladesh's interests to ensure that India is not compelled to act on its own accord to correct an intolerable situation.

Bangladesh's foreign policy seems to be now premised on an obsessive concern to constantly bait India. If Bangladesh, not only spurns every diplomatic overture, but resorts to a posture that sanctions a free-for-all on Indian soldiers, India will have no option but to take matters into its own hand. It cannot leave those who bravely defend its borders defenseless against brutal acts of violence. But fundamentally Bangladesh has to now decide whether it wants to be a part of the fraternity of civilised nations. By punishing the perpetrators of this torture, and ensuring that such incidents do not recur in the future, the Bangladesh government can redeem its image.

20 APR 2005 INDIAN EXPRESS

বিডিআরের গুলি, প্রতিবাদ ভারতের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা ও স্টাফ রিপোর্টার, গুয়াহাটি, ১৮ এপ্রিল: কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে আখাউড়া সীমান্তে বিএসএফ ও বিডিআর-এর মধ্যে শনিবারের গুলির লড়াইকে ঘিরে সংলগ্ন অঞ্চলে আজও উত্তেজনা রয়েছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে আগরতলা-ঢাকা বাস চলাচল ও আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে বাণিজ্য। ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনও আজ বিডিআরের বিরুদ্ধে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালানোর অভিযোগ এনেছে।

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী মোর্শেদ খান অবশ্য এর ফলে দু'দেশের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন না। তিনি বলেছেন, "দু'দেশের মধ্যে দীর্ঘ ৪০০২ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। সেখানে যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনাই ঘটতে পারে। কিন্তু তাতে সম্পর্ক নষ্ট হবে ভাবা অমূলক।" দু'দেশের সীমান্ত বাহিনীর যৌথ টহলদারি ব্যবস্থার মাধ্যমেই এ ধরনের ঘটনা এড়ানো সম্ভব বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশের অভিযোগ, তাদের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ার পরেই বিএসএফের অফিসার জীবনকুমারের উপরে গুলি চালিয়েছিল বিডিআর। পরে বিএসএফ বাংলাদেশের একটি গ্রামে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় এবং তাতে এক শিশু-সহ চার জনের মৃত্যু হয়। পাশাপাশি, ভারতের অভিযোগ, রীতিমতো ছক কষেই জীবনকুমারকে হত্যা করেছে বিডিআর। এমনকী, নিজেদের নির্দোষ প্রমাণে তাঁর দেহ সীমান্তের অন্য পারে টেনে নিয়ে যায়।

বিডিআরের ডিজি জাহাঙ্গির আলম চৌধুরির অভিযোগ, "ওই অফিসার বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকলে তাঁর উপরে গুলি চালানো হয়।"

এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ঢাকায় ভারতের হাই কমিশনের পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কিছু গ্রামবাসী লঙ্কামুড়া চৌকিতে এসে বিএসএফ অফিসারদের কাছে অভিযোগ করেন, রামধন পাল নামে এক ভারতীয়কে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছে বিডিআর। তাঁকে উদ্ধারেই সীমান্তে ছুটে যান বিএসএফের ওই অফিসার ও জওয়ানেরা। কিন্তু কোনও আলোচনায় না গিয়ে তাঁদের উপরে গুলি চালাতে শুরু করে বিডিআর। বিএসএফ অফিসার ও জওয়ানেরা তখন জিরো লাইনের ৫০ গজের মধ্যে ছিলেন। ঢাকায় বিএসএফের ডিজি-ও ঘটনাটির নিন্দা করেন।

আরও একধাপ এগিয়ে বিডিআরের বিরুদ্ধে পূর্বপরিকল্পিত ভাবে জীবনকুমারকে হত্যার অভিযোগ এনেছেন বিএসএফের এডিজি এস আই এস আহমেদ। তিনি বলেছেন, "জীবনকুমার সীমান্তে অনুপ্রবেশ এবং চোরাচালান রুখতে সম্প্রতি প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিডিআর এর প্রতিশোধ নিতেই রীতিমতো ছক কষেই হত্যা করা হয়েছে ওই অফিসারকে।" বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্তে 'জিরো' লাইন থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডের ১৫০ গজের মধ্যেই গরু চরাতে গিয়েছিলেন রামাধন জানা। তাঁকে সাদা পোশাকের দুই বিডিআর জওয়ান এবং এক চোরাচালানকারী তুলে নিয়ে যায়।

19 APR 2005 ANADABAZAR PATRIKA

BSF officer killed as BDR opens fire

The incident appears pre-meditated, says India

Special Correspondent

GUWAHATI: The Director-General of the Border Security Force (BSF), R.S. Mooshahary, described as "unfortunate" the firing by Bangladesh Rifles (BDR) along the Indo-Bangladesh border in Tripura on Saturday in which an assistant commandant of the BSF was killed and two jawans were injured. Such acts on the part of the BDR would only escalate tension along the border, he warned.

"Just as we were signing an agreement in Dhaka to maintain peace on the border, came the report of the firing which is really unfortunate," Mr. Mooshahary told a press conference here on Sunday.

Mr. Mooshahary, who returned from Dhaka after holding talks with his counterpart, said the BSF was keeping a close watch on the Indo-Bangladesh border and such acts [by the BDR] would be dealt with strongly.

The BDR personnel had opened fire on a BSF team that had reached the Lankabari border outpost following reports of an Indian national being taken away by armed Bangladeshi villagers living on the other side of the border. Assistant commandant Jeevan Kumar was killed in the firing. Mr. Mooshahary said though the BSF men stopped firing, the BDR personnel continued firing. Two jawans were injured as a result.

"We have told the BDR that villagers should not be allowed to take the law into their hands as they have done on previous occasions. Such acts would only escalate tension along the border," Mr Mooshahary said.

He described the situation in the Tripura sector of the Indo-Bangladesh border as "very tense."

Mr. Mooshahary said fencing was being constructed outside the 150-yard limits. But where there was a need to encompass places of worship or markets, "we may have to go within 150 yards, and in that case we will definitely inform the BDR."

Haroon Habib reports from Dhaka:

India condemned the firing on BSF personnel alleging that they were "dragged inside Bangladesh territory and attacked by the BDR" when a border clash occurred on the Akhaura-Agartala frontier on Saturday.

"From the marks on the ground, the spot enquiry established that assistant commandant Jeevan Kumar and constable K. K. Surendran were dragged inside Bangladesh territory and attacked by the BDR, resulting in the death of the assistant commandant," said an Indian High Commission press release on Sunday. "The entire incident appears to be preplanned and pre-meditated, as the BDR had opened fire on the BSF party without any provocation whatsoever."

The body of the assistant commandant was flown to his hometown Ranchi. He is survived by his wife and a three-year-old daughter.

Agreement on coordinated patrollingThe four-day border talks between Bangladesh and India ended inconclusively with no agreement on issues like insurgents, push-ins and fencing within 150 yards of the no-man's land.

However, the two sides did agree on coordinated patrolling on the border. On fencing the border that has caused intermittent tension in recent times, the meeting failed to reach consensus.

"Our position remains unchanged. We will not allow any fencing within 150 yards. In case there is any compulsion to construct it within 150 yards, the BSF will have to inform our Government through the diplomatic channel. If we get clearance, we will allow that," the Director-General of the Bangladesh Rifles, Major Gen. Jahangir Alam Choudhury, said.

18 APR 2005 THE HINDU

Bangla firing kills BSF officer

Agartala, April 16 (PTI): An assistant commandant of the Border Security Force was killed and three persons, including two BSF jawans and a civilian, were injured in firing by Bangladesh Rifles (BDR) at Lankamura in West Tripura district today.

While one jawan was injured during firing earlier in the day, a joint inspection team of the BSF and the BDR found two other critically injured persons — a jawan and a civilian — on the zero line late tonight, the sources said.

The BDR agreed to a joint inspection on the border following a proposal by the BSF after assistant commandant Jeevan Kumar, along with another jawan, was found missing after the firing.

The injured persons confirmed to the border guards that an assistant commandant was killed in the firing and said the commandant's body was lying in Bangladesh territory, the sources said.

The body is likely to be handed over to the BSF by the BDR tomorrow, the sources said.

Top BSF officials are camping in the area with reinforcements to ease tension.

Trouble began earlier in the day when Ramdhan Paul, a villager, crossed the barbed-wire fence to have a look at his field and BDR men pounced on him and dragged him to Fakiramura village inside their country.

17 APR 2005 THE TELEGRAPH

13 APR 2005 INDIAN EXPRESS

Border fencing on BSF-BDR meet agenda

India may hand over suspected terror camps' list

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, APRIL 12

INDIA will convey its plans to complete fencing along the Indo-Bangla border at the bi-annual Bangladesh Rifles-Border Security Force meeting on border management in Dhaka tomorrow. The issue would be taken up by BSF Director-General R S Mooshahary with his BDR counterpart Jehangir Alam Chowdhury.

India is also likely to press for co-ordinated patrolling by the two forces and hand over a list of suspected terrorist camps in Bangladesh for prompt action.

A BSF personnel patorls the border with Bangladesh on Tuesday. *PTI*

Sporadic firing by BDR personnel has forced India to fence the border at 212 patches. But the two forces have an informal agreement stating neither side would erect defensive structure within 150 yards of the zero-line. Sticking to the agreement would, however, mean fencing for 254 Indian villages having a population of about 65,000. These areas are spread over Tripura, West Bengal and Assam.

On its part, Bangladesh argues that a fence falls within the category of a defensive structure. It has, therefore, been preventing fencing.

Mooshahary, who heads a 16-member delegation, will convey the North Block's intention to complete fencing in the 212 patches despite objections. India hopes to complete fencing in the 212 patches by this year-end.

In the backdrop of complaints regarding infiltration of Bangladeshis from several Northeastern states, Mooshahary is likely to impress upon the BDR that India will harden its stand against infiltrators. He will also ask the BDR to check cross-overs.

Also, senior Home Ministry officials claim that fences are increasingly being breached by smuggling cartels that operate across the border. In this context, the Indian delegation will seek coordinated patrolling, senior officials said.

Though the issue of coordinated patrolling had been raised in the last Home Secretary-level talks between the two countries, Bangladesh did not agree to it. If there is simultaneous patrolling — scheduled patrolling, as practised along the Indo-Pak border, and unscheduled patrolling on the basis of specific information from either side — there can be a check on such smuggling cartels and fence-breaching, officials said.

ANANDABAZAR PATRIKA 30 MAR 2005

স্থায়ী বাসের অনুমতি পেতে পারেন তসলিমা

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: আলফা নেতা অনুপ চেটিয়াকে বাংলাদেশ হস্তান্তর করবে না বুঝতে পেরে এ বার তসলিমা নাসরিনকে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দিতে পারে কেন্দ্র। সরকারি সূত্রের খবর, ভারতে থাকার মেয়াদ ছ'মাস বাড়াতে নীতিগতভাবে রাজি হওয়ার পরে এ বার কেন্দ্র তসলিমাকে এ দেশে স্থায়ী বসবাসের ছাড়পত্র দিতে পারে। গতকাল বিষয়টি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উচ্চপদস্থ কর্তাদের একটি বৈঠক হয়েছে। এখনই চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলেও খুব শীঘ্রই আর একটি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

তসলিমাকে স্থায়ী বসবাসের ছাড়পত্র দেওয়ার প্রশ্নে গোড়া থেকেই সম্মতি ছিল না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের। তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক দরকষাকষির প্রেক্ষিতে বিষয়টিকে রাখতে চেয়েছিলেন। অনুপকে ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য তসলিমার নাগরিকত্বের আবেদনকে তাস হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন পাটিল। বাংলাদেশ সরকার তসলিমাকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী। অনুপ চেটিয়া ও অন্য আলফা নেতাদের অবিলম্বে ভারতের কাছে হস্তান্তরের দাবি বাংলাদেশ মেনে নিলে দিল্লিও তসলিমাকে রেসিডেন্ট পারমিট দেবে না, এমন সমঝোতার চেষ্টা করেছিল মনমোহন সরকার। তাই তসলিমা স্থায়ী বসবাসের অনুমতি চেয়ে আবেদন করার

পরে পাটিল 'বিষয়টি বিবেচনাধীন' জানিয়েই মুখ বন্ধ রেখেছিলেন।

তবে বাংলাদেশের উপর এই চাপ বজায় রেখে কোনও লাভ হয়নি। সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও চেটিয়াকে ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্যই করেনি ঢাকা। নয়াদিল্লি তাই মনে করছে, তসলিমার বিষয়টিও আর অযথা ঝুলিয়ে রাখা অর্থহীন। ইতিমধ্যে তসলিমাও প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি পৃথকভাবে প্রণববাবুর কাছেও একই আবেদন রাখেন। প্রণববাবু বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকেও জানান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও একটি চিঠি যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে। সব মিলিয়ে তসলিমা প্রসঙ্গে কিছুটা নরম হয়েছেন পাটিল। শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকই নয়, বিদেশমন্ত্রকও গোড়ায় তসলিমাকে স্থায়ী বসবাসের ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট কড়া মনোভাব নিয়েছিল। পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের হস্তক্ষেপে বিষয়টিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, তসলিমার কলকাতায় স্থায়ী বসবাসের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও আপত্তি রয়েছে কি না জানতে চাওয়া হবে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব অমিতকিরণ দেব বলেন, "কেন্দ্রই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। তসলিমা কলকাতায় থাকতে চাইছেন, তাই রাজ্যের মতামত কেন্দ্র জানতে চাইবে। তবে এখনও পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি।" এ ছাড়া ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারেও রাজ্যের কাছে কিছু ব্যাখ্যা চেয়েছে কেন্দ্র।

Govt mulls stronger action against Bangla border firing

By Mohua Chatterjee/TNN

New Delhi: Determined to complete the barbed-wire fencing along the India-Bangladesh border, the Manmohan Singh government may give a go-ahead to the Border Security Force (BSF) to resort to "firing beyond the limited exchange" against the Bangladesh Rifles (BDR).

According to highly placed sources, this was decided at a meeting at the PMO on Tuesday presided over by national security advisor M K Narayanan.

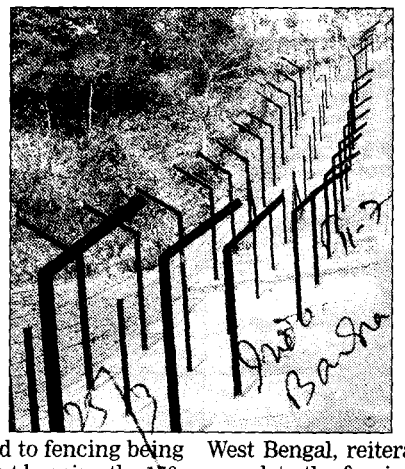

Home secretary Dhirendra Singh, DG, BSF R S Moosahary and representatives from CPWD and the West Bengal government were present at the meeting, called in the backdrop of continued exchange of fire and growing tension at the Indo-Bangladesh border over the past month. CPWD men putting up the barbed wires had stopped work after the heavy exchange of fire. Fencing work was stalled, but it is set to resume now.

Bangladesh had objected to fencing being carried out by India without keeping the 150-yard gap from the zero line on the international border that had been agreed upon between the two countries. But the fencing had to breach the guideline in some areas in West Bengal, Assam and Tripura, since 254 villages with 62,000 population, including 13,654 houses, are affected if it is followed.

Bangladesh says this is a breach of agreement, while the Indian side holds that there was no agreement but only a guideline to follow since the fencing started in 1983. The Centre also favours discontinuing the special passport for Bangladesh, issued from five states — West Bengal, Tripura, Meghalaya, Manipur and Assam — because it is "misused", feels the government.

While West Bengal has agreed to doing away with the special passport and Assam still undecided, Tripura, Manipur and Meghalaya are clearly not amenable to the idea. The three north-eastern states have a problem about travelling to Guwahati, which has the only Regional Passport Office in the north east, to get a regular passport.

At a meeting held at the ministry of external affairs on Wednesday, it was decided that the five states would submit a report on the issue and the Centre will move ahead only after taking their respective views into consideration.

On the border issue, the government, which has already completed fencing 1,046.65 km out of the sanctioned 1,528 km in West Bengal, reiterated its determination to complete the fencing work on the remaining 481.35 km (along West Bengal), in a statement made in Lok Sabha on Tuesday by MoS, home ministry, Sriprakash Jaiswal, coinciding with Narayanan's meeting the same day.

"India has decided to erect the fence within zero to 150 yards of the international border with Bangladesh, deviating from the zero line wherever unavoidable due to existence of habitation or constraints of terrain," Jaisal informed the Lok Sabha.

THE TIMES OF INDIA 25 MAR 2005

ভারত-বাংলা পাসপোর্ট তুলে দিতে চায় কেন্দ্র

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

২৩ মার্চ: ভারত-বাংলাদেশ যুগ্ম পাসপোর্ট ব্যবস্থা তুলে দিতে চাইছে কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়, ও অসমের মতো বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে এই বিশেষ ধরনের পাসপোর্ট দেওয়া হয়। এ সব ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের বদলে স্থানীয় জেলাশাসকই অনেকটা পারমিট দেওয়ার কায়দায় এই পাসপোর্ট দেন।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ১ সেপ্টেম্বর এই বিশেষ পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়েছিল। বলা আছে, এক মাসের নোটিসে যে কোনও পক্ষ এই ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে পারবে। পাসপোর্টটি শুধুমাত্র এই দু'দেশে যাতায়াতের জন্যই। এ'টি দেওয়ার প্রক্রিয়া অনেক সহজ। ফলে এতে অনেক কারচুপিও সম্ভব। তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গোয়েন্দা কর্তারা বেশ কিছু দিন থেকেই বিদেশ মন্ত্রকের কাছে এই পাসপোর্ট প্রথা তুলে নেওয়ার দাবি করছিলেন। তাঁদের মতে, এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত অপব্যবহার হচ্ছে। এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশ থেকে বহু জঙ্গি পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে ঢুকে পড়ছে।

প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন বিষয়টি নিয়ে স্বরাষ্ট্র ও বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাতে এই পাসপোর্ট ব্যবস্থাই তুলে দেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া হয়। আজ আবার সাউথ ব্লকে বিষয়টি নিয়ে আমলা পর্যায়ে বৈঠক হয়। মেঘালয়, মণিপুর ও ত্রিপুরা সরকারের প্রতিনিধিরা অবশ্য এই পাসপোর্ট প্রথা তুলে দেওয়ার বিপক্ষে মত দেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা এ'টি তুলে দেওয়ার পক্ষে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে রিপোর্ট দিয়েছেন, কী ভাবে বাংলাদেশে মৌলবাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে। অসম অবশ্য জানিয়েছে, এ ব্যাপারে কেন্দ্র যা ভাল মনে করবে, তা-ই করতে পারে। মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরায় কোনও আঞ্চলিক পাসপোর্ট দফতর নেই। ওই গোটা অঞ্চলের মধ্যে এই দফতর আছে অসমের গুয়াহাটিতে। তাই অসমের তেমন সমস্যা না-হলেও অন্য রাজ্যগুলির অসুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ANADABAZAR PATRIKA 24 MAR 2005

ANADABAZAR PATRIKA
24 MAR 2005

বেড়া নিয়ে ঢাকার আপত্তি মানতে নারাজ দিল্লি

অগ্নি রায় ● নয়াদিল্লি

২৩ মার্চ: সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশের আপত্তিকে আমল না দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নয়াদিল্লি।

সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নো-ম্যানস ল্যান্ডে ভারতের বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদিয়া-সহ অসম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে বিএসএফ ও বিডিআর-এর গুলির লড়াই হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কাল তাঁর সচিবালয়ে জরুরি বৈঠকে ডাকেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব বীরেন্দ্র সিংহ, বিএসএফ-এর ডি জি, কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের প্রতিনিধি ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডি জি। বৈঠকে রাজ্যের প্রতিনিধিকে কেন্দ্রের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেড়া দেওয়ার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। এ নিয়ে সীমান্তে যাতে কোনওরকম অশান্তি না হয় বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে তার নিশ্চয়তা আদায় করা হবে। কেন্দ্র এ কথা বললেও এখন যা পরিস্থিতি তাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

১৯৭৫ সালের ভারত-বাংলাদেশ চুক্তিতে বলা হয়েছিল, দু'দেশের মধ্যবর্তী তিনশো গজ (ভারতের সীমান্ত থেকে দেড়শো এবং বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে দেড়শো গজ) এলাকায় কোনও নির্মাণকাজ বা বেড়া দেওয়া চলবে না। এই এলাকাটি ফাঁকাই রাখতে হবে।

কিন্তু কেন্দ্র সম্প্রতি স্থির করেছে, ভারতের দেড়শো গজ এলাকায় যে সব বাড়ি, গ্রাম, পূর্ত দফতরের রাস্তা পড়ে গিয়েছে সেগুলি ঘিরে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে। কাল লোকসভাতেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এ কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের এক কর্তার বক্তব্য, "আসলে এটা অনুপ্রবেশ রোধে চাবি দেওয়ার ব্যবস্থা।"

সরকারি সূত্রের খবর, গতকালের বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকার এই যুক্তিই দেখিয়েছে যে, তিরিশ বছর আগে ইন্দিরা গাঁধী এবং মুজিবর রহমানের মধ্যে সম্পাদিত ওই নথিতে দু'পক্ষের কারওরই স্বাক্ষর ছিল না। চুক্তি নয়, ওটি নেহাতই একটি নির্দেশিকা। তাই দেড়শো গজের মধ্যে বেড়া দেওয়ায় 'চুক্তি' লঙ্ঘনের প্রশ্ন উঠছে না।

বিএসএফ-এর আই জি (অপারেশন) শিবাজী সিংহ জানিয়েছেন, "মোট ২১২টি জায়গায় আমরা নতুন করে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করেছি। এর মধ্যে ২৫৪টি গ্রাম রয়েছে, যাদের মোট জনসংখ্যা ৬২ হাজার। বাড়ি রয়েছে ১৩,৬৫৪টি। তা ছাড়া পূর্ত দফতরের রাস্তাও রয়েছে। আমরা চাইছি এগুলিকে সংরক্ষিত করে বেড়ার এ পারে রাখতে। কিন্তু এই বেড়াকে বিডিআর প্রতিরক্ষা-পরিকাঠামো বলে মনে করছে।"

জানা গিয়েছে, বিডিআর-এর আপত্তির জেরে কোচবিহার, নদিয়া, জলপাইগুড়ি-সহ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জেলা, ত্রিপুরা, অসমের সীমান্ত এলাকা অশান্ত হয়ে উঠেছে। বিডিআর প্রথমে গুলি চালানোর পরে পূর্ত দফতরের লোকেরা ভয় পেয়ে কাজ বন্ধ করে পালিয়ে যান। পরে বিএসএফ-ও পাল্টা গুলি চালায়।

বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করার আগে বাংলাদেশ সরকারকে বিষয়টি জানিয়েছিল দিল্লি। তখন ঢাকার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এর পর জমি জরিপের কাজ হয়েছে। কিন্তু এক সপ্তাহ আগে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করা মাত্র বিডিআর-এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, বেড়া দেওয়া চলবে না। কাজ বন্ধ করার দাবিতে তারা কোচবিহার, নদিয়া, ত্রিপুরার বেশ কিছু জায়গায় গুলিবর্ষণ করে বলেও বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে। দু'পক্ষের ফ্ল্যাগ মিটিঙের পরে আপাতত কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

গোটা ঘটনায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কতটা প্রভাবিত হবে তা নিয়ে কূটনৈতিক শিবিরে গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে মনমোহন সিংহ ঢাকায় সার্ক সম্মেলনে না যাওয়ায় দু'দেশের সম্পর্ক এখন এমনিতেই যথেষ্ট তিক্ত। অন্য দিকে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি সংগঠনগুলির বাংলাদেশ-যোগাযোগ সম্পর্কে বিশদ তথ্য ও প্রমাণ খালেদা জিয়া সরকারকে দেওয়া সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি। বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশে থাকা ১৯৫টি ভারত-বিরোধী জঙ্গিঘাঁটির তালিকা ফের তুলে দেওয়া হয়েছে বিডিআর-এর হাতে।

THE STATESMAN

Uproar over Bangladesh blueprint

Statesman News Service

GUWAHATI, March 16. — A 14-point constitutional proposal for 'Democracy and Economic Development in Bangladesh', authored by Mr Serajul Alam Khan, political theorist and a top leader of the erstwhile Bangladesh Liberation Front, which spearheaded the country's war of independence, today created ripples in the Assam Assembly.

Tabling the document, Asom Gana Parishad legislator and former chief minister, Mr Prafulla Kumar Mahanta drew attention of the government to a particular suggestion which recommends creation of a 'sub-regional economic group' under the SAARC comprising Bangladesh and the Indian states of West Bengal, Assam, Meghalaya, Arunachal, Manipur, Tripura, Mizoram, Nagaland, Bihar and Orissa as well as Nepal and Bhutan.

Mr Mahanta called upon the House and the Tarun Gogoi government to ponder over such a proposal, which might have been a part of the neighbour's "hidden agenda" of forming a greater Bangladesh by engineering demographic invasion from that country to eastern and northeastern India.

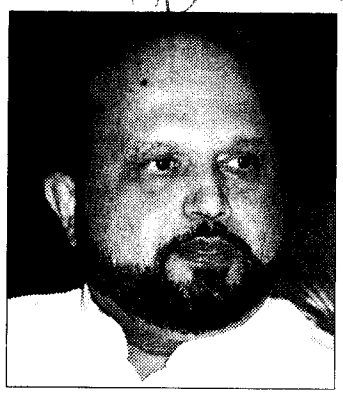

RAISING ALARM: PRAFULLA

Rap for Centre

NEW DELHI, March 16. — Delhi High Court today took strong exception to the Centre's remarks in a file that it should not proceed any further on the issue of illegal Bangladeshi migrants as it was a diplomatic matter and ordered withdrawal of a number of benefits to the migrants. The court directed the authorities to withdraw the ration card and other benefits to them. — PTI

"Although the suggestion in question is aimed at economic development of Bangladesh, it should not be taken lightly given that India's eastern and north-eastern parts are made key components of the proposed sub-regional economic zone," Mr Mahanta said.

However, chief minister Mr Tarun Gogoi slighted the alarm raised by Mr Mahanta by stating that his government was not much bothered about what Bangladesh was proposing for its own economic development.

Mr Khan has suggested that Bangladesh, Nepal, Bhutan and ten provinces of eastern India constitute a powerful 'geo-economic zone' that is rich in skilled manpower, gas, oil, water resources of Bay of Bengal, forestry, coal, hydro-electricity and other mineral resources and hence can lead to greater economic integration.

Minister apologises

Tribal welfare affairs minister Mr Bharat Chandra Narah, today alleged in the House that reports published in the media regarding his department were "false" and certain journalists were blackmailing him. This irked the newsmen and all of them walked out in protest. Watching the empty press gallery, Mr Narah retracted his statement.

17 MAR 2005

ঢাকাকে এড়িয়ে গ্যাস আনার সমীক্ষা প্রোগেত্তিকে

গৌতম গুপ্ত

প্রয়োজনে বাংলাদেশকে এড়িয়ে কোন পথে, কেমন ভাবে মায়নামার থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে আসা সুবিধাজনক, তা খতিয়ে দেখতে গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (গেইল) একটি আর্থ-কারিগরি সমীক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে ইতালীয় সংস্থা স্ন্যাম প্রোগেত্তি-কে। বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে গ্যাস লাইন বসানোর প্রশ্নে ঢাকার নীতিগত সম্মতি মিললেও সম্ভাব্য জটিলতার কথা মাথায় রেখেই বিকল্প রুটের বিষয়টি জেনে রাখতে চায় গেইল।

নেপালের রাজনৈতিক পালাবদলের প্রেক্ষিতে ঢাকায় প্রস্তাবিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ হাজির না হওয়ার সিদ্ধান্তে পিছিয়ে যায় সম্মেলন। সেটাকে ভাল ভাবে নেয়নি তার কিছুদিনের মধ্যেই পাইপলাইন সংক্রান্ত প্রস্তাবিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকটিও বাংলাদেশ পিছানোর ক থা কথা ঘোষণা করে। এই বৈঠকে ভারত-বাংলাদেশ-মায়ানমারের শীর্ষ অফিসারদের হাজির থাকার কথা ছিল। বাংলাদেশ বলে, এই আলোচনার জন্য তারা প্রস্তুত নয়।

জানা গিয়েছে, এর পরেই বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে গ্যাস না এনে অন্য কোন্ কোন্ বিকল্প পথে এই প্রাকৃতিক গ্যাস আনা যায় সে সম্পর্কে একটি বিশদ আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা করানোর প্রস্তুতি গেইল নিয়েছে। মায়নামার থেকে পূর্ব ভারতে গ্যাস নিয়ে আসার মোট ছ'টি বিকল্পের কথা ভাবা হয়েছে—১) বাংলাদেশ হয়ে পাইপ লাইন বসানো। ২) বাংলাদেশকে এড়িয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে পাইপলাইন বসানো। ৩) স্থলভূমির রুট একেবারেই বাদ দিয়ে সমুদ্রতলে পাইপলাইন বসানো। ৪) উপকূলরেখা বরাবর সমুদ্রের স্বল্প গভীর জলে পাইপলাইন বসিয়ে ফেলা। ৫) কোনও রকম পাইপলাইনের উপর নির্ভর না করে গ্যাসকে তরলে রূপান্তরিত করে (লিক্যুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস— এল এন জি) সরাসরি জাহাজে চাপিয়ে নিয়ে হলদিয়া বন্দরে নিয়ে আসা। ৬) গ্যাসকে উচ্চ চাপে রেখে আয়তনে সঙ্কুচিত করে কমপ্রেসড ন্যাচরাল গ্যাস কিংবা সি এন জি রূপ দিয়েও জাহাজে করে নিয়ে আসা সম্ভব। স্ন্যাম প্রোগেত্তি এই সমস্ত বিকল্পের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি নতুন বিকল্পের সন্ধানও দিতে পারে। সারা দেশে একটি প্রাকৃতিক গ্যাস গ্রিড গড়ার ব্যাপারে গেইল-এর যে উদ্যোগ, সেই লক্ষ্য

নিয়ে আসবার কথা ভাবা হয়েছে। মায়নামার উপকূলে যে গ্যাসের খোঁজ মিলেছে, তার একটি ব্লকের ৯০ শতাংশ গ্যাস বিক্রি করবার অধিকার গেইল-এর। তবে পূর্ব ভারতের গ্যাসের প্রয়োজন মেটানোর জন্য মায়নামারের গ্যাসের পাশাপাশি গেইল আরও দু'টি গ্যাস পাইপলাইন বসাচ্ছে অন্ধ্রের কাঁকিনাড়া ও উত্তর প্রদেশের জগদীশপুর থেকে। প্রথমটি ১০৫০ কিলোমিটার ও দ্বিতীয়টি ৮৮৭ কিলোমিটার দীর্ঘ। ব্যয় ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩২০০ এবং ২৫০০ কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই পূর্ব ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য ভাল সাড়া পেয়েছে গেইল। গ্যাস কেনবার জন্য গেইল-এর সঙ্গে চুক্তি করেছে প্রায় এক ডজন সংস্থা। বিদ্যুৎ, ইস্পাত, স্পঞ্জ আয়রন এবং সার শিল্পেই গ্যাসের বেশি

আয়োজক দেশ হিসাবে বাংলাদেশ রাজ্যের মধ্যে দিয়ে পাইপলাইন পূরণের জন্যই মায়নামার থেকে গ্যাস চাহিদা লক্ষ করা যাচ্ছে।

ANADABAZAR PATRIKA 13 MAR 2005

গ্যাস পাইপলাইন চুক্তির শর্ত ঢাকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: দিল্লির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যার নিষ্পত্তি হলে তবেই ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইনের সমঝোতা চুক্তিতে সই করবে বলে জানিয়ে দিল বাংলাদেশ।

গত দু'দিন মায়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গনে মায়ানমার-বাংলাদেশ-ভারত গ্যাস পাইপলাইন সংক্রান্ত 'আর্থিক ও প্রযুক্তি বিষয়ক কমিটি'-র প্রথম বৈঠকে বাংলাদেশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে: নেপাল, ভুটান থেকে ভারতের ভিতর দিয়ে জলবিদ্যুৎ আমদানির সুবিধা, বাণিজ্যের সুবিধা এবং ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে বাণিজ্যিক ঘাটতি দূর করা ইত্যাদি শর্ত পূরণ না হলে তারা প্রস্তাবিত পাইপলাইন চুক্তিতে সই করবে না।

দু'দিনের বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন রাষ্ট্রায়ত্ত পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান এবং গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানির অধিকর্তা।

ANADABAZAR PATRIKA

27 FEB 2005

Dhaka holds on to Chetia

Manash Ghosh in Kolkata

Feb. 25. — A diplomatic war is on between India and Bangladesh over the latter's refusal to hand over Ulfa general secretary Anup Chetia to the Indian High Commission in Dhaka or at any designated outpost on the border. Chetia is wanted in India for several cases, including murder. Dhaka today refused to respond to the Indian envoy, Mrs Veena Sikri's note verbale which sought to remind the BNP government that the Ulfa leader and his aides, Babul Sarma and Lakshminarayan Goswami, must be handed over as soon as they were released. The three completed their jail term of seven years and three months and were to be freed before sunset. The Khaleda Zia government says that Chetia can't be handed over until Dhaka High Court deals with a writ petition, filed by an NGO, seeking his asylum in Bangladesh.

THE STATESMAN

26 FEB 2005

PM FOR COURT BENCH ON MILITANTS

Root out ultras, orders Khaleda

Daily Star/ANN

DHAKA, Feb. 25. — The Bangladeshi Prime Minister, Ms Khaleda Zia, has instructed the home ministry and the intelligence agencies to root out Islamic militants, their hideouts and subversive activities. The Prime Minister also decided in principle to set up an additional Bench at the High Court to ensure speedy trial of cases on subversive acts.

Ms Zia held several rounds of meetings with officials of home ministry, police and intelligence agencies yesterday and asked them to take strong actions against all activities in the name of jihad. She said those who have been creating anarchy in the name of religion are the enemies of the nation and the country, adding all of them will be punished. These extremists must not be bailed out, she said.

She instructed the law enforcers to arrest anyone involved in crime, even if he belongs to a ruling party. She also warned that any misuse of power and corruption by police will not be tolerated. The Prime Minister said the country's image will improve and foreign investment will increase with an improvement in law and order scenario,

Ms Zia also asked the paramilitary Bangladesh Rifles, Armed Police Battalion and Rapid Action Battalion to keep a watch on their areas of operations.

The crackdown on militants, ıtinued with 11 more suspected ultras belonging to a group banned two days ago arrested in two districts, adds PTI.

Bangladesh business leaders have urged the country's major political parties to refrain from calling frequent strikes that hurt the economy and threatened to take action against such closures.

UN peacekeepers killed

Unidentified attackers ambushed UN peacekeepers on patrol in the lawless province of Ituri in northeastern Congo today, killing nine Bangladeshi troops, a UN spokesman in Kinshasa said, adds AP. It was one of the deadliest ever on the roughly 16,000-member UN mission in Congo.

'Bangla unsafe'

LONDON, Feb. 25. — A British court has ruled that it was unlawful to include Bangladesh in the government's "white list" of countries to which refugees can be safely returned, dealing a blow to Mr Tony Blair's plans to step up the removal of unsuccessful asylum seekers. Bangladesh is one of 14 countries currently declared safe by Britain's Home Office, with India about to be added to the list. Mr Justice Nicholas Wilson said yesterday that it was "all too clear" that persecution and human rights abuse were not isolated problems at the margins of life in Bangladesh, which was officially ranked as "worst for corruption on an international index". — PTI

THE STATESMAN

26 FEB 2005

26 FEB 2005

ANADABAZAR PATRIKA

দিল্লি-ঢাকা কূটনীতির দাবায় ঘুঁটি তসলিমা আর চেটিয়া

রহমান জাহাঙ্গির ● ঢাকা ও জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

২৪ ফেব্রুয়ারি: এক দিকে সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। অন্য দিকে আলফা নেতা অনুপ চেটিয়া। প্রথম জন বাংলাদেশের নাগরিক, কিন্তু দেশ থেকে বহিষ্কৃত। এখন ভারতে স্থায়ী ভাবে বাস করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছেন। দ্বিতীয় জন ভারতেরই নাগরিক, কিন্তু জঙ্গি কার্যকলাপের জেরে পুলিশের নাগাল এড়িয়ে বাংলাদেশে রয়েছেন, এখন সে-দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী। দুই ভিন্ন গ্রহের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তসলিমা ও অনুপের ভাগ্য এখন এক সূত্রে গাঁথার সম্ভাবনা প্রবল। কূটনৈতিক চাপ ও পাল্টা চাপের দাবা খেলায় বোড়ের ভূমিকায় পরিণত হতে চলেছেন দু'জনেই। দিল্লির অনেক অনুরোধ ও পরোক্ষ চাপ সত্ত্বেও একের পর এক কারণ দেখিয়ে চেটিয়াকে ভারতের হাতে দেওয়া থেকে পিছিয়ে এসেছে ঢাকা। অন্য দিকে, তসলিমার স্থায়ী ভাবে থাকার আর্জি সম্পর্কে উচ্চবাচ্য না-করে বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছে দিল্লি।

এরই মধ্যে জটিলতা বাড়িয়েছে ঢাকা হাইকোর্টের একটি রায়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ধরা পড়ার পরে চেটিয়া এবং তাঁর দুই সঙ্গী লক্ষ্মী প্রসাদ ও বাবুল শর্মা অনুপ্রবেশের দায়ে কারাদণ্ড ভোগ করে শনিবার ঢাকা জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন। কিন্তু তাঁকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া ঠেকাতে ২০০৩ সালের আবেদনের ভিত্তিতে ঢাকা হাইকোর্ট বাংলাদেশ সরকারকে কারণ দর্শাতে বলেছে, কেন চেটিয়া ও তাঁর সঙ্গীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া যাবে না বা তৃতীয় কোনও দেশে নিরাপদে পাঠিয়ে দেওয়া হবে না। ভারতের হাতে দিলে তাঁর প্রাণদণ্ড হতে পারে, এ-রকম আশঙ্কার কথা ১৯৯৯ সালেই বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে রেখেছেন চেটিয়া।

চেটিয়ার হয়ে বাংলাদেশের একটি নামী মানবাধিকার সংগঠন মামলা লড়ছে। ওই সংগঠনের নেত্রী সিগমা হুদা বাংলাদেশের যোগাযোগমন্ত্রী ও নামী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার স্ত্রী। চেটিয়ার হয়ে বাংলাদেশ সরকারের উপরে চাপ দিচ্ছেন আরও কিছু মানবাধিকার সংগঠন ও আইনজীবীরা। এই অবস্থায় আদালতের বক্তব্য জানার পরে খালেদা জিয়া সরকার জরুরি ভিত্তিতে আইনি পরামর্শ করতে ব্যস্ত।

চেটিয়াকে ফেরাতে দিল্লি যে সত্যিই আন্তরিক, তা মনে করিয়ে দিয়ে বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার বীণা সিকরি বুধবার বিদেশসচিব শামশের মবিন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি চেটিয়াকে প্রত্যর্পণের জন্য দিল্লির অনুরোধের কথা ফের জানান তাঁকে। কিন্তু বিদেশসচিব মবিন চৌধুরী তাঁকে জানিয়ে দেন, হাইকোর্টের নোটিসের তাৎপর্য সব দিক থেকে বিবেচনা না-করে সরকার অনুপ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ। আইনজীবী মহল সূত্রে বলা হচ্ছে, হাইকোর্টের রায় অগ্রাহ্য করে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ-রকম নজির বাংলাদেশে নেই।

এত দিন দু'দেশের মধ্যে কোনও 'অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি' না-থাকায় নয়াদিল্লির আবেদনে কর্ণপাতই করেনি ঢাকা। কিন্তু ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের দাবি, শুক্রবার বাংলাদেশে চেটিয়ার সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তিনি আর 'অপরাধী' থাকছেন না। তাই প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকা না-থাকায় এখন কিছু আসে-যায় না। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই এখন বাংলাদেশের উচিত, ভারতের হাতে চেটিয়াকে তুলে দেওয়া। আর সেই ব্যাপারেই এ বার বাদ সেধেছে আদালত।

তবে চেটিয়াকে ভারতে নিয়ে আসার জন্য নয়াদিল্লি এ বার তসলিমাকে ব্যবহার করার কথা ভাবছে। চেটিয়া এবং অন্য আলফা নেতাদের অবিলম্বে দিল্লির হাতে তুলে দেওয়ার দাবি বাংলাদেশ মেনে নিলে তসলিমাকে নাগরিকত্ব বা রেসিডেন্ট পারমিট ভারত দেবে না। এই রকম একটি বোঝাপড়ার চেষ্টা করছে মনমোহন সিংহ সরকার। তসলিমাকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার ঘোরতর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার। তসলিমা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে নাগরিকত্ব বা স্থায়ী বসবাসের অনুমতি চেয়ে আবেদন করার পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল 'বিষয়টি বিবেচনাধীন' আছে বলে জানিয়েই চুপ করে গিয়েছেন। তার পরেই বাংলাদেশ থেকে এ ব্যাপারে তাদের মনোভাবের কথা আকারে-ইঙ্গিতে ভারতকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

এই অবস্থায় দুই দেশ বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও আলোচনা না-করলেও 'ব্যাক-চ্যানেল' কূটনীতির মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশকে জানিয়ে দিয়েছে, চেটিয়ার ব্যাপারে ঢাকা সবুজ সঙ্কেত দিলে দিল্লি তসলিমার বিষয়ে ঢাকার ইচ্ছা মেনে নেবে।

ভারত অবশ্য বাংলাদেশের কাছে খুব বেশি প্রত্যাশা করছে না। কারণ, এর আগে, ২০০৪ সালের মে মাসে এ টি টি এফ নেতা সঞ্জীব দেববর্মনকে ছাড়ার পরে একই ভাবে দিল্লি হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছিল দিল্লি। কিন্তু তিনি জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের পরিবহণমন্ত্রীর স্ত্রী সিগমা হুদা এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে নিয়ে চলে যান। সঞ্জীবকে আজও হাতে পায়নি ভারত। এই অবস্থায় চেটিয়াকে পেতে তসলিমার নাগরিকত্বের প্রশ্নটিকে বাংলাদেশের উপরে চাপ তৈরির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা করে দেখছে দিল্লি।

25 FEB

Taslima seeks Indian identity

Exiled Bangladeshi author applies for citizenship

Jaideep Mazumdar
Kolkata, February 17

TASLIMA NASREEN is tired of being an exile. She wants to belong — to India and Bengal.

The 42-year-old Bangladeshi author, who fled her homeland in 1994 after infuriating Islamic fundamentalists with her book *Lajja*, applied for Indian citizenship on Thursday.

She faxed her request to Union home minister Shivraj Patil during a brief stopover at Delhi on her way back to Kolkata from Chhattisgarh.

"I have a European Union citizenship and have stayed in the West for a long time. But that's not my home," Nasreen told *HT*. "I feel at home in Kolkata's Bengali milieu. I want to settle down here for good."

She said she hadn't been able to return to Bangladesh for over a decade. "Dhaka hasn't renewed my passport; so I can't go back there," she said. "Also, I face threats, including death threats, in Bangladesh."

Nasreen, in her fax to Patil sent from the office of her Delhi publisher, suggested that if the rules denied her Indian citizenship, she would be happy to be given a renewable residence permit so that she could go on staying in this country.

The author arrived here on August 25 last year and after a short stay, flew back to Europe. She was back on November 26 and has been living in a rented apartment here since then.

"My tourist visa expires on February 20," she said, "but I haven't completed my work here and would like to stay on for another six months. If I'm granted citizenship or a residence permit, I can work in peace." Nasreen hasn't applied for political asylum in India.

The author went into hiding after Bangladeshi zealots offered $5,000 to anyone who would kill her and a court sentenced her to two years in jail for defaming Islam.

THE HINDUSTAN TIMES 18 FEB 2005

Diplomacy won't hurt

New Delhi's response to events in Bangladesh lacks finesse

KULDIP NAYAR

WHEN it comes to the feelings of neighbouring countries, our government is inclined to be insensitive. It behaves like any other big power which believes that equality in diplomatic jargon is all right as far as it goes — but when the chips are down, small countries must know their place. New Delhi was at its crudest when it conveyed to Dhaka India's inability to attend the SAARC meeting. Natwar Singh, who presides over the ministry of foreign affairs, is the last person who should be asked to handle jobs demanding finesse. He is too arrogant and too hawkish to care about tact and nuance. When the government decided to abstain from the meeting, he reportedly entrusted his foreign secretary with the task of communicating "no" to India's high commissioner at Dhaka. But before the high commissioner could convey the message to the Bangladesh government, the news was on television channels in Dhaka. Even without ensuring that India's decision reached the right quarters, New Delhi disseminated the information to the media.

Naturally, Bangladesh — the host of the SAARC summit — felt cut up. A country which is always on the edge when it comes to dealing with India felt humiliated. I can't understand why Natwar Singh could not pick up the telephone and inform the Bangladesh foreign minister himself? Would it have ruffled diplomatic feathers or violated some protocol rules? The royal coup in Nepal was a good enough reason for India to stay away. But the way events unfolded, the picture that emerged was different. Look at it from Bangladesh's point of view. The meeting was cancelled twice when Dhaka was all set to attract the spotlight. Bangladesh, after all, does not get too many opportunities to play a prominent role in the region. The SAARC gathering gave the country a sense of importance. Anyone could have figured out that cancellation would disappoint the people of that country. And since India's inability to participate led to the calling off of the meeting, anger was bound to be directed at New Delhi.

India's fault lay in confusing SAARC objectives with its own reactions. It made sense when it was said that Prime Minister Manmohan Singh could not be seen shaking hands with the Nepalese king, just days after he had smothered democracy. But why did New Delhi dwell on developments in Bangladesh while explaining its absence? SAARC is a forum of governments, however wanting. India is only a participant.

Our main problem is that we have not been able to establish a working relationship with Khaleda Zia's government which, to say the least, has not been friendly

New Delhi could have glossed over the developments in Bangladesh for the time being. No doubt Dhaka presented security risks in the wake of disturbances due to the murder of Awami League Secretary General Shamsul Kibria. It is equally true that the horrifying incident came at a time when India was feeling peeved over the murderous attack on Awami League President Sheikh Hasina. Yet, New Delhi had many other avenues to communicate its concern. In fact, it issued a statement when Kibria's murder took place. Certainly, Manmohan Singh's security could not have been taken lightly. But surely Dhaka could have been asked to put in place more stringent security checks. We could have flown in our own commandos, to which, I am sure, the Bangladesh government could not have objected, beleaguered as it was at that time.

Maybe we are barking up the wrong tree. Our main problem is that we have not been able to establish a working relationship with Khaleda Zia's government which, to say the least, has not been friendly. The comparison becomes obvious when her predecessor, Sheikh Hasina, was equally irritating, but not unfriendly. The fact is that anti-liberation elements, who are unaccommodating vis-a-vis New Delhi, have crowded out pro-liberation elements, who are friendly and secular. The Bangladesh Nationalist Party of Khaleda Zia has been conniving in the activities of anti-liberation groups. But this is not something new. New Delhi has lived with such a situation before. Why should it have let its frustration lead to the extreme step of withdrawing from the SAARC meeting? The summit would have given the countries in the region an opportunity to discuss the situation in Bangladesh on the sidelines of the meeting.

I believe the reason why Bangladesh has been drifting away from India lies in the message Kibria sent to his Indian friends two days before his assassination. He said that India had abandoned its liberal and secular friends in Bangladesh to face fanatic and fundamentalist forces. This is true to some extent because we have been paying very little attention to Bangladesh since the return of Khaleda Zia. It may sound harsh but there is no denying that there is hardly any mention of Bangladesh in India and its media in positive terms. The issue of illegal immigrants is raised regularly in the press, but there is not a word about the circumstances that force people to leave their land and homes. The BJP-led government killed the work permit scheme for Bangladeshis. The Congress, even after being in power for nine months, has not thought of reviving it. Neither does the Congress-led government at the Centre answer the question raised by Kibria.

People-to-people contact may be the answer. It is, however, strange that there is very little enthusiasm among Bengalis on both sides for the kind of interaction seen among the people of east and west Punjab. This, in fact, should be more visible in West Bengal and Bangladesh because Bengalis had a century ago successfully resisted the division of Bengal. Supercilious as the Bengalis are — they do not mix with those they consider less important than themselves — Dhaka would not lose in stature if it established contacts with Kolkata, even though it is not India's capital. The scope for cultural engagement is immense. But the equation between Dhaka and Kolkata is weak. Both have to forget the past. Even if they do not do so now, they are bound to one day. At least New Delhi should be sensible enough not to spoil things till that time arrives.

INDIAN EXPRESS 15 FEB 2005

গ্যাস প্রকল্প নিয়ে ফের ভাবছে ঢাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি: ভারত, বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে নিয়ে প্রস্তাবিত ত্রিদেশীয় গ্যাস প্রকল্প ঘিরে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করছে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার। ভারত যোগ না-দিতে চাওয়ায় সার্ক সম্মেলন বাতিল হওয়ার পরে গ্যাস প্রকল্পটির ভবিষ্যত নিয়ে ফের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের এক পদস্থ কর্তার কথায়, "সরকার বর্তমান পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছে।"

মায়ানমার থেকে বাংলাদেশ হয়ে ভারত পর্যন্ত গ্যাস লাইন তৈরির প্রস্তাবিত পথ নিয়ে যে-সমীক্ষা হওয়ার কথা, তাতে বাংলাদেশ যোগ দেবে না বলে শোনা যাচ্ছিল। এই মাসের ১৪ তারিখে তিন দেশের প্রতিনিধিদল ওই সমীক্ষার কাজ শুরু করবেন। তবে এখনও পর্যন্ত যোগ দেওয়া বা না-দেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি।

ছয় সদস্যের একটি ত্রিদেশীয় প্রতিনিধিদল সমীক্ষার কাজ শুরু করবেন। প্রথম বৈঠক হওয়ার কথা মায়ানমারে। দু'জন প্রতিনিধি বেছে ফেলেছে মায়ানমার। বাংলাদেশও প্রতিনিধি ঠিক করে ফেলেছে। কিন্তু ভারত তাদের প্রতিনিধিদের নাম চূড়ান্ত করে এখনও জানায়নি বলে বাংলাদেশের শক্তি মন্ত্রক সূত্রের খবর। তাদের বক্তব্য, দিল্লি প্রতিনিধিদের নাম অনুমোদন করে পাঠালেই কমিটি কাজ শুরু করতে পারে।

সংঘর্ষে হত পুলিশ: আওয়ামি লিগের ডাকে টানা ৩৬ ঘণ্টা হরতালের শেষ দিনে আজ জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধে এক জন কনস্টেবল নিহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রের খবর, শেরপুর শহরে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আওয়ামি সমর্থকদের একটি দল লোহার রড এবং লাঠি নিয়ে পুলিশের উপরে চড়াও হয়। পুলিশও পাল্টা লাঠিচার্জ করে। বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটে আহত হন এক জন সাবইনস্পেক্টর এবং এক কনস্টেবল। কনস্টেবল আশরফ সিদ্দিকি পরে মারা যান।

ANADABAZAR PATRIKA 07 FEB 2005

Dhaka's pipeline tit for Delhi's Saarc tat

Statesman News Service

NEW DELHI, Feb. 4. — Upset over India's withdrawal from the Saarc summit, there is apprehension that Bangladesh may not participate in the meeting of the technical-commercial working committee to propose the route for the three-nation gas pipeline on 14 February.

Diplomatic sources state that there is now an air of uncertainty over the meeting scheduled to be held in Yangon. "Most probably, Bangladesh may not send their officials to participate in the meeting of the working committee," sources said.

The "rethink" in Bangladesh's stand on the gas pipeline seems to be a direct volley to India's statement that the PM was unable to travel to Dhaka because of the security situation, which has been hit by a series of strikes and bomb blasts after the killing of former Bangladeshi finance minister, SAMS Kibria. The meeting of the technical-commercial committee was supposed to deliberate on the possible route of the gas pipeline which will begin in Myanmar and enter India via Bangladesh and is to be operated under an international consortium.

The decision to lay the trans-national gas pipeline was made by the energy ministers of the three countries on 13 January 2005, when they also agreed to set up a six-member technical commercial committee. The meeting in Yangon on 14 February was also supposed to work on a draft MoU, which was to be finalised and inked in Dhaka by the three countries later.

While Myanmar had given the green signal to export natural gas to India, Bangladesh had reportedly proposed many preconditions, including the provision of trade transit to Nepal and Bhutan through India.

Another report on page 3

THE STATESMAN 05 FEB 2005

Right decision

India pulling out of SAARC summit

India's decision to pull out of the 13th SAARC summit in Dhaka because of security concerns and seeking a fresh date for the summit are steps in the right direction. Although the decision to pull out has caused considerable discomfiture to Begum Zia's government, which termed it "unwarranted and unexpected", there is no doubt that Delhi made the right move. The recent killing of SAMS Kibria, a senior leader of Awami League, a former Bangladesh finance minister and a former secretary general of ESCAP, in a grenade attack, came as a shock to Delhi.

At the personal level he was close to prime minister Manmohan Singh and the Indian leadership. What has irked New Delhi so much is that the coalition partners are blaming India for Kibria's killing, as they say that the grenade attack was the work of India-trained terrorists who were trying to destabilise Bangladesh. This was very much in tune with an earlier official finding which blamed India for the 21 August grenade attack on Awami League leader Sheikh Hasina, although foreign investigators pointed their finger at Khaleda's fundamentalist partners. Seeking postponement of the summit Delhi has clearly conveyed to them that Zia must pay for the wages of her own sin.

Besides the security scene in Dhaka was also not at all helpful. Bombs exploded at the main entrance to the hotel where the SAARC heads of governments were to stay during the summit, although the place was under a "blanket security cover". Kibria's killing unleashed popular protests all over the country and a series of Opposition-called general strikes, some of which were to coincide with the summit.

India cannot take chances; there are armed Bangladeshi radicals barging into the heavily protected Indian High Commissioner's office in Dhaka to gun down Samar Sen, who miraculously survived. Very recently the British High Commissioner in Dhaka, who is of Bangladeshi origin, also survived a grenade attack.

Begum Khaleda Zia refused to have the Muslim radicals arrested despite there being definite clues provided by Scotland Yard. Only three days ago the seven EU envoys in Dhaka, in an unprecedented move, jointly made a statement strongly decrying the cult of terror and violence that Begum Zia has encouraged by not working to catch the culprits.

So it is not correct to say that India is the only country which has expressed concern over the fast deteriorating security situation in Bangladesh. What has made things worse is the strong presence in Dhaka of ULFA and other north east insurgents, who are openly funded, armed and sheltered by Begum Zia, who has referred to them as "brave freedom fighters trying to liberate the north-east from the Indian yoke".

They also pose a serious security threat to the visiting Indian dignitaries. Begum Zia has made her case worse by denying their presence. She will have to pay a heavy political price.

THE STATESMAN 05 FEB 2005

কেন সরে দাঁড়াল দিল্লি, তাই নিয়ে চাপান-উতোর বাংলাদেশে

রহমান জাহাঙ্গির ● ঢাকা

৩ ফেব্রুয়ারি: সার্ক সম্মেলন স্থগিত হয়ে যাওয়া নিয়েও বাংলাদেশে শাসকজোট ও বিরোধীদের মধ্যে চিরাচরিত চাপান-উতোর চলছে। সরকার পক্ষের বক্তব্য, নেপাল রাজ জ্ঞানেন্দ্রকে স্বীকৃতি দিতে চান না বলেই সার্কে আসতে অস্বীকার করেছেন মনমোহন সিংহ। অন্য দিকে, বিরোধী দল আওয়ামি লিগ তোপ দেগেছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতির উপরে ভরসা রাখতে পারেনি ভারত। প্রথমে এই কারণেই মনমোহনের ঢাকায় আসা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরশু নেপাল রাজ জ্ঞানেন্দ্র সরকার বরখাস্ত করে দেওয়ায় এখন নতুন প্রশাসনের স্বীকৃতি নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সার্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মঞ্চে ভারত জ্ঞানেন্দ্রকে স্বীকৃতি দিতে চায়নি, এমন দাবিও উঠেছে। ফলে সরকার আর বিরোধীদের মধ্যে ফের ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

আজ বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে শাসক জোটের শীর্ষ প্রতিনিধিদের একটি বৈঠকের পরে বলা হয়েছে, "সার্ক সম্মেলন কোনও রাজনৈতিক দলের বৈঠক নয়। এর সঙ্গে দেশের মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত।" শাহ কিব্রিয়ার হত্যার ঘটনাকে আওয়ামি লিগ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে বলেও সরকার পক্ষের অভিযোগ। ১৯৯৩ সালেও ঢাকায় সার্ক সম্মেলনের সময়ে আওয়ামি লিগ সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছিল বলে পুরনো ইতিহাস খুঁচিয়ে তুলছে বিএনপি। তাদের বক্তব্য, এ বারেও লিগ একই কৌশল নিয়েছে। প্রথমে জানুয়ারির ৯-১১ সার্ক হওয়ার কথা ছিল। ৮ জানুয়ারি কোনও কারণ ছাড়াই বন্‌ধ ডেকে বসে লিগ। এখন কিব্রিয়া-হত্যার ছুতোয় ফের তারা বন্‌ধের ডাক দিয়েছে।

শাসক দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির নীতিনির্ধারক এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোশারফ হোসেন বলেছেন, নেপালে রাজতন্ত্রকে বৈধতা দিতে চান না বলেই মনমোহন সিংহ ঢাকায় আসেননি। আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের দাবি তিনি এক কথায় খারিজ করে দিয়েছেন। জলিল দাবি করেছিলেন, লিগ সভায় হামলায় কিব্রিয়ার মৃত্যুর পরে সার্কের শীর্ষনেতারা বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতির উপরে ভরসা রাখতে পারেননি।

জলিলের মতো একই দাবি তুলেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদও। তাঁর কথায়, বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপরে বিদেশি নেতাদের ভরসা নেই। তবে তিনি আশাপ্রকাশ করেছেন, সরকার শীঘ্রই নতুন করে সার্কের দিনক্ষণ স্থির করে ফেলবে। এ দিকে, জলিল সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ৫-৬ তারিখের সাধারণ ধর্মঘট তুলে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। আজ থেকেই বিরোধীদের ডাকে ফের ধর্মঘট শুরু হয়ে গিয়েছে ঢাকায়। প্রথম দিনেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ২৫ জন। অনেকগুলি গাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। অজস্র লোককে ধরপাকড় করা হয়েছে। কাল রাতে কয়েকটি বিস্ফোরণেও রাজধানীতে প্রায় ২০ জন আহত হয়েছেন।

ANADABAZAR PATRIKA 04 FEB 2005

India refutes Bangla charge on Saarc meet

New Delhi
3 FEBRUARY

INDIA on Thursday rejected Bangladesh's charge that its decision not to attend the Saarc summit was due to developments in bilateral relations with Saarc countries, saying the impact was on the entire region.

"Let me clarify. We have not sought postponement due to any developments in bilateral relations with Saarc countries. We have drawn attention to developments that have an impact on the entire region of South Asia, not just India," external affairs ministry spokesman Navtej Sarna told reporters in New Delhi.

He also refuted the contention that India was the only country which has raised concern over the security situation in Bangladesh. Mr Sarna recalled that the EU heads of missions in a statement in Dhaka last Tuesday had asked the Bangladesh government to ensure swift action and thorough investigation into the January 27 grenade attack while voicing concern at the current violence on the streets.

Mr Sarna said US assistant secretary of state Christina Rocca had spoken to Bangladesh foreign minister Morshed Khan on January 31 and expressed outrage at the attack and demanded a thorough probe. She had also made it clear that if FBI assistance was to be given, then the Bangladesh government should make clear terms of reference.

Nepal invites Maoists for peace talks

Kathmandu
3 FEBRUARY

A general strike called by Maoists in Nepal to protest against King Gyanendra assuming power, evoked partial response on Thursday even as the new government invited the rebels for peace talks. The new government banned for six months publication of reports critical of the royal action.

"We ask the Maoists once again to come to the negotiation table and help to solve the present political crisis," said home minister Dan Bahadur Shahi in his comments aired on state television. "If they do not come forward, we may have to think of alternate steps," he said without elaborating. There was no immediate response from Maoists, who, on Wednesday, denounced the King's action and offered to "co-work" and form "a broad front" with political parties to end the "feudal autocracy".

"Our party is prepared to cowork and establish a broad front with all those who are against feudal autocracy," rebel leader Pushpa Kamal Dahal alias Prachanda said in a signed statement adding the Maoists denounced the "so-called royal proclamation". —PTI

The Economic Times 04 FEB 2005

Security team sent to Dhaka

SNS & PTI

NEW DELHI, Feb. 1. — Just four days before the Prime Minister leaves for Bangladesh to attend the Saarc summit, India has despatched a high-level security team to Dhaka to assess the ground situation, imparting an air of uncertainty to the event.

The two-day Saarc summit is scheduled to begin in Dhaka on 6 February. Bangladesh today said it was monitoring developments in Nepal. "We will be able to assess the situation and take a decision on Saarc by 5 February," foreign minister Mr Morshed Khan said.

The situation has taken a violent turn following the killing of former finance minister Shah Abu Mohammad Shamsul Kibria at a public rally in Dhaka. The Opposition had also called for a three-day general strike which ended yesterday, to protest the attack on their rally.

The Bangladesh government today expressed hope that the Saarc summit will go ahead in Dhaka as scheduled on 6 and 7 February despite the developments in Nepal.

Foreign secretary Mr Shamsher Mobin Chowdhury said: "We are watching the situation (in Nepal) closely and will take a decision by 5 February."

Delhi cell ban

NEW DELHI, Feb. 1. — In a clear fallout of the MMS case, the Delhi government today banned mobile phones in all schools run and aided by it and advised public schools to follow its lead. — PTI

Details on page 4

THE STATESMAN

02 FEB 2005

wife of Gen JJ Singh, who took over on Monday. — PTI

Delhi to turn screws on Dhaka

Statesman News Service

NEW DELHI, Jan. 31. — With the Saarc summit beginning in Dhaka a few days from now, India is deeply worried about the deteriorating law and order situation in Bangladesh, especially after attacks on senior Opposition leaders.

According to official sources, India feels that the security situation is grave and the series of strikes could make it worse. While India has committed to go and has not changed its mind, the attacks on Opposition leaders (Awami League leader Ms Hasina Wajed was attacked some time ago) is an issue of concern.

During the meeting, India will express its concern bilaterally or directly to Bangladesh. The concern is even more because the border between the two countries is relatively porous.

A similar concern exists about Nepal. Sources said the Maoist problem is continuing and certainly not improving. India has decided to ask political parties and the monarchy to meet the challenge. So far, India has provided military assistance but there can be no military solution and India can only be involved if Nepal asks for assistance.

Till now, India has only been involved in supporting the Nepalese security forces and sharing of intelligence but what it hopes to do is nudge the political forces towards a national consensus. Then, a credible peace process could begin.

Another report on page 3

India may raise PoK camps at Saarc

NEW DELHI, Jan. 31. — India may bring up the issue of terrorist infrastructure such as training camps and launchpads in Pakistan and Pakistan-occupied-Kashmir when Dr Manmohan Singh meets his counterpart, Dr Shaukat Aziz, during the Saarc summit beginning in Dhaka within a week. Official sources said Pakistan needs to do much more in terms of removing such infrastructure.

The terrorists' communication with their masters on the other side of the border has also been tracked. Efforts to infiltrate are continuing. This despite Pakistan President General Pervez Musharraf's statement that no part of territory under Pakistan's control would be used by terrorists. India feels the training camps should not be kept as a reserve to be "activated" whenever necessary. What has irked India more is the "conditionality" that Pakistan is trying to suggest. The end to terrorism cannot be linked with concessions on Jammu and Kashmir. Dr Singh is also likely to visit Pakistan. The external affairs minister, Mr K Natwar Singh, will be going to Islamabad in mid-February. There could be a meeting between the two foreign ministers in Dhaka before that. — SNS

THE STATESMAN 01 FEB 2005

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন, ঢাকায় না-ও যেতে পারেন মনমোহন

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি এবং নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি: বাংলাদেশে গ্রেনেড হামলায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর মৃত্যুর পরে সার্ক সম্মেলনের নিরাপত্তা নিয়ে কার্যত প্রশ্ন তুলল ভারত। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় দু'দিনের সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শুরু হচ্ছে। তার দিন কয়েক আগে গ্রেনেড হামলায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন ভারত। তাই নয়াদিল্লির তরফে আজ ঢাকার কাছে সরাসরি জানতে চাওয়া হয়, সে দেশে নিরাপত্তা কতটা সুনিশ্চিত থাকবে। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার সব রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ভারত কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সম্মেলনে না-যাওয়ার সম্ভাবনাও বিবেচনা করছে।

জানুয়ারির শেষে গ্রেনেড হামলায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শাহ কিব্রিয়ার মৃত্যু ঘিরে গত কয়েক দিন ধরেই উত্তপ্ত বাংলাদেশ। সার্ক সম্মেলন যে সময়ে শুরু হচ্ছে, ঠিক সে সময়েই সরকারের পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার বন্‌ধের ডাক দিয়েছে বিরোধী দলগুলি। গত তিন দিনের বন্‌ধে পুলিশ এবং বিরোধীদের সংঘর্ষে ১০০ জন আহতও হন।

সার্ক সম্মেলন পিছিয়ে দেওয়ার দাবিও আজ তুলেছেন আওয়ামি লিগ নেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর দাবি, "যে সরকার সাংসদের জীবন রক্ষা করতে পারে না, তারা বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে কী করে?"

এ দিকে, বাংলাদেশ সরকারের কাছে 'নিরাপত্তার গ্যারান্টি'ই চাওয়া হয়েছে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফে। বাংলাদেশ স্বাভাবিক ভাবেই চায়, সার্ক সম্মেলন কোনওমতেই ব্যাহত না হোক। তাই তাদের তরফে নিরাপত্তার যাবতীয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অন্য কোনও প্রতিনিধি নন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহই যাতে সার্কে আসেন, তা সুনিশ্চিত করতেও ঢাকা মরিয়া। নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে দু'দেশের গোয়েন্দারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। কিন্তু বিদেশমন্ত্রক সূত্রের খবর, ভারত ইতিমধ্যেই মনমোহনের না-যাওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করছে। সে ক্ষেত্রে নটবর সিংহই প্রতিনিধিত্ব করবেন।

দিন কয়েক আগে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এবং দলীয় নেতা শাহ কিব্রিয়ার মৃত্যুর প্রতিবাদে তিন দিনের বন্‌ধ ডেকেছিল আওয়ামি লিগ। আজই তা শেষ হয়েছে। আর আজই একযোগে ফের লাগাতার বন্‌ধের ডাক দিয়েছে বিরোধী আওয়ামি লিগ, ১১ দলের জোট, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি। ৬ ফেব্রুয়ারি সার্ক সম্মেলন শুরু হচ্ছে। আর ৫ তারিখ থেকেই টানা ৩৬ ঘণ্টা বন্‌ধের ডাক দিয়েছে বিরোধীরা। তাঁরা জানান, ৩ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে সন্ধ্যা বন্‌ধ আর তার পরে ৫ এবং ৬ লাগাতার বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়েছে।

এ দিকে ৩ তারিখ থেকে সার্ক বিদেশসচিবদের বৈঠকও শুরু হবে। রাষ্ট্রপ্রধানেরা তার পর থেকেই আসতে শুরু করবেন। কিন্তু আওয়ামি লিগ নেত্রী শেখ হাসিনা জানান, সরকার ইস্তফা না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তাঁর অভিযোগ, কিব্রিয়ার নির্বাচনকেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারীশ চৌধুরীর জয় সুনিশ্চিত করতেই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। শাহ কিব্রিয়ার পরিবার ইতিমধ্যেই সার্ক সম্মেলন স্থগিত রাখার দাবি জানিয়েছে। শেখ হাসিনাও একই দাবি করেছেন।

এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের চাপ বাড়ছিলই বাংলাদেশের উপরে। মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রিচার্ড বাউচার বলেছেন, "হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতারে ব্যর্থতা যেমন নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিচ্ছে, তেমনই এ ধরনের আক্রমণকে উৎসাহিত করছে।" পাশাপাশি, মার্কিন প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সব সাক্ষীদের জেরা করতে দিলে এবং যাবতীয় প্রমাণ দেওয়া হলে তবেই ওই ঘটনার তদন্তে আসতে পারে এফ বি আই। দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহ-সচিব ক্রিস্টিনা রোকা বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী মোর্শেদ খানকে ফোন করে এ কথা জানিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার এফ বি আইকে ওই ঘটনার তদন্তে সাহায্যের অনুরোধ করেছে এবং মার্কিন প্রশাসন তা ভেবে দেখছে বলে দূতাবাস সূত্রে জানানো হয়েছে। পুলিশ এখনও এই ঘটনায় দোষীদের কাউকেই ধরতে পারেনি। তবে দেশে এ ধরনের আরও হামলার পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছে পুলিশ।

ANADABAZAR PATRIKA 01 FEB 2005

Indo-Bangla talks on insurgents

AGARTALA, Jan. 30. — India today said it was discussing with Bangladesh about the presence of insurgents in their territory and hoped that Dhaka would take right steps in this direction.

"We have already taken up the issue with Bangladesh. We are not complaining, we are raising the issue with our neighbour," Union home minister Mr Shivraj Patil told reporters here tonight. "We are neither complaining nor neglecting the issue, we have discussed the issue at Home Secretary level as well as foreign minister level and had the SAARC Summit in Dhaka not been postponed due to tsunami, the issue would have been discussed at Prime Minister's level also," he said in presence of Tripura chief minister Mr Manik Sarkar. — PTI

THE STATESMAN

BSF hopeful of making joint moves with BDR

HT Correspondent
Kolkata, January 24

AFTER DHAKA'S twin gifts of transit facilities and gas trans-shipment pipeline to New Delhi, the Border Security Force (BSF) is optimistic that the Bangladesh Rifles (BDR) may soon agree to its 'coordinated patrolling' proposal.

The decision to begin such patrolling along the 4,096 km-long Indo-Bangla border was taken at the last meeting of the Director-Generals of BSF and BDR at New Delhi in September last year.

The BDR had said that the matter had been referred to the ministry and that they were awaiting approval for the 'coordinated patrolling', which, according to both frontier forces, would make their task easier.

A high-level delegation of the BSF, led by the Inspector-General of South Bengal Frontier, Rajender Singh, would visit Rongpur from February 1 to 4 in northwest Bangladesh to meet senior BDR officials and try and forge ahead with the issue of "better coordination".

The delegation would also consist of the Inspector-General of BSF's North Bengal Frontier and the Deputy Inspector-Generals of all the sectors under the two forces.

"The agenda of the meeting is yet to be finalised," S.K. Mitra, the Principal Staff Officer at the BSF's Additional Director-General headquarters, told *Hindustan Times* on Monday. However, the issue of 'coordinated patrolling' would definitely feature prominently at the meeting, the officials said.

The BSF have consistently stressed 'joint patrolling' with the BDR along the border. But, as the BDR was not keen on the idea, it had agreed to change the nomenclature and modalities to 'coordinated patrolling'.

25 JAN 2005 THE HINDUSTAN TIMES

Worry tempers pipeline high

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

New Delhi, Jan. 23: The euphoria in South Block over Bangladesh's landmark decision to allow the transnational gas pipeline to pass through its territory seems to be ebbing.

There is growing realisation in the Indian establishment that Dhaka has put the diplomatic ball in Delhi's court for forward movement.

Prime Minister Manmohan Singh who travels to Dhaka on February 5 for the Saarc summit is scheduled to meet his Bangladeshi counterpart, Begum Khaleda Zia, on the sidelines of the meet. A date has not yet been set for the meeting.

The leaders are sure to try and move relations forward in the wake of an agreement on the transnational gas pipeline.

At a meeting between Myanmar, India and Bangladesh in Yangon earlier, an agreement was signed allowing the pipeline to carry Myanmarese gas to India through Bangladesh. Since this is the first time in 30 years that Dhaka has agreed to allow its territory to be used for transporting any commodity, especially gas, to India, Delhi views it as a significant development that could allow strong economic ties to be forged in the region.

The dominant view in South Block is still in favour of looking at the Yangon develop-

ment as a positive one. "At least we managed to get the Bangladeshis to agree to let the gas pipeline pass through its territory. And this is something they had refused to do in the past," a senior official said.

But many policy makers here are now willing to acknowledge that much of what Dhaka has agreed on will depend on Delhi's response to its demands. "The ball has been put back in the Indian court," a foreign ministry official said.

At the Yangon talks, which also became part of the joint statement, Bangladesh managed to get India to acknowledge three of its demands: access to hydroelectricity in Bhutan and Nepal through India's network, a trade corridor through India to reach Bangladeshi goods to Nepal and Bhutan and urgent sops from Delhi to reduce Dhaka's huge trade deficit.

Indian officials who were part of the talks pointed out that the demands were mentioned in the statement to make it easier for Bangladesh energy minister Musharraf Hussain to sell the transnational pipeline move to his domestic audience. But sceptics are asking if the concessions India made to get Bangladesh to agree to the deal meant that any forward movement on the project depends on how satisfied Dhaka is with Delhi's response to its three demands.

Manmohan Singh, Khaleda Zia: Pipe dream

THE TELEGRAPH 24 JAN 2005

THE TELEGRAPH

15 JAN 2005

Dhaka puts economy first in gas deal

S.P.S. PANNU AND PRANAY SHARMA

New Delhi, Jan. 14: Bangladesh veered round to economic pragmatism and overcame its political fears to clear the decks for the Myanmar-India natural gas pipeline.

Dhaka will rake in $125 million or so in transit fee for allowing the pipeline to run through its territory and Bangladesh's Gas Transmission Company Ltd is also expected to make money on maintaining and managing the pipeline.

Bangladesh has also used this opportunity to obtain major trade concessions from India. The trade corridor to landlocked Nepal and Bhutan and access to cheap hydel power have also been thrown in to fatten the economic package.

This is the first time in 30 years that Bangladesh has allowed its territory to be used for transport of any commodity for a third country.

Bangladesh's decision — to join Myanmar and India in signing an agreement in Yangon yesterday paving the way for the pipeline to Bengal and Bihar through its territory — could have been prompted by the realisation that its capacity to play spoiler is no longer as potent as it used to be.

Another reason could be the fear of being totally excluded from the transnational project.

That the gas has to come from Myanmar and not from Bangladesh reserves has made Dhaka's task easier. Bangladesh has been fiercely possessive about its gas reserves and has repeatedly said these have been kept to meet its domestic demand.

The gas find in Myanmar has dramatically changed the energy scenario with a fresh economic opportunity springing up for the three South Asian countries.

Myanmar is lucky to have a market like India close at hand, while Bangladesh gets a chance to reap the gains of location. Laying a pipeline on the land route through Bangladesh is much cheaper than the sea route and this will drastically reduce the cost of gas for India.

A series of ministerial visits from Bangladesh have helped to pave the way for the pipeline deal signed by petroleum minister Mani Shankar Aiyar.

Bangladesh finance minister Saifur Rehman, who visited New Delhi last month, had indicated that Dhaka was ready to give the go-ahead to the pipeline. He had also reiterated that Bangladesh could not commit itself to exporting its gas to India as there was "uncertainty" over the size of the reserves. Rehman had also said the two countries "must now come together on a higher plane to give economic co-operation a sharper momentum".

Union commerce minister Kamal Nath has said all trade issues with Bangladesh would be sorted out next month when he intends to visit Dhaka. Bangladesh commerce minister Air Vice-Marshal (Retd) Altaf Hossain Chowdhury had during his visit in November focused on tariff and non-tariff obstacles his country faced in boosting exports to India.

Dhaka's decision on the pipeline is being described in Delhi as a "triumph for reason". Some feel it is an attempt on part of the Khaleda Zia government to tell India that it was about time Delhi started looking at the Bangladesh National Party as a "reliable partner" for trade and economic co-operation. With general elections due in about 18 months' time, the Khaleda Zia government may be taking steps to boost the economy.

However, indications suggest that Dhaka's decision came after months of internal debate in which hard-nosed pragmatists impressed upon the Prime Minister that Bangladesh had more to gain than lose. Aiyar had, during his meeting with Rehman in November, given a convincing argument on how much Bangladesh could benefit by joining in the project.

Even in Yangon, Bangladesh energy minister Musharraf Hossain agreed to be part of the trilateral deal only after provisions were made for Delhi to look into Dhaka's demand for transit rights for its goods to Nepal and Bhutan and access to hydroelectricity in these countries through Indian territory.

India, Bangladesh and Myanmar agree to lay pipeline

By Siddharth Varadarajan

YANGON, JAN. 13. India, Bangladesh and Myanmar ended their historic trilateral meeting here on Thursday with a formal joint statement committing themselves to the construction and operation of a pipeline which will allow natural gas to flow from fields off the coast of Myanmar through to India via Bangladesh.

When it is completed, the pipeline would be the first cooperative energy project of its kind in South Asia and is likely to serve as a catalyst for a wider set of bilateral and trilateral initiatives that could transform the economic geography of the subcontinent.

"The Government of Myanmar agrees to export natural gas to India by pipeline through the territory of Bangladesh and India to be operated by an international consortium as may be agreed upon by the parties concerned," the joint statement issued by the Energy Ministers of the three countries noted. "Bangladesh and India reserve the right to access the pipeline as and when required, including injecting and siphoning off their own natural gas."

Some fleet-footed work by Indian and Bangladeshi diplomats overcame a minor hurdle involving the question of whether the pipeline should be linked to certain bilateral transit and trade issues raised by Dhaka. Bangladesh had initially proposed, inter alia, that the question of accessing electricity from Bhutan and Bangladesh via Indian territory be mentioned in the trilateral joint statement. In the end, the two sides settled on a compromise in which the trilateral statement encourages merely Governments to pursue bilaterally those "issues of bilateral cooperation which impinge on their trilateral cooperation such as hydro-electricity and other diversified sources of energy supply, trade and transit."

At the same time, a separate bilateral statement was issued which took note of Bangladesh's specific concerns and India's assurances to examine these in a positive manner.

As matters stand, the precise route of the proposed pipeline will be decided on the basis of "ensuring adequate access, maximum security and optimal economic utilisation." A techno-commercial working committee comprising of representatives from the three Governments will meet in Yangon next month to begin work on concretising the proposal.

Complex arrangement

Characterising the agreement as 'win-win-win' for the three countries, India's Petroleum and Natural Gas Minister, Mani Shankar Aiyar, told *The Hindu* that the pipeline would not just involve point-to-point shipment of gas from Myanmar to India. Rather, it would be a more complex and cooperative arrangement in which gas from Tripura and from Bangladesh's own fields in the Sylhet region could flow in to be used by petrochmeical industries in Khulna or Jessore in the west. "Our statement also provides for the siphoning of Myanmar gas. Thus, if Bangladesh wants to use some of that gas for domestic consumption, it can. And tomorrow, if it turns out that the Tripura gas is not enough for the needs of our own northeast, the same pipeline could be used to take Myanmar gas there."

Though several routes will be explored, Bangladeshi officials said the easiest would be to run the pipeline from the Arakan coast into Bangladesh via Cox's Bazaar. "That way, we minimise the hilly terrain. There could then be separate spurs for Tripura and Sylhet gas," said S.R. Osmani of Petrobangla.

THE HINDU 14 JAN 2005